

দশবৈকালিক সূত্র

(মূল অর্ধমাগধী প্রাকৃতভাষা হইতে বঙ্গানুবাদ)

ডঃ জগৎ রাম ভট্টাচার্য



॥ জৈন প্রকল্প ॥

জৈন ভবন

পি ২৫ কলাকর স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

~~२१। गुरु गोपनीय~~ २५

दॉ जगत राम महायार्थ

দশবৈকালিক সূত্র

(মূল অর্ধমাগধী প্রাকৃতভাষা হইতে বঙ্গানুবাদ)

জ্ঞানীয় কল্যাণস্থ চিহ্ন-চক্র নং ১০০৭৮ জ্ঞানীয় সংস্কৰণ

ডঃ জগৎ রাম ভট্টাচার্য
এম. এ; এম. ফিল.; পি এইচ ডি
রীড়ার এবং অধ্যক্ষ
প্রাকৃত এবং জৈনাগম বিভাগ
জৈন বিশ্বভারতী সংস্থান
(মান্য বিশ্ববিদ্যালয়)
লাড়ন্স, রাজস্থান



॥ চৈব মুন ॥

জৈন ভবন

পি ২৫ কলাকর প্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

প্রকাশক :

সম্পাদক

জেন ভবন

পি ২৫ কলাকর ট্রাই

(বাড়ি নং ১৩৮ পাট্টা চীমান্দা মুক্তি)

কলিকাতা-৭০০ ০০৭

বর্ধমান মহাবীরের ২৬০০শ তম জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত

জেন শ্বেতামুর সোসাইটী শিখরজী, মধুবন, গিরিডি, বিহার,
সংস্থার আর্থিক আনুকূল্যে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

বাড়ি নং ১৩৮ পাট্টা
পাট্টা মালার্য সভা ভবন
মচুসার চীমান্দা মুক্তি
প্রথম সংস্করণ : এপ্রিল ২০০১ (বাড়ি সোসাইটী প্রকাশ)
মুদ্রণ কৃত্য

মূল্য : পাঁচশ টাকা

মুদ্রক :

শ্রীশঙ্খ দে

রীতা এন্টারপ্রাইজ

৬৫ শ্যামপুর ট্রাই

কলিকাতা-৭০০ ০০৮



চৈতন্য

ভাবনা

১৩৮ পাট্টা

৭০০ ০০৮

কলিকাতা

পরম পূজ্য

পিতৃদেব

স্বর্গীয় শান্তিরাম কাব্য ব্যাকরণ স্মৃতিতার্থের

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করিলাম



**Bhagavān Mahāvira
Kshatriya Kund
(Luchhwar)**

প্রাককথন

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মুখ্যরূপে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ পরম্পরায় সমৃদ্ধিলাভ করেছে। শ্রমণ পরম্পরা আবার বৌদ্ধ ও জৈন পরম্পরারূপে প্রচলিত এবং পরিচিত। ভারতীয় সংস্কৃতিকে জানতে গেলে ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ পরম্পরা উভয়কেই জানতে হবে। জৈন পরম্পরায় শ্বেতাস্বর গোষ্ঠী আচারশাস্ত্রের ক্ষেত্রে দশবৈকালিক সূত্রকে বিশেষ মান্যতা প্রদান করেছে। মুখ্যরূপে আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, উত্তরাধ্যয়ন এবং দশবৈকালিক এই চারটি আগমকে বিশেষ মহত্ত্ব দেওয়া এই কারণে যে মহাবীরবাণী এগুলিতে যথাবৎ সুরক্ষিত আছে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অন্যান্য আগমের ভাষা এবং বিধিতে কিছু কিছু পরিবর্তন দৃষ্ট হয়। জৈন সাধ্বাচারের ক্ষেত্রে দশবৈকালিক এক আদর্শ আগমগ্রন্থ। বাংলা ভাষায় দশবৈকালিক অনুবাদ করার পেছনে এটা একটা মুখ্য কারণ।

অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ এই পঞ্চমহাব্রতের উদ্গাতা ভগবান মহাবীর আজও বাঙালী সমাজে তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত হন নি। তুলনাত্মক বিচারে অহিংসা এবং করুণার প্রতিমূর্তি ভগবান বুদ্ধ অধিক প্রতিষ্ঠিত। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে এই বঙ্গভূমি রাতৃদেশ ছিল ভগবান মহাবীরের বিচরণ ক্ষেত্র। ভগবান মহাবীর আজ বাংলায় বর্ধমান, বীরভূম আদি ভৌগোলিক সংকেতে জীবিত। পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত প্রদেশে আজও সরাক (শ্রাবক — সরাবক — সরাঅক — সরাক) সম্প্রদায় জৈন জীবন শৈলীর একমাত্র বাঙালী প্রতিনিধি। জৈন প্রাচীন সাহিত্য বাংলা সাহিত্য তথা জনজীবনে তেমন প্রভাবশীল আজও হয়ে ওঠেনি। জৈন সাহিত্যের অনুবাদ তথা মৌলিক লেখন অত্যাবশ্যক বলেই মনে করি।

দশবৈকালিক অন্যান্য শ্বেতাস্বর জৈন আগমের মতোই অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় রচিত। অনুবাদের জন্য জৈনবিশ্বভারতীর প্রকাশনকেই মাধ্যম হিসাবে নিয়েছি। এ গ্রন্থের সম্পাদক বিবেচক হলেন মুনি নাথমল (বর্তমানে আচার্য মহাপ্রজ্ঞ)। কোথাও কোথাও অর্থ স্পষ্টতার জন্য ‘ব্যাবর’ প্রকাশনেরও সাহায্য নিতে হয়েছে। অনুবাদের ভাষা সাধুভাষাই রেখেছি কারণ প্রাচীন অর্ধমাগধী ভাষা থেকে সরাসরি চলিত বাংলায় অনুবাদ করা অসঙ্গত মনে হল। আশা করি পাঠক এ ব্যাপারটা আমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

একাজে আচার্য মহাপঞ্জের বইটি থেকেই কেবল সহায়তা পেয়েছি তাই নয় অনেক সমস্যার সমাধান ঠাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। অনেক পারিভাষিক শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা ও তিনি আমাকে দিয়েছেন। এটা ছাড়া অনুবাদ করা কঠিন হতো। ঠাঁর প্রতি সভক্তি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি (উপাচার্য) প্রফেসর ভোপাল চন্দ্ লোঢ়া আমাকে একাজের জন্য প্রথম থেকেই প্রেরণা দিয়ে আসছেন। ঠাঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রাকৃত এবং জৈনাগম বিভাগের আমার সহযোগী ডঃ হরিশক্র পাণে, ডঃ জিনেন্দ্র জৈন, সমগী চিন্ময়পঞ্জা, সমগী সম্মোধপঞ্জা এবং সমগী কুসুমপঞ্জা — এঁরাও ধন্যবাদের পাত্র। এঁদের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। আমার মাতৃদেবী শ্রীমতী মিনতিদেবীর আশীর্বাদ ও প্রেরণা আমাকে সতত জাগ্রত রেখে এ কাজে সহায়তা করেছে। ঠাঁর ত্যাগময় জীবন প্রতি পলে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমার সহধর্মীনী শ্রীমতী লোপামুদ্রা এ কাজে আদ্যন্ত আমাকে সহায়তা করেছেন। অনেক পারিভাষিক শব্দের সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ চয়নের ক্ষেত্রে এবং পরিবর্ধন, পরিবর্জন এবং পরিমার্জনে আমাকে সাহায্য করেছেন। ঠাঁকেও হার্দিক ধন্যবাদ। আমার শিক্ষক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই। ঠাঁরই পদতলে এবং মেহেছয়ায় থেকে প্রাকৃতের অ, আ, ক, খ শিখেছি। ঠাঁর কৃপা ছাড়া মূল প্রাকৃতে অবগত করা অসম্ভব ছিল। আজ শিক্ষা-জীবনের যে অবস্থায় আছি তা ঠাঁর আশীর্বাদেরই ফল। পরিশেষে প্রকাশক জৈন ভবন এর প্রতি ধন্যবাদ জানাই। মহাবীরের ২৬০০শ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে এ গ্রন্থ প্রকাশ করে বাঙালী জীবনে এবং বাংলা সাহিত্যে জৈনবিদ্যা বিষ্টারে সাহায্য করলেন। এ গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যাপারে শ্রীদিলীপ সিংহ নাহটা ও শ্রীমতী লতা বোখরার অবদান অসীম। এ জন্য এঁদের প্রতি হার্দিক প্রসন্নতা জ্ঞাপন করি। মুদ্রক রীতা এন্টারপ্রাইজে ও কম্পিউটার সেটিং করে অপ্রচলিত শব্দের যথাযথ বানান আদি সঠিক রেখেছেন। ঠাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

অনুবাদ সহজবোধ্য করার যথাযথ প্রয়াস করেছি। আশা রাখি বিষয়বস্তু অনুধাবনে পাঠক সুবিধালাভ করবেন। এতেই আমার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করব। অস্ত।

মহাবীর জয়ন্তী

৬ই এপ্রিল, ২০০১

জগৎকাম ভট্টাচার্য

আগম বাচনা

মহাবীরের নির্বাগের প্রায় ৯৮০ মতান্তরে ১৯৩ বৎসরের মধ্যে চার প্রমুখ বাচনা হইয়াছিল।

প্রথম বাচনা —

মহাবীর নির্বাগের দ্বিতীয় শতাব্দীতে (প্রায় ১৬০ বর্ষ পরে) পাটলিপুত্রে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ইহাতে শ্রমণ সংঘ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অনেক শ্রতধারী শ্রমণ মৃত্যুলাভ করেন। আগমস্তু পরাবর্তনে বাধার কারণে সূত্র শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়। দুর্ভিক্ষের অবসানে পুনঃ আগমন পরাবর্তনের প্রচেষ্টা হয়। নেপাল প্রবাসরত ভদ্রবাহুস্মার্মাই একমাত্র শ্রতকেবলী ছিলেন। পাটলিপুত্র হইতে স্থুলিভদ্র চতুর্দশপূর্ব অধ্যয়ন নিমিত্ত ভদ্রবাহুস্মার্মার নিকট গমন করেন। সংঘের বিশেষ অনুরোধে তিনি স্থুলিভদ্রকে দ্বাদশতম অঙ্গের জ্ঞান দান স্থীকার করেন। তথা দশপূর্বের অর্থ সহিত জ্ঞান প্রদান করেন। কিন্তু স্থুলিভদ্র এই বিদ্যার দুরুপযোগ করায় তিনি জ্ঞান প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। ভদ্রবাহুকে অঙ্গিম শ্রতকেবলীরপে স্থীকার করা হয়। স্থুলিভদ্র শাব্দিক দৃষ্টিতে চতুর্দশ পূর্বী হইলে আর্থ দৃষ্টিতে দশপূর্বীই ছিলেন।

দ্বিতীয় বাচনা —

আগম সংকলনের জন্য দ্বিতীয়বার প্রয়ত্ন শুরু হয় মহাবীরের নির্বাগের ৮২৭ হইতে ৮৪০ বৎসরের মধ্যে। সেই সময়েও দ্বাদশ বর্ষের ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ভিক্ষা প্রাপ্তি দুর্বল হইয়াছিল। অনেক সাধু মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভিক্ষার জন্য সাধু অনেক দূর পর্যন্ত যাইতেন। কালক্রমে সাধুসমুদায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়ে। আগমের অধ্যয়ন-অধ্যাপন, ধারণ এবং সূত্র পরিবর্তনে বাধা উৎপন্ন হইয়া পড়ে। ধীরে ধীরে শ্রত হ্রাস হইতে থাকে। অতিশায়ী শ্রত নাশ হইয়া যায়। অঙ্গ তথা উপাদেরও অর্থের হ্রাস হয়। দ্বাদশবর্ষের এই দুর্ভিক্ষকাল সমাপ্ত হইলে পর আচার্য স্কন্দিলের প্রেরণায় মথুরায় এক সম্মেলন আহুত হয়। সেই সময় শ্রমণগণের স্থৃতিতে ধৃত আগমের অংশ সংকলিত হয়। ইহা মাথুরী-বাচনা নামে খ্যাত। ইহা স্কন্দিলী-বাচনা নামেও পরিচিত হয়।

মাথুরী বাচনার আর এক প্রচলিত মান্যতা আছে। মতান্তরে দুর্ভিক্ষের প্রভাবে শ্রত কিঞ্চিৎ মাত্রও নষ্ট হয় নাই। কেবল আচার্য স্কন্দিলের অতিরিক্ত শ্রতধারী অন্য শ্রমণদের মৃত্যু হওয়ায় মথুরায় আচার্য স্কন্দিল বাচনা প্রারম্ভ করেন। সেইহেতু ইহা স্কন্দিলী-বাচনা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

তৃতীয় বাচনা —

প্রায় একই সময়ে বল্লভীতে আচার্য নাগার্জুনের অধ্যক্ষতায় এক সম্মেলন আহুত হয়। ইহাতে আগম সংকলন শুরু হয়। দেখা যায় সেই সময় শুরু অনেকক্ষেত্রে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছিল। অতঃ যেইরূপ স্মৃতিতে ছিল তদনুসারেই সংকলন হয়। বিস্তৃত প্রায় সুত্রকে বহুল প্রয়াসে গ্রহণ করা হইয়াছিল। সম্মেলনের পুরোধা নাগার্জুন হওয়ায় ইহা বল্লভী বাচনা তথা নাগাজুনীয়-বাচনা রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

চতুর্থ বাচনা —

মহাবীর নির্বাগের দশম শতাব্দীতে পুনরায় বল্লভীতে দেবর্দিগণি ক্ষমাশ্রমগণের অধ্যক্ষতায় শ্রমগসংঘের অধিবেশন হয়। স্মৃতিদৈর্ঘ্য, পরাবর্তনের নৃনাতা, ধৃতির হুস এবং পরম্পরার ব্যবচ্ছিন্তি প্রভৃতি কারণে শুরুতের অধিকাংশ ভাগ লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময় শুরুতের প্রাপ্ত অবস্থাকেই সংকলিত করা হইয়াছিল। দেবর্দিগণি ইহা পুস্তকাকারে নিবন্ধ করেন। মাথুরী তথা বল্লভী বাচনা কঠগত করিয়া সংকলিত হইয়াছিল। ইহাতে যে সমস্ত স্থলে মতভেদ অধিক ছিল সেই স্থলে মাথুরী বাচনার পাঠকেই মূলপাঠ স্থাকার করা হইয়াছিল এবং পাঠান্তর রূপে বল্লভী বাচনাকে মানা হইয়াছিল। এই কারণেই আগমে যত্নত নাগাজুনীয়ান্ত পঠন্তি” এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রাপ্ত আগম দেবর্দিগণি ক্ষমাশ্রমগণেরই বাচনা। ইহাতে সংশোধন, পরিবর্তন তথা পরিবর্ধন হয় নাই।

আগম একই আচার্য কর্তৃক সংকলিত হইলেও পাঠান্তর বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে — তৎকালীন জীবিত শ্রমগগণ যাঁহারা আগম কঠহু রাখিয়াছিলেন তাঁহাদের স্মৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল এবং দেবর্দিগণি তাহাতে হস্তক্ষেপ করা অনধিকার মানিয়াছেন।

আগম সংকলনে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হইল সন্দুটি খারবেলের অধিবেশন। শ্বেষপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকৌর্ণ ‘হাতীগুম্ফ’ অভিলেখে জানা যায় যে তিনি উড়িষ্যার কুমারী পর্বতে জৈন শ্রমণদের এক অধিবেশন করেন এবং তাহাতে মৌর্যকালে বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গের উপস্থাপন হয় (দ্রষ্টব্য, জার্নাল অফ দ্য বিহার এণ্ড ওডিসি রিসার্চ সোসাইটি, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ২৩৬)।

দশবৈকালিকের মহত্ত্ব

শ্বেতাস্বর পরম্পরায় দশবৈকালিক অতিথিচলিত এবং অতি ব্যবহৃত আগম গ্রন্থ। জৈনশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারণ স্থানে স্থানে স্থীয় অভিমত স্থাপন করিতে দশবৈকালিকের

উদ্বৃত্তি দিয়াছেন। উত্তরাধ্যয়ন বৃহদ্বৃত্তি তথা নিশীথচূর্ণি আদি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ রাখিয়াছে।

দশবৈকালিক রচনার পর শুরু অধ্যয়নের ক্রমেও পরিবর্তন হইয়াছে। ইহার পূর্বে আচারাঙ্গ অধ্যয়নের পর উত্তরাধ্যয়ন সূত্র অধ্যয়ন করা হইত। কিন্তু ইহার রচনার পর উত্তরাধ্যয়নের পূর্বে ইহার পাঠবিধি স্বীকৃত হইয়াছে। ‘ব্যবহার’ এর উদ্দেশক ও এবং ভাষ্যগাথা ১৭৫, মলয়গিরির বৃত্তিতে ইহার সমর্থন রাখিয়াছে —

আয়ারল্মস উ উবরিং উত্তরজ্ঞায়ণ উ আসি পুবং তু।

দসবেয়ালিয় উবরিং ইয়াগিং কিং তেণ হোংতী উ।

পূর্বমুন্তরাধ্যয়নানি আচারস্যা প্যাচারাঙ্গস্যোগ্যসীরন্ ইদানীং দশবৈকালিক-স্যোপরি পঠিতব্যানি। কিং তানি তথারপাণি ন ভবন্তি? ভবন্ত্যবেতি ভাবঃ।

এই পরিবর্তনের পিছনে সম্যক্ত কারণ পরিলক্ষিত হয়।

সাধনামার্গে প্রবর্জিত সাধুর সর্বপ্রথম আচার-জ্ঞান আবশ্যক। সেইহেতু প্রথম আচারাঙ্গ অধ্যয়নই বিধি ছিল। কিন্তু দশবৈকালিক আচার জ্ঞানের পক্ষে সহজবোধ্য এবং সুগম হওয়ায় ইহার পাঠবিধিকে প্রাথমিক স্থান দেওয়া হইয়াছে। কালক্রমে দশবৈকালিকই প্রথম পাঠ্য আগমরূপে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

প্রথমে মহাবৃত্তি শ্রমগগণের আচারাঙ্গ সূত্র আদ্যন্ত অধিগম করা ছিল অনিবার্য তথা আচারাঙ্গের বিশেষ অধ্যয়ন যথা শন্তি-পরিজ্ঞ। লোকবিজয় আদি সাধু-চর্যার বিশেষ আচার শাস্ত্ররূপে পরিগণিত ছিল। পরবর্তী কালে সেই সমস্ত বিষয় সহজ পাঠ্য রূপে দশবৈকালিকে সংকলিত হইয়াছিল। অতঃ আচারাঙ্গের শন্তি-পরিজ্ঞতার বিষয়বস্তু যাহা প্রথম অধ্যায়ে নিবন্ধ তাহা দশবৈকালিকের চতুর্থ অধ্যয়ন ‘যট্জীবনিকা’তে প্রাঞ্জল ভাবে সংকলিত হইয়াছে। একই ভাবে আচারাঙ্গের দ্বিতীয় অধ্যয়ন লোক বিজয় এর বিষয়বস্তু দশবৈকালিকের পঞ্চম অধ্যয়ন ‘গীগৈয়ণা’তে নিবন্ধ রাখিয়াছে। সুতরাং ভিক্ষাগাহী, শ্রমণের জন্য উপর্যুক্ত দুইটি বিষয়ই দশবৈকালিক হইতে জ্ঞাত হইয়া সাধুচর্যা নির্বাহ করা স্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে দশবৈকালিকের মহত্ত্ব সম্যক্রূপে অনুধাবন করা যাইতে পারে।

দশবৈকালিক — ইহার পরিচয়

এই আগমের নাম হইল দশবৈকালিক। ইহাতে দশটি অধ্যয়ন রহিয়াছে এবং বিকাল বেলায় রচিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহার নাম দশবৈকালিক। অধ্যয়নের নাম — দ্রুমপুষ্পিকা, শ্রামণ্যপূর্বক, ক্ষুণ্ণকাচার কথা, ধর্ম প্রজ্ঞপ্তি বা ঘট্জীবনিকা, পিণ্ডেগণা, মহাচার-কথা, বাক্যশুঙ্কি, আচারপ্রণিধি, বিনয়-সমাধি এবং সভিক্ষু।

দশবৈকালিকে দুইটি চুলিকা আছে — প্রথম চুলিকা—রতিবাক্য। ইহাতে সংযমী জীবনে অস্থির হইয়াও পুনঃ সংযমে স্থিরীকরণের উপদেশ নিবন্ধ আছে। দ্বিতীয় চুলিকা হইল — বিবিক্ত-চর্যা, যাহাতে বিবিক্ত চর্যার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

দশবৈকালিকের কর্তারূপে শ্রতকেবলি শ্যাঙ্গবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। স্বীয়পুত্র মনক-এর জন্য ইহা রচনা করেন। মহাবীর সংবৎ ৭২ এবং চম্পানগরী যথাক্রমে ইহার রচনা কাল এবং স্থানরূপে পরিগণিত হয়। দিগন্বর এবং যাপনীয় পরম্পরাতেও এই গ্রন্থের মান্যতা স্বীকার করা হইয়াছে (সর্বার্থসিদ্ধি ১/২০)। দশবৈকালিক কোন স্বতন্ত্র রচনা বা কৃতি নহে। ইহা এক নিযুহণ কৃতি। অর্থাৎ ‘পূর্ব’ লুপ্ত জনের এবং অন্যান্য প্রচলিত আগমের মুখ্য বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে। নিযুক্তিকার ভদ্রবাহুর অনুসারে (নিযুক্তি ১৬-১৭) দশবৈকালিকের চতুর্থ অধ্যয়ন ‘আত্মপ্রবাদপূর্ব’ হইতে গৃহীত হইয়াছে। একইভাবে পঞ্চম অধ্যয়ন ‘কর্মপ্রবাদপূর্ব’ হইতে, সপ্তম অধ্যয়ন ‘সত্যপ্রবাদপূর্ব’ হইতে এবং শেষ অধ্যয়ন ‘প্রত্যাখ্যান-পূর্বের’ তৃতীয় বস্তু হইতে গৃহীত হইয়াছে। দশবৈকালিক সূত্র অবলম্বন করিয়া ভদ্রবাহু নিযুক্তি, অগস্তসিংহ চূর্ণি, জিনদাসগণিমহত্ত্বর চূর্ণি এবং হরিভদ্র সূরি বৃত্তি রচনা করেন। এতদত্তিরিক্ত তিলকাচার্য সুমতিসূরি, বিনয়হংস প্রমুখ বৃত্তিকারণগণও বৃত্তি রচনা করেন। যাপনীয় সংয়ের আচার্য অপরাজিত সূরি (অপর নাম বিজয়াচার্য) দশবৈকালিকের উপর ‘বিজয়োদয়া’ নামক টীকা রচনা করেন। ইহার উল্লেখ ভগবতী আরাধনা’র টীকায় স্বয়ং উল্লেখ করিয়াছেন। জার্মান বিদ্বান् ওয়ালতার শুর্বিঙ্গ ভূমিকা সহিত তথা লয়মান মূলসূত্র এবং নিযুক্তি সহিত জার্মান ভাষাতে অনুবাদ করিয়াছেন। ভাষাশাস্ত্রীয় অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পিশেল অন্যান্য প্রধান আগমের সহিত দশবৈকালিককে সমান গুরুত্ব প্রদান করিয়াছেন। দশবৈকালিক এর পাঠ্যস্তর ভেদে শুন্দাশুঙ্কি বিচার করিয়াছেন।

দশবৈকালিক সূত্র শ্বেতাস্বর এবং দিগন্বর উভয় সম্প্রদায়েই মান্য। শ্বেতাস্বর সম্প্রদায় ইহাকে উৎকলিক সূত্রের বিভাগ রূপে চরণকরণানুযোগে স্থাপন করিয়াছে। ইহাকে মূলসূত্র রূপে মানা হইয়াছে। শ্বেতাস্বর আচার্যগণ ইহার উপর নিযুক্তি, ভাষ্য চূর্ণি, টীকা, দীপিকা, অবচূরি ইত্যাদি ব্যাখ্যা গ্রন্থের রচনা করিয়াছেন।

দিগন্বর সম্প্রদায়েও এই গ্রন্থ সমাদৃত হইয়াছে। ধবলা, জয়ধবলা, তত্ত্বারাজবার্তিক, তত্ত্বার্থ শ্রতসাগরীয় বৃত্তিতে এই বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু মূলগ্রন্থের কর্তা তথা স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। ইহার কর্তৃত্ব বিষয়ে কেবল — ‘আরাতীয়েরাচার্যেনিযুৎং’ — উল্লেখ হইয়াছে।

আগমের ভাষা

আগমের ভাষা হইল অর্ধমাগধী। ভগবান মহাবীর গণধরগণের নিকট এই ভাষাতেই প্রবচন করিতেন। সমবায়ঙ্গ, ব্যাখ্যাপ্রজ্ঞপ্তি এবং প্রজ্ঞাপনা আদি সূত্রে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সিদ্ধহেমশব্দানুশাসনে এই ভাষাকেই আর্যপ্রাকৃত বলা হইয়াছে এবং হেমচন্দ্র ইহাকে প্রাচীন সূত্রের ভাষারূপে স্বীকার করিয়াছেন। গণধরগণ কর্তৃক সুরক্ষিত এই ভাষা মহাবীরের নির্বাগের প্রায় এক হাজার বৎসর বাদে সংকলিত হয়। এতাবৎকাল শ্রুত পরম্পরায় সুরক্ষিত থাকিলেও কালানুক্রমে ভাষার মধ্যে অবশ্যকারণেই অনেক পরিবর্তন হয়। টীকাকারণগণ এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। আগমের টীকায় পাঠান্তরই ইহার প্রমাণ। উদাহরণ রূপে কল্পসূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে কোথাও য শ্রতির প্রয়োগ হইয়াছে, যথা — ‘তিথ্যের’ আবার কোথাও হয় নাই, যথা — আত্মাণং; কোথাও হুৰ আবার কোথাও একই শব্দে দীর্ঘস্বরের প্রয়োগ হইয়াছে যথা — গুত এবং গোত। হেমচন্দ্র বিধানানুসারে কোথাও স্বরমধ্যবর্তী — ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, য, ব আদির লোপ হইয়াছে, আবার কোন কোন স্থলে লোপ হয় নাই। একই শব্দের প্রয়োগে বানানভেদ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। আচার্যগণ এই ক্ষেত্রে পৌর্বাপর্য রক্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ, কালগ্রন্থে প্রাচীন প্রাকৃতের স্বরূপের সাথে পরিবর্তন দৃষ্ট হয়; সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে ভাষার পরিবর্তন আবশ্যক মানা হইয়াছিল। অভয়দেব এবং মলয়গিরির টীকায় ইহা স্পষ্টকরণে প্রতীত হয়। আগমের ভাষায় ভিন্ন রূপ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আচারাঙ্গ, সূত্রকৃতাঙ্গ, উত্তরাধ্যয়ন, দশবৈকালিক, নির্ধারিত, ব্যবহার এবং বৃহৎকল্প আদি আগমের ভাষা অধিক প্রাচীন মানা হয়।

দশবৈকালিকের অধ্যয়ন বিচার

প্রথম অধ্যয়ন হইল দ্রুমপুষ্পিকা। ইহাতে মুখ্যরূপে ধর্মপ্রশংসনা এবং মাধুকরীবৃত্তি আলোচনা করা হইয়াছে। এইস্থলে সাধুকে ভ্রমের উপমা দেওয়া হইয়াছে। মাধুকরী

বৃত্তির প্রথম গাথা — ‘জহা দুমেসু পুফেসু’ ধন্যপদের গাথা —

যথাপি অমরো পুপঃ বন্ধগংধং অহেঠ্যং।

পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনী চরে॥

পুপঃবন্ধ, ৬ এর সহিত হবহ মিলে যায়। প্রথম অধ্যায়ে পাঁচটি গাথা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যয়ন হইল শ্রামণ্যপূর্বক। ইহাতে শ্রমণ্য এবং মদনকাম, ত্যাগীর লক্ষণ, কামরাগ নিবারণ তথা মনোনিগ্রহের সাধন, মনোনিগ্রহের চিঞ্চন-সূত্র অগঙ্কনকূলে জাত সর্পের লক্ষণ তথা বিবরণ, রথনেমির প্রতি রাজীমতীর উপদেশ, রথনেমির বোধোদয় তথা পুনঃ সংযমে হিরতা, সম্মুদ্দের কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা হইয়াছে। ইহাতে এগারোটি গাথা রহিয়াছে।

তৃতীয় অধ্যয়ন হইল ক্ষুল্লিকাচার-কথা। ইহাতে আচার-অনাচারের ভেদরেখ স্পষ্ট করিবার প্রয়ত্ন করা হইয়াছে। এই অধ্যয়নে নির্গৃহ-শ্রমণের অনাচার নিরাপণ, নির্গৃহের স্বরূপ, নির্গৃহের ঝাড়চর্যা, মহর্ষির প্রক্রমের উদ্দেশ্য, যাহাতে দুঃখ-মুক্তি, সংযম সাধনায় মুখ্য এবং গৌণ ফল আদি বিষয়ের সমারোজন হইয়াছে। ইহাতে গাথা সংখ্যা হইল পনেরো।

চতুর্থ অধ্যয়ন হইল — ষড়জীবনিকা। বিষয় নির্ধারণের দৃষ্টিতে ইহা মূলতঃ পাঁচ উপভাগে বিভক্ত। এইগুলি হইল — জীবাজীবাভিগম, চারিত্রধর্ম, প্রযত্ন, উপদেশ তথা ধর্মফল।

জীবাজীবাভিগমে ষট্জীবনিকায়ের নাম নির্দেশ তথা ইহাতে পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বনস্পতি এবং এসকায়িক জীবের প্রকার ভেদ, লক্ষণ এবং চেতন-তত্ত্বের নিরাপণ করা হইয়াছে। জীবহিংসা অর্থাৎ বধ নিষেধ করা হইয়াছে।

চারিত্রধর্ম উপভাগে মূলতঃ পঞ্চমহারতের অনুপালনা অর্থাৎ প্রাণতিপাত-বিরমণ, মৃষাবাদ বিরমণ, অদ্বাদান বিরমণ, অব্রহাচর্যবিরমণ এবং পরিগ্রহ বিরমণ তথা রাত্রিভোজন বিরমণ বিষয়ে চর্চা করা হইয়াছে।

প্রযত্ন উপভাগে ষট্জীবনিকায় অর্থাৎ পৃথিবী, অপ, তেজ, বায়ু, বনস্পতি এবং এসকায়িক জীবের প্রতি কৃত হিংসা হইতে বিরমণের কথা বলা হইয়াছে।

উপদেশ উপভাগে বর্ণিত বিষয়গুলি হইল — চলা, দাঁড়ানো বসা, শোওয়া, ভোজন করা এবং বলা আদি বিষয়ে হিংসার বন্ধন তথা পরিণাম। ইহা ভিন্ন প্রবৃত্তিতে অহিংসার জিজ্ঞাসা তথা সমাধান, আঞ্চোপম্য-বুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তির অবক্ষ বিষয়, শৃঙ্গির মাহাত্ম্য আদি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ধর্মফল উপভাগে কর্মমুক্তির প্রক্রিয়ায় আঘাশুদ্ধির আরোহ ক্রম বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে বিশেষভাবে সংযম-জ্ঞানের অধিকারী, গতি-বিজ্ঞান, বন্ধন-মোক্ষের

জ্ঞান, আসন্তি এবং উপভোগ ত্যাগ, সংযোগের ত্যাগ, মুনি জীবন স্বীকার, চারিত্রিক ভাব-বৃদ্ধি, পূর্বসংঘিত কর্মরজের নির্জরা, কেবলজ্ঞান তথা কেবলদর্শনের প্রাপ্তি, কর্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় এবং পরমসিদ্ধির প্রাপ্তি প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সুগতি প্রাপ্তির দুর্ভিতা এবং সুলভতা তথা প্রয়ত্নশীল হইবার উপদেশ ইহাতে রহিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যয়নে তিনি বিষয়ের বর্ণনা রহিয়াছে। এইগুলি হইল — এষণা-গবেষণা, গ্রহণেযণা এবং ভোগেযণার শুরু।

গবেষণায় বলা হইয়াছে মুনি ভোজন-পানীয় গ্রহণ করিতে কিরণ থানে এবং কিভাবে যাইবেন। বিষমমার্গে গমনদোষ এবং নিষেধ, কিন্তু আপাতহিতিতে অর্থাৎ সম্মার্গের অভাবে বিষমমার্গে গমন বিধি, অঙ্গার অতিক্রমণ নিষেধ, বর্ণ সময়ে ভিক্ষাটন নিষেধ, বেশ্যালয়ের নিকট ভিক্ষাটন নিষেধ, ইহাতে দোষ এবং দোষমুক্তির বিষয়, গমন বিধি, শক্ষাস্থান, মন্ত্রণাগৃহ আদিতে গমন নিষেধ প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে।

গ্রহণেযণায় ভোজন এবং পানীয় গ্রহণের বিধি উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বিশেষ ভাবে আহাৰ্য গ্রহণের বিধি নিষেধ, এষণার দশম দোষ ‘ছৰ্দিত’ এর বর্জন, জীব হিংসা করিয়া দাতা হইতে ভিক্ষাগ্রহণের নিষেধ, পুরাকর্ম দোষ বর্জন, অসংস্কৃত-সংস্কৃত তথা পশ্চাত্কর্মদোষ নিরাপণ এবং বর্জন, দানার্থ এবং পুণ্যার্থ ভোজন নিষেধ, অহিংসির শিলা কাঠ আদির উপর গমন নিষেধ, সজীব বনস্পতি কলমূল আদির গ্রহণ নিষেধ, তৎকাল ধৌত ভোজনের নিষেধ তথা পরিণত ধৌতের গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে।

ভোগেযণায় মুখ্যরাপে ভোজন করিবার আপবাদিক স্থিতি এবং ভোজনের সামান্যবিধির কথা বলা হইয়াছে। আপবাদিক বিধিতে ভিক্ষাকালে ভোজনের মান্যতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সামান্যহিতিতে বলা হইয়াছে যে ভিক্ষুর উপাশ্রয়েই ভোজন করা উচিত। ইহার অতিরিক্ত উপাশ্রয়ে প্রবেশ বিধি, দৰ্যাপথিকীপূর্বক কায়োৎসর্গ করিবার নিয়ম, গোচরী অর্থাৎ ভিক্ষটিনে প্রাপ্ত আহারে অতিচার হইলে অর্থাৎ নিয়মে কোন দোষ থাকিলে তাহা শ্মরণ করা এবং আলোচনা অর্থাৎ স্বীকার এবং প্রায়শিক্ষিত কর্তব্য। কায়োৎসর্গ, বিশ্রামকালীন চিঞ্চন, সাধুগণকে আহারের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ, সহভোজন অথবা একাকী ভোজন, ভোজনপ্রতি তথা ভোজনের বিধি সম্বন্ধেও উল্লেখ রহিয়াছে। ভোজন মনোজ্ঞ অথবা অমনোজ্ঞ হউক — উভয় স্থিতিতে সমভাব হইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মুখ্যাদায়ী এবং মুখাজীবী উভয়েরই দুর্ভিতা এবং গতিবিষয়েও বলা হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যয়নের দ্বিতীয় উদ্দেশক পিণ্ডেযণাতে অধিক বিস্তৃত রূপে ভোজন বিধির উল্লেখ রহিয়াছে। ভোজনের উচিষ্ট রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে। ভিক্ষাপ্রাপ্ত ভোজন

পর্যাপ্ত না হইলে তাহাতে আহার-গবেষণার বিধান দেওয়া হইয়াছে। যথাসময়ে কার্যের নির্দেশ, অকালে ভিক্ষাচারী শ্রমণের প্রতি দোষ বিধান, ভিক্ষালাভ অথবা অলাভে সমতার নির্দেশ, ভিক্ষা গমন বিধিতে পশ্চ-পক্ষীকে অতিক্রমে নিয়েধ, বনস্পতি দলিত করিয়া ভিক্ষা গ্রহণ নিয়েধ, অনভিখারীকে অতিক্রম নিয়েধ, সজীব, অপক আহার্য গ্রহণে নিয়েধ, সামুদায়িক ভোজনের বিধি, আদীন ভাবে ভিক্ষাগ্রহণের নির্দেশ, আদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ না হইতে নির্দেশ, স্তুতিপূর্বক ভিক্ষাগ্রহণে তথা ভিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে পর কঠোর বচন বলিতে নিয়েধ, রসলোলুপতা এবং তজ্জনিত দুষ্পরিণাম, পূজার্থিতা এবং তজ্জনিত দোষ, মদ্যপান নিয়েধ, গুণানুপ্রেক্ষীর সংবর-সাধনা এবং আরাধনা-নিরূপণ, প্রণীতরস এবং মদ্যপান বর্জনকারী তপস্থীর কল্যাণের উপদর্শন, তপস্যাতে মায়া-মৃষাঞ্জনিত দুগ্ধতির নিরূপণ এবং তাহা বর্জনের উপদেশ, পিণ্ডৈষণার উপসংহার, সামাচারী তথা সমাক্রাপে পালনের উপদেশ ইত্যাদি আলোচ্য অধ্যয়নে বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যয়ন হইল মহাচারকথা। ইহাতে মহাচারের নিরূপণ করিতে অষ্টাদশ হান উল্লিখিত হইয়াছে। এইগুলি হইল — অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্ৰহ্মচৰ্য, অপরিগ্ৰহ, রাত্রিভোজন ত্যাগ, পৃথিবীকার্যের প্রতি যত্নশীল, অপ্কার্যের প্রতি যত্নশীল, তেজস্কার্যের প্রতি যত্নশীল, বাযুকার্যের প্রতি যত্নশীল, বনস্পতি কার্যের প্রতি যত্নশীল, এসকার্যের প্রতি যত্নশীল, অকল্য, গৃহি-ভাজন, পৰ্যক, নিষদ্যা, ন্নান তথা বিভূষাবৰ্জন। এই হানগুলি দ্বারা মুনি জীবনের সংযমশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যয়ন হইল বাক্যশুন্দি অর্থাৎ ভাষা-বিবেক। ইহাতে ভাষার চার প্রকার ভেদ দুই প্রকারের বিধান এবং অন্য দুই প্রকারের নিয়েধ করা হইয়াছে। অবক্তৃব্য সত্য, সত্যাসত্য, মৃষা এবং অনাচীর্ণ ব্যবহার ভাষার নিয়েধ অনবদ্য আদি বিশেষণযুক্ত ব্যবহার এবং সত্যভাষা বলিবার বিধান, দ্বামক ভাষার নিয়েধ, সত্যাভাসকে সত্যে প্রতিপন্ন করিতে নিয়েধ, অঙ্গাত বিষয়কে নিশ্চয়ান্বক ভাষায় বলিতে নিয়েধ, শক্তি ভাষার প্রতিযেধ, নিঃশক্তি ভাষার বিধান, পৰৱ্য তথা হিংসান্বক ভাষার নিয়েধ, তুচ্ছ এবং অপমানজনক ভাষার নিয়েধ, পারিবারিক মমত্বসূচক শব্দে স্তুজাতিকে সমোধনে নিয়েধ, স্তী জাতির প্রতি গৌরবসূচক অথবা চাটুতা-পূৰ্ণ ভাষার প্রয়োগ নিয়েধ, অপ্রীতিকর তথা উপঘাতমূলক ভাষার প্রয়োগ নিয়েধ, সাব্য প্ৰবৃত্তি সম্বন্ধে বলিতে নিয়েধ, কাহারো প্রতি জয়-পৱাজয় বিষয়ে অভিলাষান্বক ভাষার প্রয়োগ নিয়েধ, ক্রয়বিক্রয়ের পৱার্মণদাত্রী ভাষার প্রয়োগ নিয়েধ, চিন্তন পূৰ্বক ভাষা বলিতে উপদেশ ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টরাপে আলোচ্য অধ্যয়নে বিবৃত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যয়ন হইল আচার-প্ৰণিধি। ইহাতে মুখ্যরাপে কথায় এবং ব্ৰহ্মচৰ্যের সাধনা এবং তাহার সাধন বিষয়ে বিধান দেওয়া হইয়াছে। আচার প্ৰণিধিৰ প্ৰকারণের

প্রতিজ্ঞা, জীব-ভেদের নিরূপণ, যড়জীবনিকায়ের প্রতি যত্নবান হওয়া, আট প্রকার সূক্ষ্ম হানের নিরূপণ তথা তাহাদের প্রতি যত্নবান হওয়া, প্ৰতিলেখন তথা প্ৰতিস্থাপনের বিবেক, গৃহহের গৃহে প্ৰবিষ্টবিধিৰ উপদেশ, গৃহহকে ভিক্ষার সৱসতা, নীৱসতা তথা প্ৰাপ্তি-অপ্ৰাপ্তি নির্দেশ কৰিতে নিয়েধ, আহার পানীয়ের সংগ্ৰহে নিয়েধ, প্ৰিয় শব্দে অনুৱাগ তথা কৰ্কশ শব্দ ভাবান্বক প্ৰতিক্ৰিয়া রহিত হইতে উপদেশ, আচাৰ্য বচনেৰ প্রতি শিয়োৰ কৰ্তব্য। জীবনেৰ ক্ষণভঙ্গুৰতা এবং ভোগ নিৰ্বান্তিৰ উপদেশ প্ৰভৃতি বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। কষায় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাৱে বলা হইয়াছে। ইহাতে কষায়েৰ প্ৰকাৰ এবং তাহা তাগেৰ উপদেশ, কষায়েৰ অৰ্থ, কষায় বিজয়েৰ উপায়, পুনৰ্জন্মেৰ মূল কষায়, বিনয়, আচাৰ এবং ইল্লিয় সংযমে প্ৰবৃত্ত হইতে উপদেশ প্ৰভৃতি বিষয় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাৱে নিরূপিত হইয়াছে। ব্ৰহ্মচৰ্যেৰ সাধনা তথা ইহাৰ সাধন বিষয়েও বিস্তৃত উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে একান্ত হানেৰ বিধান, স্ত্ৰীকথা এবং গৃহহেৰ সহিত পৱিচয়ে নিয়েধ তথা সাধনসঙ্গে উপদেশ, স্ত্ৰী বিষয়ে ভয়োৎপাদকতা, তপস্থী, সংযমী এবং স্বাধ্যায়ীৰ সামৰ্থেৰ নিরূপণ, পূৰাকৃত মল বিশোধনেৰ উপায়। আচাৰ প্ৰণিধিৰ ফলেৰ প্ৰদৰ্শন তথা অস্তে উপসংহাৰ দেওয়া হইয়াছে।

নবম অধ্যয়ন মূলতঃ চারিটি উদ্দেশকে বিভক্ত। এই সব কয়টিৰ বিষয়বস্তু হইল বিনয় সমাধি কেন্দ্ৰিক। প্ৰথম উদ্দেশকে বিনয় দ্বাৰা প্ৰাপ্তি মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে উল্লেখ রহিয়াছে। দ্বিতীয় উদ্দেশকেৰ বিষয়বস্তু হইল পূজাব্যক্তিৰ নিরূপণ কৰা হইয়াছে। পূজা ব্যক্তিৰ লক্ষণ তথা যোগ্যতা বিষয়ে আলোকপাত কৰা হইয়াছে। ইহাতে মুখ্যবিষয়গুলি হইল — আচাৰ্যেৰ সেবাৰ প্রতি জাগৰকতা, ভিক্ষাবিশুন্দি তথা লাভ-অলাভে সমভাৱ, বচন-কুপ কল্টক সহন, সদোৱ ভাষার পৱিত্র্যাগ, লোলুপতাৰ পৱিত্র্যাগ, আৱানিৰীক্ষণ এবং মাধ্যহ্যভাৱ, জিতেন্দ্ৰিয়তা এবং সত্যৱৰততা, আচাৰ-নিষণততা এবং গুৰু-পৰিচৰ্যা ও ইহাৰ ফল। বিনয় সমাধিৰ অস্তিম অৰ্থাৎ চতুৰ্থ উদ্দেশকেৰ বিষয়বস্তু হইল — বিনয়সমাধি-হান। ইহাৰ প্ৰধান বিষয়গুলি হইল — সমাধিৰ প্ৰকাৰ ভেদ। ইহাৰ অতিৰিক্ত সমাধি চতুৰ্থয়েৰ সারগৰ্ভ বৰ্ণনা এই উদ্দেশকে উপলব্ধ হইয়াছে।

দশম অধ্যয়নেৰ বিষয়বস্তু হইল — সভিঙ্কু। ইহাতে চিন্ত-সমাধি, স্ত্ৰী-মুক্তা এবং বাস্তভোগেৰ অনাসেবন; জীবহিংসা-সচিত্ত এবং উদ্দেশিক ভোজনেৰ পচন-পাচন পৱিত্র্যাগ; সম্যগ্দৃষ্টি, অমৃততা, তপস্থিতা এবং প্ৰবৃত্তিশোধন; সন্নিধি বৰ্জন, সাধৰ্মিক-নিমস্তণপূৰ্বক ভোজন এবং ভোজনোপৱাস্ত স্বাধ্যায় রততা। সুখ-দুখে সমভাৱ, পৱীয়-

বিজয় তথা শ্রামণরততা; সংযম, অধ্যাত্মরততা এবং সুন্দর বিজ্ঞান, বাণীসংযম, মদ-বর্জন এবং ভিক্ষুর গতি নিরূপণ করা হইয়াছে।

দশটি অধ্যয়নের অতিরিক্ত দশবৈকালিকে দুইটি চূলিকা রাখিয়াছে। ইহার প্রথম চূলিকার বিষয়বস্তু হইল 'রতিবাক্যা'। সংযমী জীবনে অঙ্গের হইয়া পুনঃ সংযমে স্থির হইবার উপদেশ ইহাতে রাখিয়াছে। বিশদরূপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা রাখিয়াছে — সংযমে স্থির হইতে অষ্টাদশ স্থানের অবলোকন করিতে উপদেশ ও ইহার নিরূপণ, ভোগ নিমিত্ত সংযম ত্যাগীর ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং অনুতাপগুরু মনোবৃত্তির উপমাপূর্বক নিরূপণ, শ্রমণপর্যায়ের স্বর্গীয়তা তথা নারকীয়তার সকারণ নিরূপণ, সংযম ভ্রষ্টের ইহলোকিক এবং পারলোকিক জীবনের দোষ নিরূপণ, সংযম ভ্রষ্টের ভোগাস্তি ও ইহার ফল, সংযমে মনস্থির করিতে চিন্তনসূত্র এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা অপরাজেয় মানসিক সংকল্পের নিরূপণ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় চূলিকার বিষয়বস্তু হইল — চূলিকা প্রবচনের প্রতিজ্ঞা এবং তাহার উদ্দেশ্য, সাধুচর্যা তথা ইহার গুণ এবং নিয়ম জানিবার আবশ্যকতা, শ্রমণের জন্য আহার-বিশুদ্ধি এবং কায়োৎসর্গে উপদেশ, অনিকেতবাস আদি চর্যার প্রকারের নিরূপণ, স্থানাদির প্রতিবন্ধ তথা গ্রাম আদির প্রতি মমত্ব বর্জন। গৃহস্থের প্রতি বৈয়াবৃত্তের নিষেধ তথা অসংক্রিষ্ট মুনিগণের সহিত রাহিতে বিধান, বিশিষ্ট সংহননমুক্ত তথা শ্রতসম্পন্ন মুনির একাকী বিহারের বিধান, আত্ম নিরীক্ষণের সময়, চিন্তনসূত্র এবং পরিণাম, প্রতিবুদ্ধজীবী এবং জাগরুকভাবে থাকিবার পরিভাষা। উপর্যুক্ত বিষয়গুলির সূচনা তথা সহজবোধ্য বিবেচন ইহাতে রাখিয়াছে।

জগত্রাম ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা	
প্রথম অধ্যয়ন :	দ্রমপুষ্পিকা	১
দ্বিতীয় অধ্যয়ন :	শ্রামণপূর্বক	২
তৃতীয় অধ্যয়ন :	ক্ষুলিকাচার	৩
চতুর্থ অধ্যয়ন :	যড়জীবনিকা	৬
পঞ্চম অধ্যয়ন :	প্রথম উদ্দেশক : পিণ্ডেযণা	২০
	দ্বিতীয় উদ্দেশক : পিণ্ডেযণা	৩৫
ষষ্ঠ অধ্যয়ন :	মহাচার কথা	৪২
সপ্তম অধ্যয়ন :	বাক্যশুদ্ধি	৫২
অষ্টম অধ্যয়ন :	আচার-প্রণিধি	৬০
নবম অধ্যয়ন :	প্রথম উদ্দেশক : বিনয় সমাধি	৬৯
	দ্বিতীয় উদ্দেশক : বিনয় সমাধি	৭২
	তৃতীয় উদ্দেশক : বিনয় সমাধি	৭৬
	চতুর্থ উদ্দেশক : বিনয় সমাধি	৭৮
দশম অধ্যয়ন :	সভিক্ষু	৮১
প্রথম চূলিকা :	রহবক্তা (রতিবাক্যা)	৮৫
দ্বিতীয় চূলিকা :	বিবিক্ষণচরিয়া (বিবিক্ষণচর্যা)	৮৯

দশবৈকালিক সূত্র

দশবৈকালিকসূত্রম্

প্রথম অধ্যয়ন

দ্রুম পুষ্পিকা

১। ধম্মো মঙ্গলমুক্তিঃ অহিংসা সংজ্ঞো তবো।

দেবা বি তৎ নমংসংতি জস্ম ধম্যে সয়া মণো ॥ ১ ॥

‘অহিংসা, সংযম এবং তপোবিশিষ্ট ধর্ম হইল উৎকৃষ্ট মঙ্গল। ধর্মে যাঁহার মন
সদা (সংলগ্ন) দেবতারাও তাঁহাকে নমস্কার করেন।’

২। জহা দুমেসু পুষ্পেসু ভমরো আবিয়ই রসং।

ন য পুপ্ফং কিলামেই সো য পীণেই অঘ্নযং ॥ ২ ॥

‘ভ্রমর যেমন দ্রুম পুষ্প থেকে রস পান করে এবং পুষ্পকে জ্ঞান না করিয়া
নিজেকে তৃপ্ত করে—’

৩। এমেএ সমণা মুত্তা জে লোএ সংতি সাহগো।

বিহঙ্গমা ব পুষ্পেসু দানভত্তেসণে রয়া ॥ ৩ ॥

সেইরূপ এই লোকে যে সমস্ত শ্রমণ এবং সাধু মুক্ত (অপরিগ্রহী) হইয়া
রহিয়াছেন তাঁহারা দানভক্ত (দাতা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দোষ আহার) এষণা করিয়া থাকেন
যেমন ভ্রমর পুষ্পে (রসের এষণা করে)।

৪। বযং চ বিভিং লত্তামো ন য কোই উবহশ্মই।

অহাগডেসু রীয়স্তি পুষ্পেসু ভমরা জহা ॥ ৪ ॥

‘আমরা এমনতর বৃক্ষি অর্থাৎ ভিক্ষা প্রাপ্ত করিব যাহাতে কোন জীবের উপহনন
না হয়। কেননা শ্রমণ যথাকৃত (অনায়াস প্রস্তুত) আহার গ্রহণ করেন যেমন ভ্রমর
পুষ্পে (রস আহরণ করে)।’

৫। মহকার সমা বুদ্ধা জে ভবস্তি অনিস্সিয়া।

নাগাপিত্তুরয়া দংতা তেণ বুচ্ছতি সাহগো ॥ ৫ ॥ তি বেমি

‘যে বুদ্ধ পুরুষ মধুকর সম অনিশ্চিত অর্থাৎ একই বিষয়ে আশ্চৰ্য নন; যিনি
নানা পিণ্ডে রত এবং দাস্ত (যিনি সংযম এবং তপস্যা দ্বারা আত্মাকে দমন করেন)
তিনি (উক্ত গুণ সমূহের দ্বারা) সাধু রূপে কথিত হন। ইহা কহিতেছি।’

দশবৈকালিক সূত্র

দ্বিতীয় অধ্যয়ন

শ্রামণ্য পূর্বক

৬। কহং নু কুজ্জা সামঘং জো কামে ন নিবারএ।

পএ পএ বিসীয়ৎতো সংকঞ্চস বসং গও ॥ ১ ॥

‘তিনি কিভাবে শ্রামণ্য পালন করিবেন যিনি কাম (বিষয়ানুরাগ) নিবারণ করিতে পারেন না, যিনি সংকল্পের বশীভূত হইয়া পদে পদে বিষাদগ্রস্ত হন?’

৭। বখ-গন্ধমলংকারং ইঠিও সংয়গণি য়।

অচ্ছন্দ জেন ভুংজষ্টি ন সে চাই তি বুচই ॥ ২ ॥

‘যিনি অচ্ছন্দ (পরাধীন অথবা অভাবগ্রস্ত) হইয়া বন্ধ, গন্ধ, অলংকার, স্তৰ এবং শয়ন (এবং আসন) প্রভৃতি উপভোগ করেন না তাহাকে ত্যাগী বলা যায় না।’

৮। জে য কস্তে পিএ ভোএ লক্ষে বিপ্লিট্টি কুবন্দ।

সাহীণে চয়ই ভোএ সে হ চাই তি বুচই ॥ ৩ ॥

‘তিনিই ত্যাগী রূপে কথিত হন যিনি কান্ত এবং প্রিয় ভোগ প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ তত্ত্ব বিষয়ে অনাসক্ত থাকেন) এবং স্বাধীনতা পূর্বক ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করেন।

৯। সমাএ পেহাএ পরিবয়ৎতো সিয়া মণে নিষ্পরঙ্গ বহিদ্বা।

ন সা মহং নোবি অহং পি তাসে ইচ্চেব তও বিগঞ্জ রাগং ॥ ৪ ॥

‘সমদৃষ্টি পূর্বক পরিব্রজন করিতে করিতে (অর্থাৎ রহিতে রহিতে) যদি কখনও মন (সংযম হইতে) বাহিরে চলিয়া যায়, (তবে মুক্ত) ইহা আমার নহে অথবা আমিও ইহার নহি’ (এইরূপ ভাব সহিত) বিষয় রাগ দুর করুন।

১০। আয়াবয়াই চয় সোউমলং কামে কমাই কমিয়ং খু দুক্খং।

ছিন্দাহি দোসং বিগঞ্জ রাগং এবং সুহী হোহিসি সংপরাএ ॥ ৫ ॥

‘নিজেকে (তপের দ্বারা) তপ্ত কর। সৌকুমার্য ত্যাগ কর। কাম (বিষয় বাসনা) অতিক্রম কর। ইহাতে দুঃখ স্বয়ং অতিক্রান্ত হয়। দ্বেষ (ভাব) ছিন্ন কর। রাগ (ভাব) দূর কর। ইহাতে সংসারে (ইহলোকে এবং পরলোকে) সুখী হইবে।’

১১। পক্ষন্দে জলিযং জোইং ধূমকেউং দুরাসয়ং।

নেচ্ছষ্টি বস্তুং ভোত্তুং কুলে জায়া অগন্ধণে ॥ ৬ ॥

‘অগন্ধন (কুলে জাত সর্প) জ্যোতিঃপূর্ণ ধূমকেতু (সম) দুঃসহ (অগ্নিতে) প্রবেশ করে (কিন্তু জীবনের জন্য) বাস্ত (অর্থাৎ বমন কৃত বিষ) পুনরায় ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে না।’

ক্ষুল্লিকাচার কথা

১২। ধিরখু তে জসোকামী জো তৎ জীবিয় কারণা।

বস্তৎ ইচ্ছসি আবেউং সেয়ৎ তে মরণং ভবে ॥ ৭ ॥

‘ওহে যশঃকমিন্দ! তোমাকে ধিক। (সামান্য) জীবনের কারণে তুমি স্থীয় বাস্ত পুনরায় পান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ইহা অপেক্ষা তোমার মৃত্যু শ্রেয়ঃ।

১৩। অহং চ ভোয়রায়স্ম তৎ অন্ধগবণহিণো।

মা কুলে গন্ধণা হোমো সংজ্ঞমৎ নিষ্ঠও চর ॥ ৮ ॥

‘আমি ভোজরাজের (কল্যা রাজীমতী) এবং তুমি অন্ধক বৃষ্ণির (পুত্র রথনেমি)। আমরা কুলে গন্ধন (সর্পের মতো) যেন না হই। তুমি নিষ্ঠত (স্থিরমনা) হও, সংযম পালন কর।

১৪। জই তৎ কাহিসি ভাবং জা জা দচ্ছসি নারিও।

বায়াইদ্বা কৰ হড়ো আট্টিয়ঘা ভবিস্মসি ॥ ৯ ॥

‘যদি তুমি নারী দর্শনে (এই প্রকার) ভাব কর (আসক্ত হও), তবে বাতবিদ্ধ হটের (জলজ বনস্পতি) ন্যায় অস্থিরাত্মা হবে।

১৫। তীসে সো বয়ণং সোচা সংজ্ঞাএ সুভাসিয়ৎ।

অংকুসেণ জহা নাগো ধম্মে সংপত্তিবাইও ॥ ১০ ॥

‘সংযমিনীর (রাজমতীর) এই সুভাষিত বাণী শুনিয়া (রথনেমি) ধর্মে এমনভাবে স্থির হইলেন যেমন অংকুশ দ্বারা নাগ অর্থাৎ হস্তী (স্থির হয়)।

১৬। এবং করেন্তি সংবুদ্ধা পশ্চিয়া পবিয়ক্খণ।

বিগিয়ট্টিষ্টি ভোগেসু জহা সে পুরিসোভ্রমো ॥ ১১ ॥ তি বেমি

‘সম্বুদ্ধ, পশ্চিত এবং প্রবিচক্ষণগণ এমনই করেন। তাঁহারা (জাগতিক) ভোগ থেকে দূরে চলিয়া যান—যেমন পুরুষোভ্রম (রথনেমি করিয়াছিলেন)। ইহা কহিতেছি।

তৃতীয় অধ্যয়ন

ক্ষুল্লিকাচার কথা

১৭। সংজ্ঞমে সুট্টিঅঘাণং বিপ্লিমুক্তাণ তাইণং।

তেসিমেয়মাইঘং নিঙ্গাথাণ মহেসিণং ॥ ১ ॥

‘যিনি সংযমে সুস্থিরাত্মা, যিনি বিপ্রমুক্ত এবং ত্রাতা—(এইরূপ) নির্গুহ মহর্যগণের জন্য (নিম্নলিখিত বিষয়) অনচীর্ণ অর্থাৎ অগ্রাহ্য, অসেব্য এবং অকরণীয়।

১৮। উদ্দেসিযং কীয়গডং, নিয়াগমভিহডাণি য় ॥ ২ ॥

রাইভন্তে সিণাণে য় গংধমল্লে য় বীয়ণে।

নির্গম্বের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, নির্গম্বের উদ্দেশ্যে ক্রীত, সমাদর পূর্বক নিমন্ত্রণ করিয়া প্রদত্ত, নির্গম্বের জন্য দুর হইতে আনীত (আহার ইত্যাদি), রাত্রিকালীন ভোজন, খান, সুগন্ধে শ্বাগ লওয়া অথবা বিলেপন করা এবং মাল্য পরিধান, পাখা ব্যবহার'।

১৯। সম্মিহী গিহিমতে য রায়পিংডে কিমিছএ।

সংবাহণা দংতপহোয়ণা য সংপুচ্ছণা দেহ পলোয়ণা য ॥ ৩ ॥

'খাদ্য বস্তুর সংগ্রহ, গৃহস্থের পাত্রে ভোজন, মূর্ধাভিযিক্ত রাজার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ, ('আপনি) কিরাপ (আহার) ইচ্ছা করেন,—এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া প্রদত্ত ভিক্ষা, অঙ্গ মর্দন করানো, দন্তধাবন (কাঠাদি দ্বারা), (গৃহস্থের প্রতি কুশল) জিজ্ঞাসা অথবা শরীর পরিষ্কার করা, (দর্পণ প্রভৃতি দ্বারা) শরীর দর্শন'।

২০। অট্টাবএ য নালীয় ছত্রস্স ধারণ্ট্টাএ।

তেগিছং পাণহা পাএ সমারংভং চ জোইগো ॥ ৪ ॥

'দৃতক্রীড়া, নলিকা দ্বারা দৃতক্রীড়া, (বিশেষ আয়োজন বিনা) ছত্রধারণ, চিকিৎসা করা, পাদুকা (ব্যবহার), অশ্বি প্রজুলন করা'।

২১। সেজ্জায়র পিংডং চ আসংদী পলিযংকে।

গিহংতর নিসেজ্জা য গায়স্মসুবটণাণি য ॥ ৫ ॥

'হান দাতার নিকট ভিক্ষা (গ্রহণ), আসন (বিশেষ প্রকার), পালক্ষের উপর বসা, (ভিক্ষার সময়) গৃহস্থের নিকট বসা, গাত্র উদ্বর্তন (বিশেষ প্রকার বিলেপনের দ্বারা দ্বক পরিষ্কার করা)'।

২২। গিহিগো বেয়াবড়িযং জা য আজীব-বিত্তিয়া।

তত্ত্বানিকুড় ভোইতং আউরস্মস্রণাণি য ॥ ৬ ॥

'গৃহস্থকে ভোজনের অংশ প্রদান, জাতি, কুল, গণ, শিল্প এবং কর্ম অবলম্বন করিয়া ভিক্ষাপ্রাপ্ত করা, অর্ধপক সজীব বস্তু উপভোগ করা, আত্মুর অবস্থা ভোগকারীকে স্মরণ করা।

২৩। মূলএ সিংগবেরে য উচ্চুখংডে অনিকুড়ে।

কংদে মূলে য সচিত্তে ফলে বীএ য আমএ ॥ ৭ ॥

'সজীব মূলা, সজীব আদা, সজীব ইক্ষুখন্দ, সজীব কস্দ, সজীব মূল, অপক ফল, অপক বীজ'।

২৪। সোবচলে সিংধবে লোগে রোমালোগে য আমএ।

সামুদ্দে পংসুখারে য কালালোগে য আমএ ॥ ৮ ॥

অপক সোবচল (নামক লবণ), অপক সৈঙ্ঘব লবণ, অপক রূমা লবণ, অপক সামুদ্রিক লবণ, উমর ভূমির অপক লবণ, অপক কৃষঃ লবণ (গ্রহণ করা)

২৫। ধূব গেতি বমণে য বথীকম্ব বিরেয়ণে।

অংজগে দংতবণে য গায়াভংগ বিভুসগে ॥ ৯ ॥

'ধূমপানের নিমিত্ত নল, (রোগ সন্তানবনা দূর করিতে অথবা শারীরিক সক্ষমতা এবং সৌন্দর্য বর্ধন করিতে) বমন ক্রিয়া, অপান মার্গে তৈল সঞ্চালন, বিরেচন ক্রিয়া, চক্ষুতে অঞ্জন ক্রিয়া, কাষ্ঠ দ্বারা দস্ত ঘর্ষণ, গাত্র মর্দন, শরীর অলংকরণ'

২৬। সববমেবমণাইঞ্জং নিগংথাণ মহেসিঙং।

সংজ্ঞমশ্মি য জুত্রাণং লহভুয় বিহারিণ ॥ ১০ ॥

'যিনি সংযমে লীন এবং বায়ুর ন্যায় মুক্ত বিহারী, সেই নির্গুহ মহৰ্ষির জন্য এই সমস্ত (ব্যবস্থা) অনাচীর্ণ'

২৭। পংচাসব পরিনায়া তিগুতা ছসু সংজয়া।

পংচ নিগ্নহণা ধীরা নিগ্নংখা উজ্জুদ্বিসিগো ॥ ১১ ॥

'যিনি পঞ্চ আশ্রব পরিজ্ঞাত (এবং নিরোধকারী), তিনি গুপ্তি পরিজ্ঞাত (এবং তাহাতে গুপ্ত), ছয় প্রকার জীবের প্রতি সংযত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের নিগ্নহকারী, তিনি ধীর, নির্গুহ এবং ঝাজুদৰ্শী'

২৮। আয়াবয়ংতি গিহেসু হেমংতেসু অবাউড়া।

বাসাসু পতিসংলীগা সংজয়া সুসমাহিয়া ॥ ১২ ॥

'সুসমাহিত (নির্গুহ) গ্রীষ্ম ঋতুতে (সূর্যের) তাপ গ্রহণ করেন, হেমস্ত ঋতুতে (শরীর) অনাবৃত রাখেন এবং বর্ষা ঋতুতে প্রতিসংলীন থাকেন অর্থাৎ একই স্থানে বাস করেন'

২৯। পরীসহ রিউদংতা ধূয়মোহা জিইংদিয়া।

সব-দুক্থ-ঝালীগংট্টা পক্ষমংতি সমেসিগো ॥ ১৩ ॥

'পরীয়হ রূপ রিপুদমনকারী, ধূতমোহ অর্থাৎ অজ্ঞানকে প্রকল্পিতকারী, জিতেন্দ্রিয় মহৰ্ষি সর্ব দুঃখ প্রহান অর্থাৎ নাশের জন্য পরাক্রম করিয়া থাকেন।

৩০। দুকরাইং করেত্তাগং দুস্মহাইং সহেতু য।

কেইথ দেবলোএসু কেই সিঞ্চাংতি নীরয়া ॥ ১৪ ॥

'দুষ্কর (কর্মসম্পাদন) করিয়া, দুঃসহ (বিষয়) সহন করিয়া কেহ কেহ দেবলোক প্রাপ্ত হন (এবং) কেহ কেহ নীরজ অর্থাৎ কর্ম রহিত হন অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হন'

৩১। খবিতা পুরুকম্মাইঁ সংজমেণ তবেণ য।

সিদ্ধিমঞ্চমণ্ডল তাইগো পরিনিবুড়া ॥ ১৫ ॥

‘নিজের এবং পত্রের আতা নির্গৃহ) সংযম এবং তপের দ্বারা পূর্ব (সঞ্চিত) কর্ম ক্ষয় করিয়া সিদ্ধিমার্গ প্রাপ্ত করিয়া পরিনিবৃত্ত অর্থাৎ মুক্ত হন’। ইহা কহিতেছি।

চতুর্থ অধ্যয়ন

ষড় জীবনিকা

৩২। সুয়ং মে আউসং! তেগং ভগবয়া এবমক্খাযং—ইহ খলু ছজ্জীবণিয়া নামজ্ঞাযং সমগ্নেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাসবেণং পবেইয়া সুয়ক্খায়া সুপম্নতা। সেয়ং মে অহিজ্ঞউঁ অঙ্গবাণং ধন্মপম্নতী ॥ ১ ॥

‘হে আয়ুগ্মান! আমা কর্তৃক এইরূপ শ্রুত হইয়াছে যে এই ষড়জীবনিকা নামক অধ্যয়ন কাশ্যপ (গোত্রীয়) শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর কর্তৃক প্রবেদিত, (প্রকৃষ্ট রূপে জ্ঞাত), সুআখ্যাত এবং সুপ্রজ্ঞপ্ত (সঠিক ভাবে আচরিত) হইয়াছে। (এই) ধর্মপ্রজ্ঞপ্তি অধ্যয়ন পাঠ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ’।

৩৩। কয়রা খলু সা ছজ্জীবণিয়া নামজ্ঞাযং সমগ্নেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাসবেণং পবেইয়া সুয়ক্খায়া সুপম্নতা। সেয়ং মে অহিজ্ঞউঁ অজ্ঞাযং ধন্মপম্নতী ॥ ২ ॥

‘কাশ্যপ (গোত্রীয়) শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর দ্বারা প্রবেদিত, সুআখ্যাত এবং সুপ্রজ্ঞপ্ত ষড়জীবনিকা নামক অধ্যয়ন কি প্রকারের যে ধর্মপ্রজ্ঞপ্তি অধ্যয়ন পাঠ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ?’

৩৪। ইমা খলু সা ছজ্জীবণিয়া নামজ্ঞাযং সমগ্নেণং ভগবয়া মহাবীরেণং কাসবেণং পবেইয়া সুয়ক্খায়া সুপম্নতা। সেয়ং মে অহিজ্ঞউঁ অজ্ঞাযং ধন্মপম্নতী তৎ জহা—পুটবিকাইয়া আউকাইয়া তেউকাইয়া বাউকাইয়া বণ্মসইকাইয়া তসকাইয়া ॥ ৩ ॥

‘কাশ্যপ (গোত্রীয়) শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর দ্বারা প্রবেদিত, সুআখ্যাত এবং সুপ্রজ্ঞপ্ত ষড়জীবনিকা নামক অধ্যয়ন—যে ধর্মপ্রজ্ঞপ্তি অধ্যয়ন পাঠ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা হইল—পৃথীকায়িক, অপ্কায়িক, তেজস্কায়িক, বায়ুকায়িক, বনস্পতিকায়িক (এবং) ত্রসকায়িক।

৩৫। পুটবী চিত্তমংতমক্খায়া অগেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথ পরিগঞ্জং ॥ ৪ ॥

‘শন্ত্র পরিগতির (শন্ত্র দ্বারা ছেদনের) পূর্বে পৃথিবী চিত্তবতী (সজীব) বলিয়া কথিতা, (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান)’।

৩৬। আউ চিত্তমংতমক্খায়া অগেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথপরিগঞ্জং ॥ ৫ ॥

‘শন্ত্র পরিগতির পূর্বে তেজস্ত চিত্তবান্ বলিয়া কথিত, (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (বিদ্যমান)।

৩৭। তেউ চিত্তমংতমক্খায়া অগেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথ-পরিগঞ্জং ॥ ৬ ॥

‘শন্ত্র পরিগতির পূর্বে তেজস্ত চিত্তবান্ বলিয়া কথিত, (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (বিদ্যমান)।

৩৮। বাউ চিত্তমংতমক্খায়া অগেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথ-পরিগঞ্জং ॥ ৭ ॥

‘শন্ত্র পরিগতির পূর্বে বায়ু চিত্তবান্ বলিয়া কথিত। (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (বিদ্যমান)।

৩৯। বণস্পস্ট চিত্তমংতমক্খায়া অগেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথ-পরিগঞ্জং, তৎ জহা—অগ্নবীয়া মূলবীয়া পোরবীয়া খংধবীয়া বীয়রুহা সম্মুচ্ছিমা তণ্ডলয়া।

বণস্পস্টকাইয়া সবীয়া চিত্তমংতমক্খায়া অনেগজীবা পুটোসন্তা অন্নথ সথ-পরিগঞ্জং ॥ ৮ ॥

‘শন্ত্র পরিগতির পূর্বে বনস্পতি চিত্তবতী বলিয়া কথিত, (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (বিদ্যমান), যথা—অগ্রবীজ, মূলবীজ, পৰবীজ, স্ফৰ্ব বীজ, সম্মুচ্ছিম, তৃণ এবং লতা।’

‘শন্ত্র পরিগতির পূর্বে বীজ পর্যন্ত (মূল থেকে বীজ পর্যন্ত) বনস্পতিকায়িক চিত্তবান্ বলিয়া কথিত, (ইহাতে) অনেক জীব এবং পৃথক্ সন্তা (বিদ্যমান)।’

৪০। সে জে পুণ ইমে অগেগে বহবে তসা পাণা তৎ জহা—অংডয়া পোয়য়া জরাউয়া রসয়া সংসেইমা সম্মুচ্ছিমা উত্তিয়া উববাইয়া।

জেসিং কেসিংচি পাণাগং অভিকংতং পতিকংতং সংকুচিযং পাসরিযং রুযং ভংতং তসিযং পলাইযং আগাইগই-বিগ্রায়া—

জে য কীডপয়ংগা,

জা য কুংথুপিবীলিয়া,

সবেব বেইংদিয়া সবেব তেইংদিয়া সবেব চউরিংদিয়া সবেব পংচিংদিয়া সবেব তিরিকথ-জোগিয়া সবেব নেরইয়া সবেব মণ্ডয়া সবেব দেবা সবেব পাণা পরমাহশ্মিয়া—

এসো খলু ছট্টো জীবনিকাও তসকাও ত্বি পবুচ্ছই ॥ ৯ ॥

‘(পুনঃ) অনেক (প্রকারের) বহু এস (কায়িক) প্রাণী বিদ্যমান, যথা—অণ্ড, পোতজ, জরায়ুজ, রসজ, সংস্বেদজ, সম্মুচ্ছিনজ, উত্তিদ্ (এবং) ঔপগাতিক।

যে সমস্ত প্রাণী সম্মুখগমন, পশ্চাদ্গমন, সংকুচিত হওয়া, শব্দ করা, ভ্রমণ করা (সাধারণ ভাবে চলা), অস্ত হওয়া, পলায়ন করা (ইত্যাদি ক্রিয়ায় ক্রিয়াশীল এবং) অগতি ও গতির বিজ্ঞাতা (তাহারা অস প্রাণী)।

যে কীট, পতঙ্গ, কৃষ্ণ, এবং পিপীলিকা সব দ্বি-ইন্দ্রিয়, সব ত্রি-ইন্দ্রিয়, সব চতুরিন্দ্রিয়, সব পঞ্চেন্দ্রিয়, সব তৃর্থক্যোনিক, সব নৈরায়িক, সব মনুষ্য, সব দেব (এবং) সব প্রাণী পরমধার্মিক (অর্থাৎ সুখভিলাসী) ইহা হইল ষড়জীবনিকায় যাহা অসকার্য (ক্লপে) কথিত।

৪১। ইচ্ছেসিং ছগহং জীবনিকায়াৎ নেব সয়ং দৎডং সমারংভেজা নেবমেহং দৎডং সমারংভাবেজা দৎডং সমারংভতে বি অন্নে ন সমগুজাগেজা জাবজীবাএ তিবিহং তিবিহেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম ভংতে পতিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি ॥ ১০ ॥

‘এই ষড়জীবনিকায়ের প্রতি দণ্ড (মন, বচন এবং কায়ের পাপজনক প্রবৃত্তি) সমারন্ত করা’ উচিত নহে, অন্যদের দণ্ড সমারন্ত করিতে প্রেরণ করা উচিত নহে (এবং) অন্য দণ্ড সমারন্তকারীকে অনুমোদন করা উচিত নহে। যাবজ্জীবনের জন্য তিন (করণ তথা) তিন (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায় দ্বারা করিব না, করাইব না এবং অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! (আমার পূর্বকৃত দণ্ড সমারন্ত থেকে) নিবৃত হইতেছি, ইহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আঘার (অর্থাৎ আঘাতে অসৎ প্রবৃত্তির) বুৎসর্গ (ত্যাগ) করিতেছি।

৪২। পচমে ভংতে! মহব্বএ পাণাইবায়াও বেরমণং।

সবৰং ভংতে! পাণাইবায়ং পচচক্খামি—সে সুহুমং বা বায়ারং বা তসং বা থাবৰং বা, নেব সংয়ং পাণে অইবাএজা নেবমেহং পাণে অইবায়াবেজা পাণে অইবায়তে বি অন্নে ন সমগুজাগেজা জাবজীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি!

তস্ম ভংতে! পতিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি।

পচমে ভংতে! মহব্বএ উবট্টিওমি সবাও মুসাবায়াও বেরমণং ॥ ১১ ॥

‘হে ভদন্ত! প্রথম মহাব্বত (হইল) প্রাণাতিপাত হইতে বিরমণ। হে ভদন্ত! (আমি) সর্বপ্রকার প্রাণাতিপাত প্রত্যাখ্যান করিতেছি—তাহা সূক্ষ্ম, বাদর (ফুল), অস অথবা স্থাবর (প্রাণী হটক) স্বয়ং ঐ প্রাণীর অতিপাত করিব না, অন্যকে অতিপাত করিতে

প্রেরণ করিব না (এবং) অন্য অতিপাতকারীকে অনুমোদন করিব না। যাবজ্জীবনের জন্য তিন (করণ তথা) তিন (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায় দ্বারা—করিব না, করাইব না (এবং) অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! আমার পূর্বকৃত প্রাণাতিপাত (থেকে) নিবৃত হইতেছি, ইহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আঘার বুৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদন্ত! (আমি) প্রথম মহাব্বতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব প্রাণাতিপাতের বিরমণ হয়।

৪৩। অহাবরে দোচে ভংতে! মহব্বএ মুসাবায়াও বেরমণং।

সবৰং ভংতে! মুসাবায়ং পচচক্খামি—সে কোহা বা লোহা বা ভয়া বা হাসা বা, নেব সয়ং মুসং বএজ্জা নেবমেহং মুসং বায়াবেজা মুসং বয়তে বি অন্নে ন সমনুজাগেজা জাবজীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম ভংতে! পতিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি।

দোচে ভংতে! মহব্বএ উবট্টিওমি সবাও মুসাবায়াও বেরমণং ॥ ১২ ॥

‘হে ভদন্ত! ইহার পর দ্বিতীয় মহাব্বত (হইল) মৃষাবাদ হইতে বিরমণ।

হে ভদন্ত! (আমি) সর্বপ্রকার মৃষাবাদ প্রত্যাখ্যান করিতেছি—তাহা ক্রোধ, লোভ, ভয় অথবা হাস্য (হটক) স্বয়ং মিথ্যা বলিব না, অন্যকে মিথ্যা বলিতে প্রেরণ করিব না (এবং) অন্য মিথ্যাবচনকারীকে অনুমোদন করিব না। যাবজ্জীবনের জন্য তিন (করণ তথা) তিন (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায় দ্বারা করিব না, করাইব না (এবং) অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! (আমার পূর্বকৃত মৃষাবাদ হইতে) নিবৃত হইতেছি, ইহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আঘার বুৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদন্ত! (আমি) দ্বিতীয় মহাব্বতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব মৃষাবাদের বিরমণ হয়।

৪৪। অহাবরে তচে ভংতে! মহব্বএ অদিন্নাদাগাও বেরমণং।

সবৰং ভংতে! অদিন্নাদাগং পচচক্খামি—সে গামে বা নগরে বা রংশে বা অঞ্চ বা বহং বা অগুং বা থুলং বা চিন্মতং বা অচিন্মতং বা, নেব সয়ং অদিন্নং গেণহেজা নেবমেহং অদিন্নং গেণহেজা অদিন্নং গেণহংতে বি অন্নে ন সমগুজাগেজা জাবজীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তম্ম ভৎসে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাঙং বোসিরামি।

তচে ভৎসে! মহবএ উবট্টিওমি সবাও অদিনাদাণও বেরমণং ॥ ১৩ ॥

‘হে ভদন্ত! ইহার পর তৃতীয় মহাব্রত (হইল) অদভাদান (চৌর্যবৃত্তি) হইতে বিরমণ।

হে ভদন্ত! (আমি) সর্বপ্রকার অদভাদান প্রত্যাখ্যান করিতেছি—তাহা গ্রামে, নগরে অথবা অরণ্যে, অল্প বা বহু, সূক্ষ্ম কিন্তু স্থূল, সচিত্ত অথবা অচিত্ত অদভ (কোন বন্ধ) স্বযং গ্রহণ করিব না, অন্যদের অদন্তগ্রহণে প্রেরিত করিব না (এবং) অন্য অদন্তগ্রহণকারীকে অনুমোদন করিব না। যাবজ্জীবনের জন্য তিনি (করণ তথা) তিনি (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায়দ্বারা করিব না, করাইব না (এবং) অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! (আমার পূর্বকৃত অদভাদান হইতে) নিবৃত্ত হইতেছি, ইহার নিদা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আগ্নার বৃৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদন্ত! (আমি) তৃতীয় মহাব্রতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব অদভাদানের বিরমণ হয়।

৪৫। অহাবরে চটুখে ভৎসে! মহবএ মেছণাও বেরমণং।

সবং ভৎসে! মেছণং পচক্রথামি—সে দিববং বা মাঘসং বা তিরিক্রজোগিযং বা, নেব সযং মেছণং সেবেজা নেবন্নেহিং মেছণং সেবাবেজা মেছণং সেবংতে বি অন্নে না সমগুজাগেজা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেং মণেং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তম্ম ভৎসে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাঙং বোসিরামি।

চটুখে ভৎসে! মহবএ উবট্টিওমি সবাও মেছণাও বেরমণং ॥ ১৪ ॥

‘হে ভদন্ত! ইহার পর চতুর্থ মহাব্রত (হইল) মৈথুন হইতে বিরমণ।

হে ভদন্ত! (আমি) সর্বপ্রকার মৈথুন প্রত্যাখ্যান করিতেছি—তাহা দিব্য সম্বন্ধীয়, মনুয সম্বন্ধীয় অথবা তির্থঝ সম্বন্ধীয় মৈথুন স্বযং সেবন করিব না, অনুমোদন করিব না। যাবজ্জীবনের জন্য তিনি (করণ তথা) তিনি (যোগের) দ্বারা—মন বচন এবং কায় দ্বারা—করিব না, করাইব না (এবং) ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! (আমার পূর্বকৃত মৈথুন সেবন হইতে) নিবৃত্ত হইতেছি, ইহার নিদা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আগ্নার বৃৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদন্ত! আমি চতুর্থ মহাব্রতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব মৈথুনের বিরমণ হয়।

৪৬। অহাবরে পংচমে ভৎসে! মহবএ পরিগ্নাও বেরমেণং। সবং ভৎসে! পরিগ্নাহং পচক্রথামি—সে গামে বা নগরে বা রংশে বা অঞ্চাঙং বা বহুং বা অণুং বা থুলং বা চিত্তমংতং বা অচিত্তমংতং বা, নেব সযং পরিগ্নাহং পরিগেণ্হেজা নেবন্নেহিং পরিগ্নাহং পরিগেণ্হাবেজা পরিগ্নাহং পরিগেণ্হতে বি অন্নে ন সমগুজাগেজা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেং মণেং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তম্ম ভৎসে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাঙং বোসিরামি।

পংচমে ভৎসে! মহবএ উবট্টিওমি সবাও পরিগ্নাও বেরমেণং ॥ ১৫ ॥

‘হে ভদন্ত! ইহার পর পঞ্চম মহাব্রত (হইল) পরিগ্নাহ হইতে বিরমণ।

হে ভদন্ত! (আমি) সর্ব প্রকার পরিগ্নাহ প্রত্যাখ্যান করিতেছি—তাহা গ্রামে, নগরে অথবা অরণ্যে, অল্প বা বহু, সূক্ষ্ম কিন্তু স্থূল, সচিত্ত অথবা অচিত্ত (কোন প্রকারের) পরিগ্নাহ স্বযং গ্রহণ করিব না, অন্যদের পরিগ্নাহ গ্রহণে প্রেরিত করিব না, (এবং) অন্য পরিগ্নাহকারীর পরিগ্নাহ-গ্রহণ অনুমোদন করিব না। যাবজ্জীবনের জন্য তিনি (করণ তথা) তিনি (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায়দ্বারা করিব না, (এবং) অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদন্ত! (আমার পূর্বকৃত পরিগ্নাহ হইতে) নিবৃত্ত হইতেছি, ইহার নিদা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আগ্নার বৃৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদন্ত! (আমি) পঞ্চম মহাব্রতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব পরিগ্নাহের বিরমণ হয়।

৪৭। অহাবরে ছট্টে ভৎসে! বএ রাঁচিভোয়ণাও বেরমেণং। সবং ভৎসে! রাঁচিভোয়ণং পচক্রথামি—সে অসণং বা পাণং বা খাইমং বা সাইমং বা, নেব সযং রাইং ভুংজেজা নেবন্নেহিং রাইং ভুংজাবেজা রাইং ভুংজতে বি অন্নে ন সমগুজাগেজা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেং মণেং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তম্ম ভৎসে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাঙং বোসিরামি।

ছট্টে ভৎসে! বএ উবট্টিওমি সবোও রাঁচিভোয়ণাও বেরমেণং ॥ ১৬ ॥

‘হে ভদন্ত! ইহার পর ষষ্ঠ মহাব্রত (হইল) রাত্রি ভোজন হইতে বিরমণ।

হে ভদন্ত! আমি সর্বপ্রকার রাত্রি ভোজন প্রত্যাখ্যান করিতেছি— তাহা অশন, পান, খাদ্য এবং স্বাদ্য (প্রভৃতি) স্বযং রাত্রিতে ভোজন করিব না, অন্যদের রাত্রি ভোজন করাইব না (এবং) অন্য রাত্রি-ভোজনকারীকে অনুমোদন করিব না।

যাবজ্জীবনের জন্য তিনি (করণ তথা) তিনি (যোগের) দ্বারা—মন, বচন এবং কায়দ্বারা করিব না, করাইব না, (এবং) অন্য ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদ্র! (আমার পূর্বকৃত রাত্রি ভোজন হইতে) নিবৃত হইতেছি, ইহার নিন্দা করিতেছি, (এবং) আত্মার বৃৎসর্গ করিতেছি।

হে ভদ্র! (আমি) ষষ্ঠৰতে উপস্থিত হইতেছি, (ইহাতে) সব রাত্রি ভোজনের বিরমণ হয়।

৪৮। ইচ্ছেয়াইঁ পঁচ মহবয়াইঁ রাঞ্জিভোয়ণ-বেরমেণঁ ছুঁঠাইঁ অভ্রহিট্টয়াএ উবসংপজ্জিত্তাণঁ বিহরামি ॥ ১৭ ॥

(আমি) এই পথমহাত্রত এবং রাত্রিভোজন বিরমণ (রূপ) ষষ্ঠৰত আত্মহিতার্থ অঙ্গীকার করিয়া বিহার করিতেছি।

৪৯। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-পডিহয়-পচক্খায় পাবকম্মে দিয়া বা রাও বা এগও বা পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা—সে উদগং বা উসং বা হিমং বা মহিযং বা করগং বা হরতগুং বা সুদ্বোদগং বা উদওল্লং বা কায়ং উদওল্লং বা বখং সসিগিন্দ্রং বা কায়ং সসিগিন্দ্রং বা বখং ন আমুসেজ্জা ন সংফুসেজ্জা ন আবীলেজ্জা ন পবীলেজ্জা ন অক্খোডেজ্জা ন পক্খোজেজ্জা ন আয়বেজ্জা ন পায়বেজ্জা অন্নং ন আমুসাবেজ্জা ন সংফুসেজ্জা ন আবীলাবেজ্জা ন পবীলাবেজ্জা ন অক্খোডাবেজ্জা ন পক্খোডাবেজ্জা ন আয়াবেজ্জা ন পয়াবেজ্জা অন্নং আমুসংতং বা সংফুসংতং বা আবীলতং বা পবীলতং বা অক্খোডংতং বা পক্খোডংতং বা আয়াবতং বা পয়াবতং বা ন সমগুজাগেজ্জা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেণঁ মণেণঁ বায়াএ কাএগং ন করেমি ন কারবেমি করতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

৫০। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-পডিহয়-পচক্খায় পাবকম্মে দিয়া বা রাও বা এগও বা পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা—সে উদগং বা উসং বা হিমং বা মহিযং বা করগং বা হরতগুং বা সুদ্বোদগং বা উদওল্লং বা কায়ং উদওল্লং বা বখং সসিগিন্দ্রং বা কায়ং সসিগিন্দ্রং বা বখং ন আমুসেজ্জা ন সংফুসেজ্জা ন আবীলেজ্জা ন পবীলেজ্জা ন অক্খোডেজ্জা ন পক্খোজেজ্জা ন আয়বেজ্জা ন পায়বেজ্জা অন্নং ন আমুসাবেজ্জা ন সংফুসেজ্জা ন আবীলাবেজ্জা ন পবীলাবেজ্জা ন অক্খোডাবেজ্জা ন পক্খোডাবেজ্জা ন আয়াবেজ্জা ন পয়াবেজ্জা অন্নং আমুসংতং বা সংফুসংতং বা আবীলতং বা পবীলতং বা অক্খোডংতং বা পক্খোডংতং বা আয়াবতং বা পয়াবতং বা ন সমগুজাগেজ্জা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেণঁ মণেণঁ বায়াএ কাএগং ন করেমি ন কারবেমি করতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম ভৎতে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাগং বোসিরামি ॥ ১৯ ॥

সংবত-বিরত-প্রতিহত-প্রত্যাখ্যাত-পাপকর্মা ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী দিবা কিংবা রাত্রিতে, একাকী অথবা সপার্যদ অবস্থায়, সুপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় জল, শিশির, হিম, ধূমিকা (কুয়াশা), (আকাশ থেকে পতিত) তুষারখন্দ, ভূমি নির্গত জল বিন্দু, শুদ্ধজল (আন্তরীক্ষ জল), জলসিঙ্গ শরীর কিম্বা জলসিঙ্গ বন্ধে, জলসিঙ্গ শরীর কিম্বা জলসিঙ্গ বন্ধে সামান্যভাবে স্পর্শ করিবেন না, বিশেষভাবে স্পর্শ করিবেন না, আগীড়ন করিবেন না, প্রপীড়ন করিবেন না, আফ্ষেটন করিবেন না, প্রফ্ষেটন করিবেন না, আতাপন (সামান্য উত্তাপ প্রদান) করিবেন না, প্রতাপন (অধিক উত্তাপ প্রদান) করিবেন না। অন্যকে সামান্যভাবে স্পর্শ করিতে, বিশেষভাবে স্পর্শ করিতে, আগীড়ণ করিতে, প্রপীড়ণ করিতে, আফ্ষেটন করিতে, প্রফ্ষেটন করিতে, আতাপন করিতে, প্রতাপন করিতে প্রেরণ করিবেন না। (এবং) সামান্যভাবে স্পর্শকারী, বিশেষভাবে স্পর্শকারী, আগীড়ণকারী, প্রপীড়ণকারী, আফ্ষেটনকারী, প্রফ্ষেটনকারী, আতাপনকারী এবং প্রতাপনকারীকে অনুমোদন করিবেন না—যাবজ্জীবনের জন্য তিনি (করণ তথা) তিনি (যোগ)—মন, বচন এবং কায়দ্বারা ‘করিব না’, ‘করাইব না’, এবং ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদ্র! (অতীত কৃত জলকায়িক জীবের অতি হিংসক প্রবৃত্তি হইতে) আমি নিবৃত হইতেছে, তাহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আত্মাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৫১। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-পডিহয়-পচক্খায় পাবকম্মে দিয়া বা রাও বা এগও পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা—সে অগণিং বা ইংগালং

বা মুম্বুরং বা অচিঃ বা জালং বা অলাযং বা সুন্দাগণিঃ বা উকং বা, ন উংজেজ্জা ন ঘট্টেজ্জা ন উজ্জালেজ্জা ন নিবাবেজ্জা ন অন্নং ন উংজাবেজ্জা ন ঘট্টাবেজ্জা ন উজ্জালাবেজ্জা ন নিবাবেজ্জা অন্নং উংজংতং বা ঘট্টংতং বা উজ্জাট্টংতং বা নিবাবংতং বা ন সমগুজাগেজ্জা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতংপি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি ॥ ২০ ॥

সংযত বিরত-প্রতিহত-প্রত্যাখ্যাত-পাপকর্মা ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী দিবা কিংবা রাত্রিতে, একাকী অথবা সপার্যদ অবস্থায়, সুপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় অগ্নি, অঙ্গার, তুষাগ্নি, বিছিন্ন অগ্নি, অগ্নিশিখা, অর্ধনৃক্ষ কাঠখণ্ড, শুন্দাগ্নি (ইঞ্জনরহিত অগ্নি) অথবা উৰ্বা প্রদীপন করিবেন না, (স্বজ্ঞাতীয় অথবা বিজ্ঞাতীয় দ্রব্য দ্বারা) অগ্নি সংযোগ করিবেন না, অগ্নি বৃদ্ধি করিবেন না, অথবা অগ্নি নির্বাপন করিবেন না। অন্যকে প্রদীপন করিতে, অগ্নি সংযোগ করিতে, অগ্নি বৃদ্ধি করিতে অথবা অগ্নি নির্বাপন করিতে প্রেরণ করিবেন না। (এবং) প্রদীপনকারী, অগ্নিসংযোগকারী, অগ্নিবৃদ্ধিকারী অথবা অগ্নি নির্বাপণকারীকে অনুমোদন করিবেন না।—যাবজ্জীবনের জন্য তিন (করণ তথা) তিন (যোগ)—মন, বচন এবং কায়দ্বারা ‘করিব না’ ‘করাইব না’ এবং ‘ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদ্র! (অতীতকৃত অগ্নিকার্যক জীবের প্রতি হিংসক প্রবৃত্তি হইতে) আমি নিবৃত্তি হইতেছি, তাহার নিন্দা করিতেছি (এবং) আত্মাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৫২। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-প্রতিহয় পচক্রায় পাবকশ্মে দিয়া বা রাও বা এগও বা পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা সে সিএণ বা বিহ্যণেণ তালিয়ংটেণ বা পত্রেণ বা সাহাএ বা সাহাভংগেণ বা পিহংগেণ বা পিহংহংগেণ বা চেলেণ বা চেলকংগেণ বা হংখেণ বা মুহেণ বা অঙ্গণো বা কায়ং বাহিরং বা বি পুঁঁলং, ন ফুমেজ্জা ন বীঞ্জ্জা অন্নং ন ফুমাবেজ্জা ন বীয়াবেজ্জা অন্নং ফুমংতং বা বীয়ংতং বা ন সমগুজাগেজ্জা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম ভংতে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি ॥ ২১ ॥

সংযত-বিরত-প্রতিহত-প্রত্যাখ্যাত পাপকর্মা ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী দিবা কিংবা রাত্রিতে, একাকী অথবা সপার্যদ অবস্থায়, সুপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায় চামর, পাখা, তালপত্রনির্মিত পাখা, পত্র, শাখা, ভগ্নশাখা, (ময়ুর প্রভৃতির) পুচ্ছ অথবা পুচ্ছসমূহ, বন্ধ, বন্ধখন্দ, হাত কিম্বা মুখ দ্বারা নিজের শরীর অথবা বাহ্য পুদ্গলের (জড়বন্ধন)

প্রতি ফুৎকার করিবেন না, (এবং) ব্যজন করিবেন না।—ফুৎকার ক্রিয়াশীল এবং ব্যজনকারীকে অনুমোদন করিবেন না।—যাবজ্জীবনের জন্য তিন করণ তথা তিন যোগ মন, বচন এবং কায়দ্বারা ‘করিব না’, ‘করাইব না’ ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করিব না।

হে ভদ্র! (অতীতকৃত বাযুকার্যক জীবের প্রতি হিংসক প্রবৃত্তি হইতে) আমি নিবৃত্তি হইতেছি, তাহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আত্মাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৫৩। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-প্রতিহয়-পচক্রায় পাবকশ্মে দিয়া বা রাও বা এগও বা পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা—সে বীএসু বা বীয়পইট্টিএসু বা রাডেসু বা রাঢপইট্টিএসু বা ছিন্সেসু বা ছিন্পইট্টিএসু বা সার্ব কোলপডিনিস্সিএসু বা, ন গচ্ছেজ্জা ন চিট্টেজ্জা ন নিসীএজ্জা ন তুয়ট্টেজ্জা অন্নং ন গচ্ছাবেজ্জা ন চিট্ঠাবেজ্জা ন নিসীয়াবেজ্জা ন তুয়ট্টাবেজ্জা অন্নং গচ্ছংতং বা চিট্ঠংতং বা নিসীয়ংতং বা তুয়টংতং বা ন সমগুজাগেজ্জা জাবজ্জীবাএ তিবিহং তিবিহেণং মণেণং বায়াএ কাএণং ন করেমি ন কারবেমি করংতং পি অন্নং ন সমগুজাগামি।

তস্ম ভংসে! পডিক্রমামি নিংদামি গরিহামি অঞ্চাণং বোসিরামি ॥ ২২ ॥

‘সংযত-বিরত-প্রতিহত-প্রত্যাখ্যাত পাপকর্মা ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী দিবা কিংবা রাত্রিতে, একাকী অথবা সপার্যদ অবস্থায়, সুপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায়, বীজের উপর, বীজের উপর স্থিত বন্ধন উপর, পত্রোদগ্ম বৃক্ষের উপর, হরিৎ ক্ষেত্রের উপর, হরিৎ ক্ষেত্রের উপর স্থিত বন্ধন উপর, (বনস্পতির) ছিন্ন অংশের উপর, ছিন্ন বনস্পতির উপর স্থিত বন্ধন উপর, অন্ত এবং কাঠ-কাট যুক্ত কাঠের উপর চলিবেন না, দাঁড়াইবেন না, বসিবেন না, শয়ন করিবেন না। অন্যকে দণ্ডয়মান, উপবিষ্ট (এবং) শয়নকারীকে অনুমোদন করিবেন না।—যাবজ্জীবনের জন্যে তিন করণ তথা তিন যোগ মন, বচন এবং কায়দ্বারা ‘করিব না’, ‘করাইব না’ এবং ‘ক্রিয়াশীলকে অনুমোদন করি না’।

হে ভদ্র! (অতীতকৃত বনস্পতি কার্যক জীবের প্রতি হিংসক প্রবৃত্তি হইতে) আমি নিবৃত্তি হইতেছি, তাহার নিন্দা করিতেছি, গর্হ করিতেছি (এবং) আত্মাকে উৎসর্গ করিতেছি।

৫৪। সে ভিক্খু বা ভিক্খুণী বা সংজয়-বিরয়-প্রতিহয়-পচক্রায় পাবকশ্মে দিয়া বা রাও বা এগও বা পরিসাগও বা সুন্তে বা জাগরমাণে বা—সে কীডং বা পয়ংগং

বা কুংথুং বা পিবীলিযং বা হথৎসি বা পায়ৎসি বা বাহৎসি বা উকুৎসি বা উদরৎসি বা মীসৎসি বা বথৎসি বা পডিঙ্গহৎসি বা রয়হরগৎসি বা গোচগৎসি বা উংগৎসি বা দংগৎসি বা পীচগৎসি বা ফলগৎসি বা সেজগৎসি বা সংথারগৎসি বা অন্নয়রগৎসি বা তহঁগারে উবগরণজ্ঞাএ তও সংজ্ঞামেব পডিলেহিয়া পমজ্জিয় পমজ্জিয় এগংতমবগেজ্জা নো গং সংঘায়মাবজ্জেজ্জা ॥ ২৩ ॥

‘সংযত-বিরত-প্রতিহত-প্রত্যাখ্যাত পাপকর্মা ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী দিবা কিম্বা রাত্রিতে, একাকী অথবা সপার্ষদ অবস্থায়, সুপ্ত অথবা জাগ্রত অবস্থায়, কীট, পতঙ্গ, কুসুম অথবা পিপীলিকা, হাত, পা, বাহু, উকু, উদর, শীর্ষ, (কিম্বা) বস্ত্র, পাত্র, রজোহরণ, গোচগ (বন্ধুবন্ধন), বেদী, দণ্ডক, পীঠ, ফলক, শয়া, সংস্তারক (অথবা) একই প্রকার অন্য বস্ত্রের উপর আসিয়া পড়ে তাহা হইলে সাবধানতা পূর্বক প্রতিলেখন, (এবং) প্রমার্জন করিয়া তাহাদের একস্থানে রাখিবেন, কিন্তু তাহাদের সংঘাতন করিবেন না।

৫৫। অজযং চরমাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ১ ॥

‘গমনক্রিয়ার অসাবধানী অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপ কর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।

৫৬। অজযং চিট্ঠমাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ২ ॥

‘অসাবধানী দভায়মান (ব্যক্তি) অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।’

৫৭। অজযং আসমাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ৩ ॥

উপবেশনে অসাবধানী অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।’

৫৮। অজযং সয়মাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ৪ ॥

‘শয়নে অসাবধানী অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।’

৫৯। অজযং ভূংজমাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ৫ ॥

‘ভোজনে অসাবধানী অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।

৬০। অজযং ভাসমাণো উপাগভূয়াইং হিংসন্ত।

বংধন্ত পাবযং কম্বং তৎসে হেই কড়যং ফলং ॥ ৬ ॥

‘ভাষণে অসাবধানী অনেক প্রকার প্রাণীর প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় (এবং) তাহার ফল কর্তৃ হয়।’

৬১। কহং চরে কহং চিট্ঠে কহ মাসে কহং সএ।

কহং ভূংজতো ভাসংতো পাবং কম্বং ন বংধন্ত ॥ ৭ ॥

‘কিভাবে চলা উচিত, কিভাবে দাঁড়ানো উচিত, কিভাবে বসা উচিত, কিভাবে শোওয়া উচিত, কিভাবে খাওয়া উচিত, কিভাবে বলা উচিত—যাহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয় না?'

৬২। জযং চরে জযং চিট্ঠে জয়মাসে জযং সএ।

জযং ভূংজতো ভাসংতো পাবং কম্বং ন বংধন্ত ॥ ৮ ॥

‘সাবধানতা পূর্বক চলা উচিত, সাবধানতা পূর্বক দাঁড়ানো উচিত, সাবধানতা পূর্বক বসা উচিত, সাবধানতা পূর্বক শোওয়া উচিত, সাবধানতা পূর্বক খাওয়া উচিত (এবং) সাবধানতা পূর্বক বলা উচিত। তাহা হইলে পাপকর্মের বন্ধন হয় না।’

৬৩। সবভূয়ঘনভূয়স্স সম্বং ভূয়াই পাসও।

পিহিয়াসবস্স দংতস্স পাবং কম্বং ন বংধন্ত ॥ ৯ ॥

‘যিনি সকল জীবকে আঘ্রবৎ মনে করেন, যিনি সকল জীবকে সম্যগ্ দৃষ্টিতে দেখেন, যিনি আশ্রব নিরোধ করিয়াছেন (এবং) যিনি দাস্ত (সংযম ও তপস্যা দ্বারা যিনি আঘাকে দমন করেন) তাঁহার পাপকর্মের বন্ধন হয় না।’

৬৪। পতমং নাগং তও দয়া এবং চিট্ঠেই সববসংজএ।

অম্বণী কিং কাহী কিংবা নাহিই ছেয়-পাবগং ॥ ১০ ॥

‘প্রথমে জ্ঞান তৎপরে দয়া (এই প্রকার ধারণায়) সকল সংযত (অর্থাৎ মুনি) স্থিত হন। শ্রেয় অথবা পাপ সম্বন্ধে অজ্ঞানী কি করিবে, কি বা জানিবে?’

৬৫। সোচ্চা জগাই কল্লাণং সোচ্চা জাগাই পাবগং

উভযং পি জাগন্ত সোচ্চা জং ছেয়ে তং সমায়রে ॥ ১১ ॥

‘(মনুষ্য) শুনিয়া কল্লাণ জ্ঞাত হয়, শুনিয়া পাপ জ্ঞাত হয়। (কল্লাণ এবং পাপ) উভয়ই শুনিয়া জানা যায়, যাহা শ্রেয় তাহাই আচরণ করা উচিত।’

৬৬। জো জীবে বি ন যাগই অজীবে বি ন যাগই।

জীবাজীবে ত্যাগতত্ত্বে কহং সো নাহিই সংজ্ঞমং ॥ ১২ ॥

‘যে জীব সম্বন্ধে জ্ঞাত নহে, অজীব সম্বন্ধেও জ্ঞাত নহে। জীব এবং অজীব সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ কিভাবে সে সংযম জ্ঞাত হইবে?’

৬৭। জো জীবে বি বিয়াগই অজীবে বি বিয়াগই।

জীবাজীবে বিয়াগতত্ত্বে সো হ নাহিই সংজ্ঞমং ॥ ১৩ ॥

‘যে জীব সম্বন্ধে জ্ঞাত, অজীব সম্বন্ধেও জ্ঞাত, জীব এবং অজীব সম্বন্ধে জ্ঞাত হইয়া সংযম জ্ঞাত হইবে।’

৬৮। জয়া জীবে অজীবে য দো বি এএ বিয়াগই।

তয়া গইঁ বস্তুবিহঁ সক্ষা জীবাণ জাগই ॥ ১৪ ॥

‘যখন (মনুষ্য) জীব এবং অজীব উভয়কে জ্ঞাত হয়, তখন সকল জীবের অনেক প্রকার গতি বিষয়েও জ্ঞাত হয়’।

৬৯। জয়া গইঁ বস্তুবিহঁ সক্ষাজীবাণ জাগই।

তয়া পুঁঁঁ চ পাৰঁ চ বংধঁ মোকখঁ চ জাগই ॥ ১৫ ॥

‘যখন (মনুষ্য) সকল জীবের অনেক প্রকার গতি বিষয়ে জ্ঞাত হয়, তখন পৃথ্বী, পাপ, বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়েও জ্ঞাত হয়।’

৭০। জয়া পুঁঁঁ চ পাৰঁ চ বংধঁ মোকখঁ চ জাগই।

তয়া নিবিংদএ ভোএ জেয় দিবেৰ জে মানুসে ॥ ১৬ ॥

‘যখন (মনুষ্য) পৃথ্বী, পাপ, বন্ধ এবং মোক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত হয় তখন দেব এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয় ভোগে বিরক্ত হয়।’

৭১। জয়া নিবিংদএ ভোএ জে দিবেৰ জে য মানুসে।

তয়া চয়ই সংজোগঁ সব্বিংতৰ বাহিৰঁ ॥ ১৭ ॥

‘যখন (মনুষ্য) দেব এবং মনুষ্য সম্বন্ধীয় ভোগে বিরক্ত হয় তখন (সে) আভ্যন্তর এবং বাহিরের সংযোগ ত্যাগ করে।’

৭২। জয়া চয়ই সংজোগঁ সত্ত্বিংতৰ বাহিৰঁ।

তয়া মুঁড়ে ভবিত্বাণঁ পৰবইএ অণগারিযঁ ॥ ১৮ ॥

‘যখন (মনুষ্য) আভ্যন্তর এবং বাহিরের সংযোগ ত্যাগ করে তখন (সে) মুন্ডিত (মস্তক) হইয়া অনগার (ধর্মে) প্ৰব্ৰজ্যা গ্ৰহণ কৰে।’

৭৩। জয়া মুঁড়ে ভবিত্বাণঁ পৰবইএ অণগারিযঁ।

তয়া সংবৰ মুক্তিঠঁ ধন্মঁ ফাসে অগুতৱঁ ॥ ১৯ ॥

‘যখন (মনুষ্য) মুন্ডিত হইয়া অনগারে প্ৰবজিত হয় তখন (সে) উৎকৃষ্ট সংবৰাত্মক অগুতৱ ধৰ্মকে স্পৰ্শ কৰে।’

৭৪। জয়া সংবৰ মুক্তিঠঁ ধন্ম ফাসে অগুতৱে।

তয়া ধুণই কম্বৱযঁ অবোহি কলুসঁ কডঁ ॥ ২০ ॥

‘যখন (মনুষ্য) উৎকৃষ্ট সংবৰাত্মক অগুতৱ ধৰ্মকে স্পৰ্শ কৰে তখন (সে) অবোধি রূপ পাপ দ্বাৰা কৃত (সংঘিত) কৰ্মৱজকে প্ৰকল্পিত কৰে।’

৭৫। জয়া ধুণই কম্বৱযঁ অবোহি কলুসঁ কডঁ।

তয়া সৰ্বত্তগঁ নাণঁ দংসণঁ চাভিগচ্ছই ॥ ২১ ॥

‘যখন (মনুষ্য) অবোধি রূপ পাপ দ্বাৰা সংঘিত কৰ্মৱজ কে প্ৰকল্পিত কৰে তখন (সে) সৰ্বত্রগামী জ্ঞান এবং দৰ্শনকে (অৰ্থাৎ কেবল জ্ঞান এবং কেবল দৰ্শন) প্ৰাপ্ত কৰে।’

৭৬। জয়া সৰ্বত্তগঁ নাণঁ দংসণঁ চাভিগচ্ছই।

তয়া লোগমলোগঁ চ জিগো জাগই কেবলী ॥ ২২ ॥

‘যখন (মনুষ্য) সৰ্বত্রগামী জ্ঞান এবং দৰ্শনকে প্ৰাপ্ত কৰে তখন (সে) জিন তথা কেবলী হইয়া লোক এবং অলোক বিষয়ক জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰে।’

৭৭। জয়া লোগমলোগঁ চ জিগো জাগই কেবলী।

তয়া জোগো নিৱৎভিত্তা সেলেসিং পতিবজ্জন্তে ॥ ২৩ ॥

‘যখন (মনুষ্য) জিন তথা কেবলী হইয়া লোক এবং অলোক বিষয়ক জ্ঞান প্ৰাপ্ত কৰে তখন (সে) যোগ নিৱেধ কৱিয়া শৈলেশী অবস্থা প্ৰাপ্ত কৰে।’

৭৮। জয়া লোগে নিৱৎভিত্তা সেলেসিং পতিবজ্জন্তে।

তয়া কম্বঁ খবিত্বাণঁ সিদ্ধিঁ গচ্ছই নীৱতো ॥ ২৪ ॥

‘যখন (মনুষ্য) যোগ নিৱেধ কৱিয়া শৈলেশী অবস্থা প্ৰাপ্ত কৰে তখন (সে) কৰ্মক্ষয় কৱিয়া রজ মুক্ত হইয়া সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰে।’

৭৯। জয়া কম্বঁ খবিত্বাণঁ সিদ্ধিঁ গচ্ছই নীৱতো।

তয়া লোগমথ্যথো সিদ্ধো হবই সামতো ॥ ২৫ ॥

‘যখন (মনুষ্য) কৰ্মক্ষয় কৱিয়া রজ মুক্ত হইয়া সিদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰে তখন (সে) লোকমন্তকস্থিত শাশ্বত সিদ্ধ হয়।’

৮০। সুহস্যাগম্পস সমগম্পস সায়াউলগম্পস নিগামসাইম্পস।

উচ্ছোলণাপহোইম্পস দুলহা সুন্নই তারিসগম্পস ॥ ২৬ ॥

‘যে শ্রমণ সুখাস্থাদকারী, সুখাকুল তথা সুখবুর্বক শায়িত থাকে এবং (হস্তপাদাদি) প্রভৃতি জল দ্বারা যত্নপূর্বক ধোত করে তাহার ক্ষেত্রে সুগতি দুর্লভ হয়’।

৮১। তবোগুণ পশাণস্ম উজ্জ্বলাই খৎসংজ্মরয়স্ম।

পরীসহে জিগংতস্ম সুলহা সুন্নাই তারিসগস্ম ॥ ২৭ ॥

‘যে শ্রমণ তপোগুণে প্রধান, ঝাজুমতি, ক্ষাস্তি ও সংযমে রত এবং পরীয়হজয়ী তাহার ক্ষেত্রে সুগতি সুলভ হয়’।

(পচ্ছা বি তে পয়ায়া খিঙ্গং গচ্ছৎতি অমরভবণাইং।

জেসিং পিও তবো সংজমো য খংতী য বছচেরং চ ॥)

‘পূর্ব অবস্থায় প্রবজিত হইলেও যাহাদের তপ, সংযম, ক্ষমা এবং ব্ৰহ্মচৰ্য প্ৰিয় তাহারা শিত্রাই স্বৰ্গলোক প্রাপ্ত হয়’।

৮২। ইচ্ছেয়ং ছজীবণিয়ং সমন্দিচ্টী সয়া জএ।

দুলহং লভিত্ব সামঘং কশ্মুণা ন বিৱাহেজ্জাসি ॥ ২৮ ॥ তি বেমি ॥

দুর্লভ শ্রামণ্য প্রাপ্ত করিয়া, সম্যগ্দৃষ্টি তথা সদা সাবধানী হইয়া ঘট্জীবণিকার প্রতি কৰ্মের দ্বারা (কায়, মন এবং বচন দ্বারা) বিৱাধনা (কোন প্ৰকাৰ হিংসা) কৰিবে না।

— ইহা আমি কহিতেছি ॥

পঞ্চম অধ্যয়ন

প্ৰথম উদ্দেশক

পিণ্ডৈষণা

৮৩। সংপন্তে ভিক্খকালন্ধি অসংভৃতো অমুচ্ছিতো।

ইমেণ কম্মজোগেণ ভক্তপাণং গবেসএ ॥ ১ ॥

‘মুনি ভিক্ষাকাল উপস্থিত হইলে অসন্ত্বাস্ত (অর্থাৎ অনাকুল) এবং অমুচৰ্ছিত (অর্থাৎ অন্য ভাবনায় ভাবিত না হইয়া) হইয়া ক্ৰমযোগাননুসার ভক্তপানের (আহার এবং পানীয়) গবেষণা কৰিবেন।

৮৪। সে গামে বা নগরে বা গোয়ৱণগতো মুণি।

চৱে মংদমণুবিশ্বে অবকথিতেণ চেয়সা ॥ ২ ॥

‘মুনি গামে অথবা নগরে গোচৰাগ্ৰের (নিৰ্দোষ আহার নিমিত্ত ভিক্ষাচৰ্যার) জন্য ধীৱে, অনুদিশ্ব এবং অব্যাক্ষিষ্ঠ (মানসিক চঢ়লতা রহিত) হইয়া গমন কৰিবেন।

৮৫। পুৱাতো জুগমায়া পেহমাণো মহিং চৱে।

বজ্জৎো বীয়হরিয়াইং পাণে য দয়ামত্ত্বায়ং ॥ ৩ ॥

‘মুনি সামনে যুগ প্ৰমাণ (প্ৰায় নিজেৰ উচ্চতাৰ সমান) ভূমিতে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ, হৱিৎ, প্ৰাণী, জল এবং সজীব মৃত্তিকা বৰ্জন কৰিয়া চলিবেন।

৮৬। ওবায়ং বিসমং খাগুং বিজলং পৱকমে।

সংকৰণে ন গচ্ছেজা বিজলমাণে পৱকমে ॥ ৪ ॥

‘মুনি গৰ্ত, নিমোনত স্থান, শুন্ধকার্তখণ্ড, কৰ্দম প্ৰভৃতি স্থান বৰ্জন কৰিবেন এবং সংক্ৰমেৰ (কাৰ্তপায়াগাদি নিৰ্মিত সেতু) উপৰ গমন কৰিবেন না।’

৮৭। পবডংতে ব সে তথ পক্ষলংতে ব সংজএ।

হিংসেজ পাণভূয়াইং তসে অদুব থাবৈৱে ॥ ৫ ॥

‘পতনশীল অথবা প্ৰস্থলিত অবস্থায় সেই সংযত (মুনিৰ) ত্ৰস অথবা স্থাবৰ প্ৰাণীভূতেৰ পতি হিংসা হয়’।

৮৮। তহা তেণ ন গচ্ছেজা সংজএ সুখমাহিএ।

সই অন্নেণ মঞ্জেণ জয়মেৰ পৱকমে ॥ ৬ ॥

‘সেই হেতু সুসমাহিত সংহত (মুনি) উক্ত মাৰ্গে গমন কৰিবেন না, অন্যমাৰ্গে গমন কৰিবেন। (অন্যমাৰ্গ না রহিলে) যত্নশীল হইয়া গমন কৰিবেন’।

৮৯। ইংগালং ছারিয়ং রাসিং তুসুৱাসিং চ গোময়ং।

সসৱকথেহিং পাএহিং সংজতো তং ন অক্ষএ ॥ ৭ ॥

‘সংযত (মুনি) সচিত্ত-ৱজ্যযুক্ত পদ দ্বারা অঙ্গার, ভস্ম, তৃষ্ণ, গোময় প্ৰভৃতিৰ রাশিৰ উপৰ গমন কৰিবেন না।’

৯০। ন চৱেজ বাসে বাসতে মহিয়াএ ব পদংতীএ।

মহাবাৰ্তা ব বায়তে তিৱিছ সংপাইমেসু বা ॥ ৮ ॥

‘বৰ্ষা বৰ্ষণকালে, হিমপাতপতনকালে, মহাবাত চলনকালে, তিৰ্যক সংপাতিম (পতঙ্গ) সমূহ যুক্তমাৰ্গে (মুনি ভিক্ষানিমিত্ত) গমন কৰিবেন না।’

৯১। ন চৱেজে বেসমামতে বংভচেৱবসাণুএ।

বংভয়াৱিস্ম দংতস্ম হোজা তথ বিসেত্তিয়া ॥ ৯ ॥

‘ব্ৰহ্মচৰ্যেৰ বশবতী (মুনি) বেশ্যাগৃহেৰ সমীপে গমন কৰিবেন না। সেখানে দমিতেন্দ্ৰিয় ব্ৰহ্মচাৰীৰ বিশ্বেতসিকা (অর্থাৎ সাধনাস্ত্ৰোত বিপৰীতগামী) হওয়া সম্ভব।’

৯২। অগায়ণে চৱতস্ম সংসন্ধীএ অভিক্ষণং।

হোজ বয়াণং পীলা সামঘামিম য সংসযো ॥ ১০ ॥

অস্থানে বারংবার গমনশীলা (বেশ্যাগণের) সংসর্গের কারণে ব্রতে পীড়া (বিনাশ) এবং শ্রামণ্ত (ধর্মে) সংশয় উপস্থিত হয়।

১৩। তঙ্গ এয়ং বিয়াগিতা দোসং দুগংগই বড়গং।

বজ্জে বেসসামতং মুণি এগংতমিস্সএ ॥ ১১ ॥

‘সেই হেতু একান্ত (মোক্ষ মার্গ) আশ্রয়কারী মুনি ইহার দুগতি-বর্ধনশীল দোষ জানিয়া বেশ্যাগৃহের সমীপ যাত্রা বর্জন করিবেন।’

১৪। সাংং সুইযং গাবং দিত্তং গোণং হযং গযং।

সংডিত্তং কলহং জুদ্রং দূরও পরিবজ্জে ॥ ১২ ॥

‘শ্বান, সূতিকাগাভী, মন্ত গো, অশ্ব, গজ, বালকের ত্রীড়াস্তুল, কলহ, যুদ্ধ (প্রভৃতির স্থান মুনি) পরিবর্জন করিবেন।’

১৫। অগুঁঁএ নাবগ্রে অঞ্চিট্ঠে অণাটলে।

ইংদিয়াণ জহাভাগং দমইত্তা মুণি চরে ॥ ১৩ ॥

‘মুখমণ্ডল উন্নত অথবা অবনত না করিয়া, প্রহস্ত অথবা আকুল না হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে নিজ নিজ বিষয়ে দমিত করিয়া মুনি গমন করিবেন।’

১৬। দবদবস্স ন গচ্ছজ্জা ভাসমাণো য গোয়রে।

হস্তো নভিগচ্ছজ্জা কুলং উচ্চাবযং সয়া ॥ ১৪ ॥

উচ্চ-নীচকুলে গোচরী (ভিক্ষা) নিমিত্ত গমনশীল (মুনি) দৌড়াইবেন না, ভাষণ করিবেন না এবং হস্তিবেন না।’

১৭। আলোযং থিঞ্জলং দারং সংধিৎ দগভবণাণি য়।

চরংতো ন বিগিজ্ঞাএ সংকট্যাগং বিবজ্জে ॥ ১৫ ॥

‘গমনশীল (মুনি) আলোক, থিঞ্জল (পুনর্নির্মিত দ্বার), দ্বার, সন্ধি (অর্থাৎ ভবন মধ্যবর্তী সন্ধিস্তুল), জলগৃহ প্রভৃতি দর্শন (চিত্তন) করিবেন না। শংকা (উৎপন্নকারী) স্থান বর্জন করিবেন।’

১৮। রংগো গিহবঙ্গং চ রহস্মারকখিয়াণ য়।

সংকিলেসকরং ঠাগং দূরও পরিবজ্জে ॥ ১৬ ॥

রাজা, গৃহপতি, অস্তপুর, এবং রক্ষকগণের স্থান যাহা সংক্রেশ উৎপন্নকারী, (মুনি) দূর হইতেই উক্ত স্থান পরিবর্জন করিবেন।

১৯। পতিকুট্টকুলং ন পবিসে মামগং পরিবজ্জে।

অচিয়ন্তকুলং ন পবিসে চিয়ন্তং পবিসে কুলং ॥ ১৭ ॥

(মুনি) নিন্দিত কুলে প্রবেশ করিবেন না। মামক (অর্থাৎ গৃহস্বামী কর্তৃক নিয়ন্ত

স্থান) পরিবর্জন করিবেন। অগ্রীতিকর (ত্যাগ অথবা দানে বিমুখ) কুলে প্রবেশ করিবেন না। প্রীতিকর কুলে প্রবেশ করিবেন।

১০০। সাণীপাবারপিহিযং অঞ্জলা নাবপুংগুরে।

কবাডং নো পগোল্লেজ্জা ওঁগংহং সে অজাইয়া ॥ ১৮ ॥

(মুনি) গৃহপতির আজ্ঞা বিনা শন এবং মৃগরোম নির্মিত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত দ্বার স্বয়ং খুলিবেন না, কপাট খুলিবেন না।

১০১। গোয়রঞ্জপবিট্ঠো উ বচমুত্তং ন ধারএ।

ওগাসং ফাসুযং নচা অগুরবিয় বেসিরে ॥ ১৯ ॥

গোচরাগ (ভিক্ষা) নিমিত্ত উদ্যত (মুনি) মল-মুত্ত্বের বাধা রাখিবেন না। (ভিক্ষার সময় মলমুত্ত্বের বাধা উপস্থিত হইলে) (গৃহস্বামীর) আজ্ঞা লইয়া প্রায়ক স্থান (জীবরহিত স্থান) দেখিয়া সেখানে মলমুত্ত্ব ত্যাগ করিবেন।

১০২। নীয়দুবারং তমসং কোট্টগং পরিবজ্জে।

অচক্খুবিসও জখ পোণ দুঃপ্রতিলেহগা ॥ ২০ ॥

(মুনি) নিম্নদ্বারযুক্ত অন্ধকার কোষ্ঠক পরিবর্জন করিবেন, কারণ চক্ষু বিষয় না হওয়ায় অনেক প্রাণী সেখানে দেখা যায় না।

১০৩। জখ পুপ্ফাই বীয়াইং বিল্লাইং কোট্টএ।

অহগোবলিন্তং উলং দট্টগং পরিবজ্জে ॥ ২১ ॥

কোষ্ঠক অথবা কোষ্ঠক দ্বারে পুষ্প, বীজ প্রভৃতি বিকীর্ণ থাকিলে (মুনি) সেখানে যাইবেন না। সদ্য অনুস্তুত বা আর্দ্র (কোষ্ঠক) দেখিলে সেইস্থান পরিবর্জন করিবেন।

১০৪। এলগং দারগং সাংং বছগং বাবি কোট্টএ।

উল্লংঘিয়া ন পবিসে বিউহিত্তাগ ব সংজ্জে ॥ ২২ ॥

(মুনি) ভেড়া, বালক, কুকুর, বাচুর প্রভৃতিকে উল্লংঘন করিয়া অথবা বিতাড়ন করিয়া কোষ্ঠকে প্রবেশ করিবেন না।

১০৫। অসংসন্তং পলোএজ্জা নাইদুবাবলোয়এ।

উপফুলং ন বিগিজ্ঞাএ নিয়াট্রেজ্জ অয়ংপিরো ॥ ২৩ ॥

মুনি অনাসক্ত দৃষ্টিতে দেখিবেন। অতিদূরে দৃষ্টি নিষ্কেপ করিবেন না। উৎফুল্ল দৃষ্টিতে দেখিবেন না। (ভিক্ষার নিষেধ করিলে) কোন কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবেন।

১০৬। অইভূমিৎ ন গচ্ছজ্জা গোয়রঞ্জগও মুণি।

কুলস্স ভূমিৎ জাগিতা মিরং ভূমিৎ পরক্রমে ॥ ২৪ ॥

গোচরাগ্র (ভিক্ষা) নিমিত্ত গৃহে প্রবিষ্ট মুনি অতিভূমিতে (গৃহস্থ কর্তৃক নিষিদ্ধ স্থানে) যাইবেন না, কূলভূমি (কুল মর্যাদা) জ্ঞাত হইয়া মিতভূমিতে (অনুজ্ঞাত) গমন করিবেন।

১০৭। তথেব পডিলেহেজ্জা ভূমিবাগং বিয়কখণ্গো।

সিগাণস্স য় বচস্স সংলোগং পরিবজ্জ্ঞে ॥ ২৫ ॥

বিচক্ষণ মুনি মিতভূমিতেই (সঠিক) ভূমিভাগ প্রতিলেখন করিবেন। যে স্থান হইতে স্থান এবং শৌচস্থান প্রত্যক্ষ হয় সে স্থান পরিবর্জন করিবেন।

১০৮। দগমাটিয় আয়াণং বীয়াণি হরিয়াণি য়।

পরিবজ্জ্ঞতো চিট্ঠেজ্জা সবিধিসমাহিতে ॥ ২৬ ॥

সবেন্দ্রিয় সমাহিত (মুনি) উদক এবং মৃত্তিকা আনয়নের পথ তথা বীজ এবং বনস্পতি বর্জন করিয়া রাখিবেন।

১০৯। তথ সে চিট্ঠমাণস্স আহরে পাগভোয়ণং।

অকঞ্জিযং ন ইচ্ছেজ্জা পডিগাহেজ্জ কঞ্জিযং ॥ ২৭ ॥

সেই স্থানে স্থিত মুনির নিমিত্ত আনীত ভোজন, পানীয় অকঞ্জিক (মুনির অযোগ্য) হইলে তাহা গ্রহণ করিবেন না। কঞ্জিক (মুনির যোগ্য আহার) গ্রহণ করিবেন।

১১০। আহরংতী সিয়া তথ পরিসাডেজ্জ ভোয়ণং।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ২৮ ॥

মুনিকে প্রদান করিতে ভোজন আনয়নকারিণী (গৃহিণীর) হাত হইতে ভোজন নীচে পতিত হইলে মুনি সেই দাত্রীকে প্রত্যেধে করিবনে—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১১১। সম্মদমাণী পাণাণি বীরাণি হরিয়াণি য়।

অসংজমকরিং নচা তারিসং পরিবজ্জ্ঞে ॥ ২৯ ॥

প্রাণী, বীজ এবং বনস্পতি মর্দনকারিণী দ্বাৰা হইল অসংযমকরী। ইহা জ্ঞাত হইয়া মুনি তাহার নিকট হইতে (আহার-পানীয়) গ্রহণ বর্জন করিবেন।

১১২। সাহ্টুনিকথিবিত্তাগং সচিত্তৎ ঘট্টিয়াণ য়।

তহেব সমগ্র্তাএ উদগং সংপগোল্লিয়া ॥ ৩০ ॥

শ্রমণের জন্য আনীত আহার-পানীয় এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে রাখিলে, (যাহাতে সচিত্ত বস্তুর স্পর্শ হয়), সচিত্ত বস্তুকে (হস্ত দ্বারা) স্পর্শ করিয়া সচিত্ত জল স্পর্শ করিয়া—

১১৩। আগাহইতা চলইতা আহরে পাগভোয়ণং।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৩১ ॥

জলে অবগাহন করিয়া, (অঙ্গে) জল চালিত করিয়া, (আহার আনিলে পর) দাত্রী দ্বারে মুনি প্রত্যেধে করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১১৪। পুরেকম্বেণ হথেণ দক্ষীএ ভায়ণেণ বা।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৩২ ॥

পুরাকর্মকৃত (সাধুকে ভিক্ষা দিবার পূর্বে সজীব বস্তুতে হাত স্পর্শ করা, সচিত্ত জলে হাত ধোওয়া প্রভৃতি) হাত, পাত্র এবং ভাজন (কাংস্য পাত্র) যুক্তা দাত্রী দ্বারে মুনি প্রত্যেধে করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১১৫। এবং উদওল্ল সসিগিঙ্গে সসরকখে মট্টিয়া উসে।

হরিয়ালে হিংগুলএ মগোসিলা অংজগে লোগে ॥ ৩৩ ॥

এই প্রকার জল দ্বারা আর্দ্র, স্লিঙ্ক (স্যাতস্যাতে) সচিত্ত রজংকণা, মৃত্তিকা, ক্ষার, হরিতাল, হিংগুল, মনঃশিলা (এইগুলি মৃত্তিকার প্রকার ভেদ), অঞ্জন, লবণ—

১১৬। গেরুয় বষ্ণিয় সেডিয় সোরটিয় পিট্ট কুকুসকএ য়।

উক্তঠমসংস্টৃঠে সংস্টৃঠে চেব বোধবে ॥ ৩৪ ॥

গৈরিক, বর্ণিকা, শ্বেতিকা, সৌরাষ্ট্ৰিকা (প্রভৃতি মৃত্তিকা), সদ্যচূৰ্ণ আটা অথবা অপক চাউল চূৰ্ণ, শস্যের খোলা কিঞ্চা ভূষি অথবা ফলের সূক্ষ্ম খন্দ যুক্ত হাত অথবা পাত্র দ্বারা ভিক্ষাদাত্রী দ্বারে মুনি প্রত্যেধে করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না, তথা সংস্কৃত এবং অসংস্কৃতের ভেদ জানিবেন)

১১৭। অসংস্টৃঠেণ হথেণ দক্ষীএ ভায়ণেণ বা।

দিজ্জমাণং ন ইচ্ছেজ্জা পচ্ছাকম্বং জহিং ভবে ॥ ৩৫ ॥

যেখানে পশ্চাং কর্মের অবকাশ থাকে (অর্থাৎ সাধুকে ভিক্ষা দিবার পর সজীব বস্তুতে হাত স্পর্শ করিতে হয় কিঞ্চা সচিত্ত জলে হাত ধুইবার অবকাশ থাকে) সেখানে অসংস্কৃত (আহার পানীয় দ্বারা অলিপ্ত) হাত, হাতা অথবা পাত্র দ্বারা দন্ত আহার মুনি গ্রহণ করিবেন না।

১১৮। সংস্টৃঠেণ হথেণ দক্ষীএ ভায়ণেণ বা।

দিজ্জমাণং পডিচেজ্জা জং তথেসণিযং ভবে ॥ ৩৬ ॥

সংস্কৃত (আহার পানীয় দ্বারা লিপ্ত) হাত, হাতা অথবা পাত্র দ্বারা দন্ত আহার এষণীয় (মুনির যোগ্য) হইলে মুনি তাহা গ্রহণ করিবেন।

১১৯। গোণহং তু ভুংজমাণাগং এগো তথ নিমত্তএ।

দিজ্জমাণং ন ইচ্ছেজ্জা ছংদং সে পডিলেহে ॥ ৩৭ ॥

ভোক্তা অর্থাৎ স্বামী দুইজন হইলে তাহাদের একজনের নিমন্ত্রিত হইয়া প্রদত্ত আহার মুনি গ্রহণ করিবেন না। দ্বিতীয় জনের অভিধায় নিরীক্ষণ করিবেন (তাহা অধিয় হইলে আহার লইবেন না, প্রিয় হইলে লইবেন)।

১২০। দোষঃৎ তু ভুংজমাণঃ দোবি তথ নিমত্তএ।

দিজ্জমাণঃ পডিচ্ছেজ্জা জং তথেসগ্নিঃ তবে ॥ ৩৮ ॥

ভোক্তা অর্থাৎ স্বামী দুইজন হইলে মুনি উভয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া প্রদত্ত আহার এষণীয় হইলে গ্রহণ করিবেন।

১২১। শুবিগীএ উবনখং বিবিহং পাগভোয়ণঃ।

ভুংজমাণঃ বিবেজ্জোজ্জ ভুন্সেসং পডিচ্ছে ॥ ৩৯ ॥

গর্ভবতী স্ত্রী নিজের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত বিবিধ প্রকার ভোজন পানীয় খাইতে থাকিলে মুনি তাহা বিবর্জন করিবেন। ভুক্তাবশেষ মাত্রই গ্রহণ করিবেন।

১১২। সিয়া য সমণ্ট্ঠাএ শুবিগী কালমাসগী।

উট্টিয়া বা নিসীএজ্জা নিসঙ্গা বা পুণ্ট্য়েছে ॥ ৪০ ॥

কালমাস (প্রসূতিমাস) বৰ্তী দণ্ডয়মানা গর্ভবতী স্ত্রী শ্রমণকে ভিক্ষা প্রদান করিবার সময় কদাচিং বসিলে অথবা বসিয়া থাকা অবস্থা হইতে পুনরায় উখান করিয়া (ভিক্ষা প্রদান করিতে উদ্যত হইলে)

১২৩। তৎ ভবে ভুত্পাণঃ তু সংজয়াণ অকঞ্জিযঃ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে তু কঞ্জই তারিসং ॥ ৪১ ॥

ভুত্পান (আহার ও পানীয়) সংযমীদের ক্ষেত্রে অযোগ্য বিবেচিত হয়। সেই হেতু মুনি দাত্রী স্ত্রীকে প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১২৪। থগঃ পিজ্জেমাণী দারগঃ বা কুমারিযঃ।

তৎ নিক্ষিবিভুরোয়ংতৎ আহরে পাগভোয়ণঃ ॥ ৪২ ॥

পুত্র অথবা কন্যাকে স্তনদাত্রী স্ত্রী তাহাদের রোদনশীল অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া ভোজন পানীয় অনিলে—

১২৫। তৎ ভবে ভুত্পাণঃ তু সংজয়াণ অকঞ্জিযঃ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৪৩ ॥

সেই ভুত্পান সংযমী মুনির ক্ষেত্রে অযোগ্য। সেই হেতু মুনি দাত্রী স্ত্রীকে প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১২৬। জৎ ভবে ভুত্পাণঃ তু কঞ্জাকঞ্জি সংক্ষিযঃ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৪৪ ॥

যে ভক্ত পান যোগ্য অথবা অযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে সন্দেহ্যুক্ত তেমন আহার দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১২৭। দগ্বারএণং পিহিযং নীসাএ পীচেণ বা।

লোচে বা বি লেবেণ সিলেসেন বা কেশই ॥ ৪৫ ॥

জলকুস্ত, চাকী, শিলনোড়া, (মৃত্তিকা) লেপন অথবা (লাক্ষা প্রভৃতি) শ্লেষ দ্বারা আচ্ছাদিত পাত্রে—

১২৮। তৎ চ উত্তিদিয়া দেজ্জা সমণ্ট্ঠাএ বা দাবএ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৪৬ ॥

(মুখ) উন্মুক্ত করিয়া শ্রমণের নিমিত্ত আহার দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১২৯। অসগঃ পাগঃ বা বি খাইমঃ সাইমঃ তহা।

জৎ জাগেজ সুগেজ্জা বা দাণ্ট্ঠা পগডং ইমং ॥ ৪৭ ॥

(এই) অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি দান করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে—মুনি এইরূপ জানিলে অথবা শুনিলে—

১৩০। তৎ ভবে ভুত্পাণঃ তু সংজয়াণ অকঞ্জিযঃ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৪৮ ॥

সেই ভুত্পান সংযতির ক্ষেত্রে অকঞ্জনীয় (অযোগ্য) হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৩১। অসগঃ পাগঃ বা বি খাইমঃ সাইমঃ তহা।

জৎ জাগেজ সুগেজ্জা বা পুষ্ট্য়েছ পগডং ইমং ॥ ৪৯ ॥

(এই) অশন, পানীয় খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি পুণ্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছে—মুনি এইরূপ জানিলে অথবা শুনিলে—

১৩২। তৎ ভবে ভুত্পাণঃ তু সংজয়াণ অকঞ্জিযঃ।

দেখিয়ং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্জই তারিসং ॥ ৫০ ॥

সেই ভুত্পান সংযতির ক্ষেত্রে অকঞ্জনীয় (অযোগ্য) হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিমেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৩৩। অসগঃ পাগঃ বা বি খাইমঃ সাইমঃ তহা।

জৎ জাগেজ সুগেজ্জা বা বগিম্ট্য়া পগডং ইমং ॥ ৫১ ॥

এই অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি বন্ধীপকদের (সাধারণ ভিখারী) নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছে—মুনি এইরূপ জানিলে অথবা শুনিলে—

১৩৪। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে গ মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৫২ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৩৫। অসংগং পাণগং বা বি খাইমং সাইমং তহা।

জং জাগেজ সুগেজা বা সমগ্র্ত্যা পগডং ইমং ॥ ৬৩ ॥

এই অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি শ্রমণদের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—
মুনি এইরপ জানিলে অথবা শুনিলে—

১৩৬। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে ন মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৫৪ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৩৭। উদ্দেসিযং কীয়গডং পুন্দিকম্বং চ আহডং।

অঞ্জোয়র পামিচং মীসজাযং চ বজ্জে ॥ ৫৫ ॥

মুনি উদ্দেশ্যে প্রস্তুত, ক্রীত, পৃতিকর্ম (শুদ্ধ আহারের সহিত ঔদ্দেশিক আহারের মিশ্রণ), আহত, অধ্যাবতর (আহার প্রস্তুতের সময়ে মুনিকে স্মরণ করিয়া অধিক প্রস্তুত আহার), প্রামিত (মুনিকে দিবার জন্য খণ্ড করা) এবং মিশ্রজাত (নিজের এবং মুনির নিমিত্ত যুগ্মণ প্রস্তুত আহার) মুনি বর্জন করিবেন।

১৩৮। উগ্নমং সে পুচ্ছেজা বস্ত্র্যাট্যা কেণ বা কজং।

সোচ্চা নিষ্পস্কিযং সুদুং পতিগাহেজ সংজে ॥ ৫৬।

সংযমী (মুনি) আহারের উদ্গম জিজ্ঞাসা করিবেন—কেন করা হইয়াছে? কাহার দ্বারাই বা করা হইয়াছে? দাতা নিকট এইরপ প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া নিঃশক্তি এবং শুদ্ধ আহার গ্রহণ করিবেন।

১৩৯। অসংগং পাণগং বা বি খাইমং সাইমং তহা।

পুপক্ষেসু হোজ্জ উন্মীসং বীঐসু হরিএসু বা ॥ ৫৭ ॥

অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি পুষ্প, বীজ, বনস্পতি দ্বারা উনিশ্র (অর্থাৎ সচিত্ত বস্ত্র মিশ্রিত) হইলে—

১৪০। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে গ মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৫৮ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৪১। অসংগং পাণগং বা বি খাইমং সাইমং তহা।

উদগম্ভি হোজ্জ নিক্ষিতং উত্তিঙ্গপণগেসু বা ॥ ৫৯ ॥

অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি জল, উত্তিঙ্গ (কৌটাদি জীবের আশ্রয় হল)
এবং পনক (ছত্রাক) এর উপর রাখা হইলে—

১৪২। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে ন মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৬০ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ
করিবেন—এ প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৪৩। অসংগং পাণগং বা বি খাইমং সাইমং তহা।

তেউশ্চি হোজ্জ নিক্ষিতং তৎ চ সংঘট্রিয়া দএ ॥ ৬১ ॥

অশন, পানীয়, খাদ্য তথা স্বাদ্য প্রভৃতি অগ্নির উপর স্থাপন করিলে কিম্বা (উদ্দেশ্য
প্রণোদিত ভাবে) অগ্নি স্পর্শ করিয়া দান করিলে—

১৪৪। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে ন মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৬২ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ
করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৪৫। এবং উমসক্রিয়া ওসক্রিয়া উজ্জালিয়া পজ্জালিয়া নিবাবিয়া।

উমসংচিয়া নিসংচিয়া ওবত্তিয়া ওয়ারিয়া দএ ॥ ৬৩ ॥

এইভাবে উনানে ইঙ্গন দিয়া কিম্বা ইঙ্গন বাহির করিয়া, উনান উজ্জুলিত
(অগ্নিযুক্ত) করিয়া, পজ্জুলিত প্রদীপ্ত করিয়া, নির্বাপিত করিয়া, অগ্নির উপর স্থাপিত
পাত্র হইতে আহার পৃথক করিয়া, জল মিশাইয়া পাত্র হেলাইয়া, পাত্র উনান হইতে
নামাইয়া আহার প্রদান করিলে—

১৪৬। তৎ ভবে ভত্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিযং।

দেখতিরং পতিয়াইকখে ন মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৬৪ ॥

সেই ভত্তপান সংযতির ক্ষেত্রে অকল্পনীয় হয়। সেই হেতু দাত্রী স্ত্রীকে মুনি
প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৪৭। হোজ্জ কঠঠং সিলং বা বি ইটালং বা বি এগয়া।

ঠবিযং সংকম্ট্যাএ তৎ চ হোজ্জ চলাচলং ॥ ৬৫ ॥

যদি কথনও কাঠ, শিলা অথবা ইষ্টক খণ্ড চলাচলের জন্য স্থাপিত হয় এবং তাহা
চালিত হয়—

১৪৮। ৬ তেন ভিক্খু গচ্ছজ্ঞা দিঃঠা তথ অসংজয়ো

গংভীরং ঝুসিরং চেব সবিবিদিয়সহাহিৎ ॥ ৬৬ ॥

সবেন্দ্রিয় সমাহিত ভিক্ষু তাহার উপর দিয়া গমন করিবেন না। তেমনি আলোক
রহিত এবং সিন্ত নরম ভূমিতে গমন করিবেন না। (কারণ ভগবান মহাবীর) সেখানে
অসংযম দেখিয়াছেন।

১৪৯। নিসেসণং ফলগং পীঠং উস্সবিত্তাণমারহে।

মংঢং কীলং চ পাসাযং সমণঠাএ ব দাবএ ॥ ৬৭ ॥

দাতা শ্রমণের জন্য সিঁড়ি ফলক, পীঠ (কাঠ নির্মিত আসন) প্রভৃতি উঁচা করিয়া
মঞ্চ, স্তৰ্ণ কিম্বা প্রাসাদে আরুঢ় হইয়া ভক্তপান আনয়ন করিলে—

১৫০। দুরাহমণি পবডেজ্জা হথং পাযং বা লুসএ।

পুটবীজীবে বি হিংসেজ্জা জে য তনিস্পিয়া জগা ॥ ৬৮ ॥

সিঁড়িতে আরোহনকারিণী পড়িয়া যাইতে পারে, (তাহাতে) হাত এবং পা
ভাসিয়া যাইতে পারে। (ফলতঃ) পৃথিকায়িক জীব তথা তাহাতে আশ্রিত জীবের প্রতি
হিমা হইতে পারে।

১৫১। এয়ারিসে মহাদোসে জাগিউণ মহেসিণো।

তষ্ঠা মালোহডং ভিক্খং ন পডিগেণ্হতি সংজয়া ॥ ৬৯ ॥

(সুতরাং) এই প্রকার মহাদোষ জানিয়া সংযমী মহর্ষি মালাপহত (অন্তরীক্ষ স্থান
বা আরোহ স্থান হইতে আনীত) ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন না।

১৫২। কংদং মূলং পলংবং বা আমং ছিৱং ব সন্নিরং।

তুংবাগং সিংগবেৰং চ আমগং পরিবজ্জে ॥ ৭০ ॥

মুনি অপক কন্দ, মূল, ফল, খোসা ছাড়ানো অবস্থায় শাক, লাউ এবং আদা গ্রহণ
করিবেন না।

১৫৩। তহেব সন্তুষ্টাইং কালচুণাইং আবণে।

সকুলিং ফাণিযং পূযং অন্নং বা বি তহাবিযং ॥ ৭১ ॥

সেইরূপ সন্তুষ্টুর্ণ (ছাতু), কুলচুণ, শঙ্কুলী (তিল-পাপড়), গুড়, মাল-পোয়া বা অন্য
দ্রব্য যাহা বিক্রয়ার্থ দোকানে রাখা হইয়াছে—

১৫৪। বিক্রয়মাণং পসচং রঞ্চণ পরিফসিযং।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ৬ মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৭২ ॥

কিন্তু বিক্রয় না হইয়া তাহা রজলিষ্প হইলে এবং সেই দ্রব্য দান করিলে দাত্রী
স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৫৫। বহু অটুঠিযং পুঁঁলং অগিমিসং বা বহু কংটযং।

অধিযং তিংদুযং বিলং উচ্ছুখং ব সিংবলিং ॥ ৭৩ ॥

বহু অস্থিযুক্ত পুদগল (মাংস ফল), বহু কস্টকযুক্ত অনিমিষ (মৎস্য ফল), আস্থিক
(এক প্রকার ফল), তিন্দুক (এক প্রকার অল্প ফল), বেল, ইঙ্গুখণ কিম্বা শুঁটি জাতীয়
ফল—

১৫৬। অপ্লেসিয়া ভোয়ণজাএ বহু-উজ্জ্বাল-ধ্মিএ।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ন মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৭৪ ॥

যাহাতে অধিক বস্তুতে খাদ্যাংশ কম থাকে এইরূপ ভিক্ষা দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ
করিবেন—এই প্রকার আহার আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

১৫৭। তহেবুচাবযং পাণং অদুবা বারধোয়ণং।

সংসেইমং চাটলোদগং অঙ্গাধোযং বিবজ্জে ॥ ৭৫ ॥

তথা উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট জল, গুড়ের খড়ার জল, আটা ধৌত জল, চাউল ধৌত
জল প্রভৃতি যাহা অধূনা ধৌত অর্থাৎ অপ্রাপ্যক (সজীব) জল তাহা মুনি বর্জন করিবেন।

১৫৮। জং জাণেজ্জ চিৱাধোযং মজ্জে দংসগে বা।

পডিপুচ্ছিউণ সোচ্চা বা জং নিষ্পস্তকিযং ভবে ॥ ৭৬ ॥

নিজের জ্ঞান তথা দশনি দ্বারা, জিজ্ঞাসা করিয়া অথবা শুনিয়া মুনি জ্ঞাত হইবেন—
এই জল চিৱাকালের জন্য (প্রাপ্যক) এবং নিঃশক্তি হইলে পর—

১৫৯। অজীবং পরিণযং নচা পডিগাহেজ্জ সংজ্ঞে।

অহ সংক্ষিযং ভবেজ্জ আসইত্তাণ রোয়এ ॥ ৭৭ ॥

তাহা জীব রহিত এবং পরিণত (উপযুক্ত) জানিয়া মুনি গ্রহণ করিবেন। যদি
শক্তা উপস্থিত হয় তাহা হইলে স্বাদ গ্রহণ করিয়া নির্ধারণ করিবেন।

১৬০। থোবমাসায়ণঠাএ হথমশ্মি দলাহি মে।

মা মে অচ্ছবিলং পুইং নালং তণহং বিগিন্তে ॥ ৭৮ ॥

দাতাকে কহিবেন (স্বাদ গ্রহণের জন্য) আমার হাতে সামান্য জল দাও। অতি
অল্প, দুর্গন্ধযুক্ত তথা পিপাসা নিবারণে অসমর্থ জল লইয়া কি করিব?

১৬১। তং চ অচ্ছবিলং পুইং নালং তণহং বিগিন্তে।

দেংতিযং পডিয়াইকখে ৬ মে কঞ্চই তারিসং ॥ ৭৯ ॥

যদি জল অতি অল্প, দুর্গন্ধযুক্ত তথা পিপাসা নিবারণে অসমর্থ হয় তাহা হইলে
দাত্রী স্ত্রীকে মুনি প্রতিযেধ করিবেন—এই প্রকার পানীয় গ্রহণ করিতে পারি না।

১৬২। তৎ চ হোজ্জ অকামেণং বিমগেণ পডিছিযং।

তৎ অঞ্গা ন পিবে নো বি অন্নস্ম দাবএ ॥ ৮০ ॥

যদি সেই জল অনিষ্ট অথবা অসাবধানতা বশতঃ গৃহীত হয় তাহা হইলে তাহা
স্বয়ং পান করিবেন না এবং অন্য (সাধুকেও) প্রদান করিবেন না।

১৬৩। এগতম বক্তমিতা অচিত্তং পডিলেহিয়া।

জয়ং পরিট্টবেজ্জা পরিট্টপ্ল পডিক্রমে ॥ ৮১ ॥

(পরস্ত) একান্তে যাইয়া অচিত্তভূমি দেখিয়া তাহাতে নিষ্ঠাপূর্বক প্রতিষ্ঠাপন
করিবেন। তাহা করিয়া (স্থানে আসিয়া) প্রতিক্রমণ (প্রায়শিত্ব) করিবেন।

১৬৪। সিয়া য গোয়রঘণ্ড ইছেজ্জা পরিভোন্নুয়ং।

কোট্টগং ভিত্তিমূলং বা পডিলেহিত্তাণ ফাসুয়ং ॥ ৮২ ॥

গোচরাগ্র (ভিক্ষা) নিমিত্ত গমন করিয়া মুনি আহার করিতে ইচ্ছা করিলে প্রায়ুক
কোষ্ঠক অথবা ভিত্তিমূল (প্রাচীরের পার্শ্ব ভাগ) দেখিয়া—

১৬৫। অগুরবেত্তু মেহাবী পডিছন্নম্বি সংবুড়ে।

হথগং সংপমজ্জিত্ত তথ ভুংজেজ্জ সংজ্জে ॥ ৮৩ ॥

(তাহার স্বামীর নিকট আজ্ঞা প্রাপ্ত করিয়া আচছান্তি সংবৃত স্থানে বসিবেন, হস্তক
(বন্ধুৎসু) দ্বারা শরীর প্রমার্জন করিয়া মেধাবী সংযতি সেখানে ভোজন করিবেন।

১৬৬। তৎ সে ভুংজমানন্স অট্টঠিযং কংটও সিয়া।

তৎ-কংটসক্রং বা বি অন্নং বা বি তহবিহং ॥ ৮৪ ॥

সেখানে ভোজনরত মুনির ভোজনে অস্থিক (ফলের বীজ), কষ্টক, তৃণ, কাষ্ট-
খঙ্গ, প্রস্তুরচূর্ণ অথবা এই প্রকার অন্য বস্ত্র থাকিলে—

১৬৭। তৎ উক্তথিবেত্তু ন নিক্তথিবে আসএণ ন ছড়এ।

হথেণ তৎ গহেউণং এগতমবক্রমে ॥ ৮৫ ॥

তাহা উঠাইয়া নিক্ষেপ করিবেন না, মুখ হইতেও (দূরে) ফেলিবেন না। হাতে
লইয়া একান্তে যাইবেন।

১৬৮। এগতমবক্তমিতা অচিত্তং পডিলেহিয়া।

জয়ং পরিট্টবেজ্জা পরিট্টপ্ল পডিক্রমে ॥ ৮৬ ॥

একান্তে যাইয়া অচিত্তভূমি দেখিয়া তাহাতে নিষ্ঠাপূর্বক প্রতিষ্ঠাপন করিবেন। তাহা
করিয়া (স্থানে আসিয়া) প্রতিক্রমণ করিবেন।

১৬৯। সিয়া য ভিক্খু ইছেজ্জা সেজ্জমাগম্ব ভোন্নুয়ং।

সপ্তিংপায়মাগম্ব উত্তয়ং পডিলেহিয়া ॥ ৮৭ ॥

ভিক্ষু যদি কখনও শয্যায় (এইস্থলে শয্যা শব্দের তৎপর্য হইল ভিক্ষু নিবাস স্থান)
ভোজনে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ভিক্ষা সহিত উন্দুকে (আহার স্থানে আসিয়া সেই
স্থান প্রতিলেখন (নিরীক্ষণ) করিবেন।

১৭০। বিগ়্ৰেণ পবিসিত্তা সগাসে গুৱণো মুণী।

ইরিয়াবহিয়মায়ায় আগও য পডিক্রমে ॥ ৮৮ ॥

তাহার পর বিনয়পূর্বক উপাশ্রয়ে (ভিক্ষু নিবাস স্থান) প্রবেশ করিয়া গুরু সমীপে
উপস্থিত হইয়া ‘ইর্যাপথিকী’ সূত্র পাঠ করিয়া প্রতিক্রমণ অর্থাৎ কায়োৎসর্গ (শরীর
শিথিল করিয়া বিশ্রাম) করিবেন।

১৭১। আভোঽেত্তাণ নীসেৎ অইসারং জহক্রমং।

গমণাগমণে চবে ভত্তপাণে ব সংজ্জে ॥ ৮৯ ॥

গমনাগমনে তথা ভত্তপাণ আহবণে সমস্ত অতিচার (দোষ) ক্রমানুসার স্মরণ
করিয়া সংযত—

১৭২। উজ্জুপ্লং অণাবিঙ্গা অবক্খিতেণ চেয়সা।

আলোএ গুৱসগাসে জৎ জহা গহিযং ভবে ॥ ৯০ ॥

ঝজুপ্লজ্জ অনুদিগ্ব (মুনি) ব্যাক্ষেপরহিত (অনুকূল) চিন্ত হইয়া গুরু সমীপে
আলোচনা (দোষ স্থীকার) করিবেন। যেমন ভাবে ভিক্ষা প্রাপ্ত করিয়াছেন তেমনই
কহিবেন।

১৭৩। ন সম্মালোহিযং হোজ্জা পুৰিং পচ্ছা ব জৎ কডং।

পুণো পডিক্রমে তস্ম বোস্ত্রটো চিংতে ইমং ॥ ৯১ ॥

সম্যক প্রকারে আলোচনা না হইলে অথবা পূর্ব এবং পশ্চাত্ত বিষয়ে আলোচনা
হইলে (আলোচনা ক্রম ভঙ্গ হইলে) পুনরায় প্রতিক্রমণ করিবেন, শরীর হির রাখিয়া
তাহা চিন্তন করিবেন।

১৭৪। অহো জিগেহিং অসাবজ্জা বিত্তী সাতুণ দেসিয়া।

মোক্ষসাহগহেউন্স সাহুদেহেন্স ধৰণা ॥ ৯২ ॥

অহো! মোক্ষসাধনার হেতুভূত সাধুদেহ জন্য ভগবান কৃত্তক সাধুগণের অনবদ্য
(নিষ্পাপ) বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

১৭৫। নমোকারেণ পারেতা করেতা জিগ সংথবং।

সজ্জায় পট্টবেজ্জাণং বীসমেজ্জ খণং মুণী ॥ ৯৩ ॥

(এই চিন্তনময় কায়োৎসর্গ) নমক্ষার মন্ত্র দ্বারা পূর্ণ করিয়া জিন-সংস্তুব অর্থাৎ তীর্থক্ষেত্র
স্মৃতি করিবেন। তৎপরে স্বাধ্যায় আরম্ভ করিবেন এবং পুনঃ ক্ষণকাল বিশ্রাম লইবেন।

১৭৬। বীসমংতো ইমং চিংতে হিয়মট্টং লাভমট্টিও।

জই মে অনুষ্ঠং কুজা সাহ হোজামি তারিও ॥ ১৪ ॥

বিশ্রামরত অবস্থায় লাভর্থী (মোক্ষর্থী মুনি) এই হিতকর অর্থ চিন্তন করিবেন—
যদি (আচার্য অথবা) সাধু আমায় প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহলে আমি (ভবসাগর)
পার হইব'।

১৭৭। সাহবো তো চিরতেণং নিমত্তেজ্জ জহক্রমং।

জই তথ কেই ইচ্ছেজ্জা তেহিং সদ্বিং তু ভুংজএ ॥ ১৫ ॥

তিমি প্রেমপূর্বক সাধুদের ঝমানুসারে নিমগ্নণ করিবেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ
কেহ ভোজন করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি তাহাদের সাথে ভোজন করিবেন।

১৭৮। অহ কোই ন ইচ্ছেজ্জা তও ভুংজেজ্জ একও।

আলোএ ভায়ণে সাহ জয়ং অপরিসাড়য় ॥ ১৬ ॥

যদি (অন্য সাধুগণের মধ্যে কেহ ভোজন করিতে) ইচ্ছা না করেন তাহা হইলে
একেলো সাধু আলোক ভাজন অর্থাং খোলা পাত্রে ভোজন করিবেন, যাহাতে ভোজ্যাংশ
নীচে পতিত না হয় তদ্বিয়ো যত্নশীল হইবেন।

১৭৯। তিত্রগং ব কড়য়ং ব কসায়ং অংবিলং ব মহৱং লবণং বা।

এয় লদ্বমন্ত্র পট্টঙং মহৱয়ং ব ভুংজেজ্জ সংজএ ॥ ১৭ ॥

(গৃহস্থের নিমিত্ত প্রস্তুত) তিত্র, কটু, কষায়, অঞ্চ, মধুর অথবা লবণযুক্ত আহার
প্রাপ্ত হইলে সংবৎ (মুনি) তাহা মধু এবং ঘৃতের ন্যায় (উপাদেয় মানিয়া) আহার
করিবেন।

১৮০। অরসং বিরসং বা বি সূইয়ং বা অসূইয়ং।

উল্লং বা জই বা সকং মছু-কুম্মাস-ভোয়ণং ॥ ১৮ ॥

অরস কিঞ্চা বিরস, ব্যঞ্জনের সহিত অথবা ব্যঞ্জন রহিত, আর্দ্র কিঞ্চা শুক্ষ মষ্টু
(কুলচূর্ণ) এবং কুম্মাস (শস্য) প্রভৃতি ভোজন—

১৮১। উপঞ্চং নাইহীলেজ্জা অঞ্চং পি বহু ফাসুয়ং।

মুহালদং মুহাজীবো ভুংজেজ্জা দোস বজ্জিয়ং ॥ ১৯ ॥

বিধিপূর্বক প্রাপ্ত হইলে তাহার নিন্দা করিবেন না। নির্দেশ আহার অঞ্চ অথবা
অরস হইলেও তাহা বহু অথবা সরস রাপে মান্য হয়। তাই মুধালক (কোন প্রকার
উপকারের বিনিময়ে প্রাপ্ত নহে এইরূপ) এবং দোষ বর্জিত আহার মুহাজীবী (নিরাসক
মুনি) (সমভাবপূর্বক) গ্রহণ করিবেন।

১৮২। দুল্লহা উ মুহাদাঙ্গ মুহাজীবী বি দুল্লহা।

মুহাদাঙ্গ মুহাজীবী দো বি গচ্ছতি সোঁগাইং ॥ ১০০ ॥ ॥ তি বেমি ॥

মুধাদায়ী (প্রতিফল কামনা না করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে যিনি দান করেন) দুর্লভ
এবং মুধাজীবীও দুর্লভ। মুধাদায়ী এবং মুধাজীবী উভয়েই সুগতি লাভ করেন।

ইহা আমি কহিতেছি।

পঞ্চম অধ্যয়ন

দ্বিতীয় উদ্দেশক

পিণ্ডেষণা

১৮৩। পডিঙ্গাহং সংলিহিত্তাঙং লেবমায়াএ সংজএ।

দুগংধং বা সুগংধং বা সবা ভুংজে ন ছড়এ ॥ ১ ॥

সংযমী মুনি ভুক্তাবশিষ্ট পাত্রে থাকিলে তাহা সম্পূর্ণ রাপে আহার করিবেন। আহার
দুর্গন্ধযুক্ত অথবা সুগন্ধযুক্ত যাহাই হটক না কেন অবশেষ রাখিবেন না।

১৮৪। সেজ্জা নিসীহিয়াএ সমাবলো ব গোয়রে।

অয়াবয়ট্টা ভোচা গং জই তেন ন সংথরে ॥ ২ ॥

উপাশ্রয় অথবা স্বাধ্যায় ভূমিতে কিঞ্চা গোচর অর্থাং ভিক্ষা নিমিত্ত গমন করিয়া
মঠ প্রভৃতি হানে অপর্যাপ্ত আহার করিয়া মুনি যদি স্থির না থাকিতে পারেন—

১৮৫। তও কারণমুঞ্চে ভত্পাণং গবেসএ।

বিহিগা পুৰু-উত্তেণ ইমেণং উভরেণ য ॥ ৩ ॥

তাহা হইলে কারণ উৎপন্ন হইলে পর পূর্বেক্ষ বিধি দ্বারা এবং উত্তরোত্তর (যাহা
বলা হইতেছে) বিধিদ্বাৰা ভক্তপান গবেষণা করিবেন।

১৮৬। কালেণ নিক্খমে ভিক্খু কালেণ য পডিক্রমে।

অকালং চ বিবজ্জতা কালে কালং সমায়রে ॥ ৪ ॥

ভিক্ষু সঠিক সময়ে ভিক্ষা নিমিত্ত গমন করিবেন এবং সঠিক সময়ে প্রত্যাগমন
করিবেন। অকাল বর্জন করিয়া উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কার্য করিবেন।

১৮৭। অকালে চৱসি ভিক্খু কালং ন পডিলেহসি।

অঞ্চাগং চ বিলামেসি সন্নিবেসং চ গরিহসি ॥ ৫ ॥

হে ভিক্ষু! তুমি অকালে গমন কর, কালের প্রতিলেখন কর না, সেই জন্য তুমি
নিজেই নিজেকে ক্লান্ত (খিন) কর এবং সন্নিবেশ অর্থাং গ্রামের নিন্দা কর।

১৮৮। সই কালে চরে ভিক্ষু কুজ্জা পুরিসকারিয়ৎ।

অলাভো তি ণ সোএজ্জা তবোন্তি অহিয়াসএ ॥ ৬ ॥

ভিক্ষু সময় হইলে পর ভিক্ষা নিমিত্ত গমন করিবেন; পুরুষকার অর্থাৎ শ্রম করিবেন; ভিক্ষা না পাইলে শোক করিবেন না; 'ইহই তপস্যা' মনে করিয়া ক্ষুধা সহন করিবেন।

১৮৯। তহেবুচাবয়া পাণা ভন্টট্যাএ সমাগয়া।

ত-উজ্জুয়ৎ ণ গচ্ছেজ্জা জয়মেব পরক্রমে ॥ ৭ ॥

যেখানে নানাপ্রকার প্রাণী ভোজন নিমিত্ত একত্রিত হয়, সেখানে (ভিক্ষু) যাইবেন না। (তাহাদের শক্তি না করিয়া) যত্ত পূর্বক গমন করিবেন।

১৯০। গোয়রঞ্জ পবিট্টো উ ন নিসীএজ্জ কথ্যদ্ব।

কহং চ ন পবংধেজ্জা চিট্ঠিত্বণ ব সংজ্ঞএ ॥ ৮ ॥

গোচরাগ্র (ভিক্ষা) নিমিত্ত গমন করিয়া সংযত (মুনি) কোন স্থানেও বসিবেন না এবং কোন স্থানে দণ্ডয়ামান হইয়া কথার প্রবন্ধ করিবেন না।

১৯১। অঞ্চলং ফলিহা দারং কবাদং বা বি সংজ্ঞএ।

অবলংবিয়া ন চিট্ঠেজ্জা গোয়রঞ্জগত মুণী ॥ ৯ ॥

গোচরাগ্র নিমিত্ত গমন করিয়া সংযমী অর্গল, পরিঘ অর্থাৎ দ্বার-কীলক, দ্বার অথবা কপাট এর সাহায্য না লইয়া দাঁড়াইবেন।

১৯২। সমগং মহাগং বা বি কিবিগং বা বণীমগং।

উবসংকমংতৎ ভন্টট্যাএ পাণ্ট্যাএ ব সংজ্ঞএ ॥ ১০ ॥

ভন্ত বা পান নিমিত্ত গমন করিয়া সংযমী কোন শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, কৃপণ অথবা বনীপক অর্থাৎ সাধারণ ভিখারীদের অতিক্রম করিয়া গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিবেন না।

১৯৩। তৎ অইকমিত্ব ণ পৰীসে ণ চিট্ঠেজ্জ সংজ্ঞএ।

এগংতমবক্ষমিত্ব তথ চিট্ঠেজ্জ সংজ্ঞএ ॥ ১১ ॥

(গৃহস্থামীকে) অতিক্রম করিয়া (গৃহে) প্রবেশ করিবেন না। তাহাদের চক্ষুর সম্মুখে অবস্থান করিবেন না। একান্তে যাইয়া অবস্থান করিবেন।

১৯৪। বণীমগম্পস বা, তম্স দায়গম্পসুভয়ম্পস বা ॥ ১২ ॥

অঞ্চল্যিং সিয়া হোজ্জা লহন্তং পবয়ণম্পস বা ॥ ১২ ॥

ভিক্ষাচরণকে অতিক্রম করিয়া গৃহস্থের ঘরে প্রবেশ করিলে বনীপক অথবা গৃহস্থামী কিম্বা উভয়েই অঙ্গীতি উৎপন্ন হইতে পারে অথবা তাহাতে প্রবচনের লয়ত্ব প্রকাশ পায় (অর্থাৎ আগম বচন অবহেলিত হয়)।

১৯৫। পডিসেহি ব দিনে বা তও তমি নিয়ন্তি।

উবসংকমেজ্জ ভন্টট্যাএ পাণ্ট্যাএ ব সংজ্ঞএ ॥ ১৩ ॥

গৃহস্থামী প্রতিযেধ করিলে অথবা দান করিলে পর তাহারা প্রস্থান করিলে সংযমী মুনি ভন্তপান নিমিত্ত (গৃহস্থের ঘরে) প্রবেশ করিবেন।

১৯৬। উপ্লং পট্টমং বা বি কুমুয়ৎ বা মগদংতিয়ৎ।

অঞ্চলং বা পুফ-সচিত্তৎ তৎ চ সংলুচিয়া দএ ॥ ১৪ ॥

কেহ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, মালতী অথবা অন্য কোন সচিত্ত (সজীব) পুষ্প ছেন করিয়া ভিক্ষা প্রদান করিলে—

১৯৭। তৎ ভবে ভন্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিয়ৎ।

দেংতির্যং পডিয়াইকখে ণ মে কঞ্জই তারিসং ॥ ১৫ ॥

সেই ভন্তপান সংযমী মুনির ক্ষেত্রে অকঞ্জনীয়। সুতরাং দাত্রী রমণীকে প্রতিযেধ করিবেন—'এই প্রকার আহার আমার গ্রহণীয় নহে।

১৯৮। উপ্লং পট্টমং বা বি কুমুয়ৎ বা মগদংতিয়ৎ।

অঞ্চলং বা পুফ-সচিত্তৎ তৎ চ সম্মাদিয়া দএ ॥ ১৬ ॥

কেহ উৎপল, পদ্ম, কুমুদ, মালতী অথবা অন্য কোন সচিত্ত পুষ্প মর্দন করিয়া ভিক্ষা প্রদান করিলে—

১৯৯। তৎ ভবে ভন্তপাণং তু সংজয়াণ অকঞ্জিয়ৎ।

দেংতির্যং পডিআইকখে ণ মে কঞ্জই তারিসং ॥ ১৭ ॥

সেই ভন্তপান সংযমী মুনির ক্ষেত্রে অকঞ্জনীয়। সুতরাং দাত্রী রমণীকে প্রতিযেধ করিবেন—'এই প্রকার আহার আমার গ্রহণীয় নহে।

২০০। সালুয়ৎ বা বিরালিয়ৎ কুমুদুপ্লানালিয়ৎ।

মুগালিয়ৎ সাসবনালিয়ৎ উচ্চুখ্যৎ অনিবুডং ॥ ১৮ ॥

শালুক, পলাশ, কল্দ, কুমুদ-নাল, উৎপল-নাল, পদ্ম-নাল, সর্বপ-নাল, অপকু ইক্ষু—

২০১। তরণগং বা পবালং রূক্খস্পস তণগম্পস বা।

অঞ্চল বা বি হারিয়স্পস আমগং পরিবজ্জ্ঞএ ॥ ১৯ ॥

সদ্য পল্লবিত বৃক্ষশাখা অথবা তৃণ এবং অন্য অপরিণত বনস্পতি বর্জন করিবেন।

২০২। তরণিয়ৎ বা ছিবাড়িৎ আমিয়ৎ ভজ্জিয়ৎ সইং।

দেংতির্যং পডিয়াইকখে ণ মে কঞ্জই তারিসং ॥ ২০ ॥

অপরিণত এবং একবার ভাজা শুঁটি জাতীয় সজীব প্রদানকারণী রমণীকে (সংযমী মুনি) প্রতিযেধ করিবেন—'এই প্রকার আহার আমার গ্রহণীয় নহে।'

২০৩। তহাকোলমনুস্তিসন্ধি বেলুয়ৎ কাসবনালয়ৎ।

তিলপঞ্চতগৎ নীমৎ আমগৎ পরিবজ্জে ॥ ২১ ॥

এইভাবে অসিদ্ধ কুল (বদরিকা), অঙ্গুরিত বংশ, কাশ্যপ নালিকা (একপ্রকার জলীয় কন্দ), অপক তিল-পাপড় এবং কদম্ব ফল বর্জন করিবেন।

২০৪। তহেব চাউলৎ পিট্ঠৎ বিয়ডৎ বা তত্ত্বনিরুডৎ।

তিলপিট্ঠৎ পুইপিঙ্গাগৎ আমগৎ পরিবজ্জে ॥ ২২ ॥

এই প্রকার চাউল নির্মিত পিষ্টক, পূর্ণরাপে ফুট্ট নহে এমন গরম জল, পুইশাক এবং সরিয়ার খইল বর্জন করিবেন।

২০৫। কবিট্ঠৎ মাউলিংগৎ চ মূলগৎ মূলগত্তিয়ৎ।

আমৎ অসখাপরিগয়ৎ মণসা বি ন পথ্যে ॥ ২৩ ॥

অপক এবং শন্ত্র দ্বারা অপরিণত (অচেদ্য) কপিথ (বেল জাতীয় ফল), লেবু, মূলা এবং মূলার গোলাকার খণ্ড মানসিকভাবেও প্রার্থনা করিবেন না।

২০৬। তহেব ফলমংথুণি বীয়মংথুণি জাগিয়া।

বিহেলগৎ পিয়ালৎ চ আমগৎ পরিবজ্জে ॥ ২৪ ॥

এই প্রকার অপক ফল চূর্ণ, বীজ চূর্ণ, বহেড়া এবং প্রিয়াল ফল বর্জন করিবেন।

২০৭। সমুয়াগৎ চরে ভিক্খু কুলৎ উচ্চাবয়ৎ সয়া।

নীয়ৎ কুলমইকম্ব উসচৎ নাভিধারে ॥ ২৫ ॥

ভিক্ষু সর্বদ সমুদান (অর্থাৎ সকল শ্রেণীর ঘরে) ভিক্ষা করিবেন। উচ্চ এবং নীচ কুলে যাইবেন। নীচ কুল ছাড়িয়া উচ্চ কুলে যাইবেন না।

২০৮। অদীনো বিভিমেসেজ্জা না বিসীঐজ্জ পড়িএ।

আমুচিও ভোয়ণম্বি মায়নে এসণারে ॥ ২৬ ॥

ভোজনে অমুচিত (মনোযোগী), মাত্রা সচেতন, এষণারত ‘পশ্চিতমুনি অদীনভাবে বৃত্তি (ভিক্ষা) এষণা করিবেন। (ভিক্ষা না পাইলেও) বিবাদ করিবেন না।

২০৯। বহৎ পরঘরে অথি বিবিহং খাইমাসাইমৎ।

ন তথ পংডিতো কুঞ্জে ইচ্ছা দেজ পরো ন বা ॥ ২৭ ॥

গৃহস্থের ঘরে বিবিধ প্রকার খাদ্য-স্বাদ্য থাকে। (কিন্তু তাহা প্রাপ্ত না হইলে) পশ্চিত মুনি কোপ করিবেন না। (এইরূপ চিন্তা করিবেন) ইহা তাহার ইচ্ছা, দান করক অথবা না করক।

২১০। সয়গাসগ বথৎ বা ভত্তগাণৎ ব সংজ্ঞে।

অদেৎতম্স ন কুঞ্জেজ্জা পচক্ষে বিয় দীসঞ্জো ॥ ২৮ ॥

শয়ন, আসন, বস্ত্র ভত্তপাণ প্রত্যক্ষ হইলে পর তাহা প্রাপ্ত না হইলেও সংযমী মুনি কোপ করিবেন না।

২১১। ইথিয়ৎ পুরিসৎ বা বি ডহৱৎ বা মহল্লগৎ।

বংদমাগো না জাএজ্জা নো য গৎ ফরসৎ বএ ॥ ২৯ ॥

মুনি স্ত্রী অথবা পুরুষ, বালক কিঞ্চি বৃদ্ধকে বন্দনা (প্রশংসা) করিয়া বাচনা করিবেন না। (প্রোক্ত না হইলে) কঠোর বচন বলিবেন না।

২১২। জে ন বংদে ন সে কুঞ্জে বংদিও ন সমুক্ষে
এবমন্ত্রেসমানম্পস সামঘৰমুচিট্টে ॥ ৩০ ॥

কেহ বন্দনা না করিলে তাহার প্রতি কোপ করিবেন না, বন্দনা করিলে উৎকর্ষ (গর্ব) করিবেন না। এই প্রকার (সমুদান চর্যার) অৰ্বেষণকারী মুনির শ্রামণ্য নির্বাদ রাপে হিত হয়।

২১৩। সিয়া এগইও লদ্ধুং লোভেগ বিগিগুহ্নে।

মা মেয়ৎ দাইয়ৎ সংতৎ দট্টুংগৎ সয়মায়এ ॥ ৩১ ॥

যদি কখনও কোন মুনি (সরস আহার) প্রাপ্ত হইয়া (আচার্যাদিকে দেখাইবার সময়) তিনি যাহতে নিজের জন্য সংগ্রহ না করেন (এমন চিন্তা করিয়া) লোভ বশতঃ লুকাইয়া রাখে—

২১৪। অভ্রঠঞ্চুরও লুদ্বো বহৎ পাবৎ পকুববন্তি।

দুত্তেসও য সে হোই নিবাগৎ চ ন গচ্ছে ॥ ৩২ ॥

সেই আচার্যার্থগুরুত্ব প্রদানকারী এবং রস লোলুপ মুনি বহু পাপ করিয়া থাকে। সে প্রাপ্ত কোন বস্ত্রতে সন্তোষ লাভ করে না এবং নির্বাণ প্রাপ্ত হয় না।

২১৫। সিয়া এগইও লদ্ধুং বিবিহং পাগভোয়গৎ।

ভদ্রগৎ ভদ্রগৎ ভোচা বিবন্নৎ বিরসমাহরে ॥ ৩৩ ॥

যদি কখনও কোন মুনি বিবিধপ্রকার পানীয় এবং ভোজন প্রাপ্ত করিয়া (একান্তে বসিয়া) শ্রেষ্ঠ আহার ভোজন করে এবং বিবর্ণ তথা বিরস আহার যথাহানে লইয়া আসে—

২১৬। জাগৎতু তা ইমে সমগ্ন আয়য়ট্টী অয়ৎ মুণী।

সংতুট্টো সেবজ পংতৎ লুহিত্তী সুতেসও ॥ ৩৪ ॥

এই শ্রমণগণ আমাকে এইভাবে জানুক যে এই (আমি) মুনি অতীব মোক্ষার্থী, সন্তুষ্ট, প্রাপ্ত (অসার) আহার সেবনকারী এবং রূক্ষবৃত্তি (সংযম বৃত্তিকারী) এবং সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট।

২১৭। পুয়েটী জসোকামী মাণসম্মানকামএ।

বহুৎ পসবঙ্গ পাবৎ মায়াসংজ্ঞং চ কুবঙ্গ ॥ ৩৫ ॥

সেই পূজাপ্রার্থী, যশঃকামী, মান-সম্মান কামনাকারী (মুনি) বহু পাপ আর্জন করে
এবং মায়াশল্যের (মায়া গোপন করা) আচরণ করে।

২১৮। সুরং বা মেরণং বা বি অন্নং বা মজগং রসং।

সমক্খ্যং ন পিবে ভিক্খু জসং সারক্ষমপ্লগো ॥ ৩৬ ॥

আহসংযম সংরক্ষণকারী ভিক্ষু সুরা, মেরক (বিশেষ প্রকার মদ) অথবা অন্য
কোন প্রকার মাদক রস আহসান্তী করিয়া পান করিবেন না।

২১৯। পিয়া এগইও তেগো ন মে কোই বিয়াণ্ডি।

তস্ম পশ্মহ দোসাইং নিয়ডং চ সুণেহ মে ॥ ৩৭ ॥

যে মুনি-আমাকে কেহ জানে না (এইরূপ চিষ্টা করিয়া) একান্তে স্তেন (পাপ)
বৃত্তিতে মাদক রস পান করে, তাহার দোষ দেখ এবং মায়াচরণ বিষয় আমার কাছে
শোন।

২২০। বড়স্টো সোংডিয়া তস্ম মায়ামোসং চ ভিক্খুগো।

অয়সো য অনিবার্যং সময়ং চ অসাহ্য়া ॥ ৩৮ ॥

সেই ভিক্ষুর উন্মত্তা, মায়ামৃষা, অযশ, অত্মপ্রিণি এবং সতত অসাধুতা—এই সব
দোষ বৃদ্ধি হয়।

২২১। নিচুবিঙ্গো জহা তেগো অভক্ষেহি দুশ্মঙ্গ।

তারিসো মরণতে বি নারাহেই সংবরং ॥ ৩৯ ॥

সেই দুর্মতি চোরের মতো সদা উদ্বিগ্ন থাকে। মদ্যপ মুনি মরণান্তকালেও সংবর
(অর্থাৎ সংযম) এর আরাধনা করিতে পারে না।

২২২। আয়রিএ নারাহেই সমগে যাবি তারিসো।

গিহথা বি গং গরহতি জেগ জাগতি তারিসং ॥ ৪০ ॥

সে আচার্যের আরাধনা করিতে পারে না, শ্রমণেরও নহে! গৃহস্থেরা তাহাকে
(মদ্যপ) মনে করে, তাহার নিন্দা করে।

২২৩। এবং তু অণগঁঞ্জেই গুণাগং চ বিবজ্জও।

তারিনো মরণতে বি নারাহেই সংবরং ॥ ৪১ ॥

এইভাবে যে মুনি অণগকে প্রেক্ষা করে অর্থাৎ গ্রহণ করে এবং গুণকে বর্জন
করে সেই মুনি মরণান্ত কালেও সংবরের আরাধনা করিতে পারে না।

২২৪। এবং কুবঙ্গ মেহাবী পণ্ডীয়ং বজ্জএ রসং।

মজ়গ্নমায়াবিরযো তবস্মী অইউক্সো ॥ ৪২ ॥

যে মেধাবী তপস্থী তপ করেন, প্রীত (দুধ, দই প্রভৃতির বিকৃত) রস বর্জন করেন,
মদ্য-প্রসাদ থেকে বিরত হন, অহংকার শূন্য—

২২৫। তস্ম পশ্মহ কল্যাণং অগেগাছপ্তৈয়ং।

বিউলং অথসংজুত্তং কিউইসং সুণেহ মে ॥ ৪৩ ॥

তাঁহার অনেক সাধু দ্বারা প্রশংসিত বিপুল এবং অর্থ সংযুক্ত কল্যাণ স্বয়ং দেখ
এবং আমি তাঁহার কীর্তন করিব তাহা শোন।

২২৬। এবং তে গুণঁঞ্জেই অণগামং চ বিবজ্জও।

তারিসো মরণতে বি আরাহেই সংবরং ॥ ৪৪ ॥

এইভাবে যে মুনি গুণকে প্রেক্ষা করেন অর্থাৎ গ্রহণ করেন এবং অণগকে বর্জন
করেন, (সেই শুন্দ ভোজী) মুনি মরণান্তকালেও সংবরের আরাধনা করেন।

২২৭। আয়রিএ আরাহেই সমগে যাবি তারিসো।

গিহথা বি পুয়ংতি জেগ জাগতি তারিসং ॥ ৪৫ ॥

তিনি আচার্যের আরাধনা করেন এবং শ্রমণগণকেও সেইরূপ আরাধনা করেন।
গৃহস্থেরা তাহাকে (শুন্দ-ভোজী) মনে করে, তাহার পূজা করে।

২২৮। তবতেগে বয়তেগে রূবতেগে য জে নরে।

আয়ারভাবতেগে য কুবঙ্গ দেবকিবিসং ॥ ৪৬ ॥

যে মানুষ তপের চোর, বাচীর চোর, রূপের চোর, আচারের (আচরণের) চোর
এবং ভাবের চোর সেই মানুষ কিঞ্চিষ্ঠিকদের (নিকট জাতীয় দেব) যোগ্য কর্ম করে।

২২৯। লদ্ধুণ বি সে দেবক্ষণ উববন্নো দেবকিবিসে।

তথা বি সে ন যাণই কিং মে কিছ ইমং ফলং ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চিষ্ঠিক দেবরূপে উৎপন্ন জীব দেবতা পাইয়াও সেখানে সে জানে না ইহা
আমার কোন কার্যের ফল'।

২৩০। তত্ত্বে বি সে চইত্তাণ লস্তিহী এলমুয়াং।

নরয়ং তিরিক্থজোগিং বা বোহী জথ সুদুল্লহ ॥ ৪৮ ॥

সেখান হইতে চ্যত হইয়া সে মনুষ্য জীবনে মুক হইবে অথবা নরক কিঞ্চিৎ
তির্যগ্যোনি প্রাপ্ত হইবে। সেখানে বোধি অতিশয় দুর্বল।

২৩১। এয়ং চ দোসং দুর্গঁং নায়পুত্রে ভাসিয়ং।

অগুমায়ং পি মেহাবী মায়ামোসং বিবজ্জএ ॥ ৪৯ ॥

এই দোষ দেখিয়া জ্ঞাতপুত্র কর্তৃক উক্ত হইল—মেধাবী মুনি অনুমাতও মায়ামৃত
করিবেন না।

২৩২। সিক্খিউণ ভিক্ষেসগসোহিং সংজয়াগ বুদ্ধাগ সগাসে।

তথ ভিক্খু সুপ্রণিহিংদিএ তিববলজ্জ গুণবৎ বিহরেজাসি ॥ ৫০ ॥

॥ তি বেমি ॥

সংযত এবং বুদ্ধ শ্রমণের নিকট ভিক্ষেবগার বিশুদ্ধি শিখিয়া তাহাতে সুপ্রণিহিত
ইন্দ্রিয় সম্পর্ক ভিক্ষু উৎকৃষ্ট সংযম এবং গুণবৃক্ষ হইয়া বিহার করিবেন।

ষষ্ঠ অধ্যয়ন

মহাচার কথা

২৩৩। নাগদংসনসংপন্নং সংজমে য় তবে রয়ং।

গণিমাগমসংপন্নং উজ্জাগম্বি সমোসচং ॥ ১ ॥

জ্ঞান-দর্শনসম্পন্ন, সংযম তথা তপস্যার রূপ, আগম-সম্পদে সমৃদ্ধ গণ (মুনিশ্রেষ্ঠ)
উদ্যানে সমবস্তু (উপস্থিত) হইলে—

২৩৪। রায়াগো রায়মচ্ছা য় মাহণা অদুব খত্তিয়া।

পুচ্ছতি নিছআঘাণো কহং ভে আয়ারগোয়রো? ॥ ২ ॥

রাজা এবং তাঁহার অমাতু, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে—
‘আপনার আচারের বিষয় কীরূপ?’

২৩৫। তেসি সো বিহুো দংতো সবভূয়সুহাবহো।

সিক্খাএ সুসমাউতো আইক্খই বিয়ক্খণো ॥ ৩ ॥

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে সেই হিতাত্মা, দাস্ত (ইন্দ্রিয়সংযোগী), সর্বজীবে সুখ
উৎপন্নকারী, শিক্ষায় সমাযুক্ত বিচক্ষণ গণ তাঁহাদের বলেন—

২৩৬। হংদি ধম্মথকামাণং নিশ্চাগং সুণেহ মে।

আয়ারগোয়ৰং ভীমং সয়লং দুরহিত্তিরং ॥ ৪৪ ॥

মুমুক্ষু নির্গুহের ভীম, দুর্ধর এবং পূর্ণ আচারের বিষয় আমার নিকট হইতে শোন।

২৩৭। পন্থ এরিসং পুনং জং লোএ পরমদুচ্চরং।

বিউলটাঠাগভাইম্স ন ভূয়ং ন ভবিস্সঙ্গ ॥ ৫ ॥

লোকে এই প্রকার অত্যন্ত দুষ্কর আচার নির্গুহ দর্শনের অতিরিক্ত অন্য কোথাও
বলা হয় নি। মোক্ষ হানের আরাধনাকারীর জন্য এইরূপ আচার অতীতে কখনও
হয়নি এবং ভবিষ্যতে কখনও হইবে না।

মহাচার কথা

২৩৮। সুখড়গবিয়ত্তানং বাহিয়াগং চ জে গুণ।

অথবাদফুডিয়া কায়বু তৎ সুণেহ জহা তহা ॥ ৬ ॥

বালক, বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত কিংবা নীরোগ প্রভৃতি সকল মুমুক্ষুকে যে গুণের আরাধনা
অথগু এবং অশ্বুটিরূপে করা উচিত তাহা যথার্থরূপে শুন—

২৩৯। দস অট্টং য় ঠাগাইং জাইং বালো, বরঞ্জাঈ।

তথ অন্নয়রে ঠাণে নিশ্চাগত্তাতো ভস্মসং ॥ ৭ ॥

আচার অষ্টাদশ-স্থানিক। যে অজ্ঞ তাহার মধ্যে একটি স্থানও (প্রকার) উপেক্ষা
করে সে নির্গুহিত হইতে প্রষ্ট হয়।

[বয়ছক্রং কায়ছক্রং অকপ্লো গিহিভায়ণং।

পলিয়ৎক নিসেজ্জা য় সিগাণং সোহবজ্জণং।]

অষ্টাদশ আচারের স্থান (প্রকার)—হয় ব্রত এবং ছয় কায় তথা অক্ষম, গৃহস্থ-
পাত্র, পর্যশ্ক, নিষদ্যা, স্নান এবং শোভা প্রভৃতির বর্জন।

২৪০। তথিমং পুচ্ছং ঠাণং মহাবীরেণ দেসিয়ৎ।

আহিংসা নিউণং দিঁঠা সক্বভৃঞ্সু সংজমো ॥ ৮ ॥

উক্ত অষ্টাদশ স্থানের মধ্যে মহাবীর ‘আহিংসা’ প্রথম স্থান বলিয়াছেন। তিনি ইহা
মূল্যরূপে দর্শন করিয়াছেন। সকল জীবের প্রতি সংযম রাখা হইল আহিংসা।

২৪১। জাবংতি লোএ পাণ তসা অদুব থাবরা।

তে জাগমজাণং বা ন হণে গো বি যায়এ ॥ ৯ ॥

লোকে যত এস এবং স্থাবর প্রাণী রহিয়াছে, নির্গুহ তাহাদের জ্ঞানতঃ অথবা
অজ্ঞানতঃ হনন করিবেন না এবং করিবেন না।

২৪২। সবে জীবা বি ইচ্ছংতি জীববিউৎ ন মরিজ্জউৎ।

তস্মা পাণবহং ঘোরং নিশ্চাগ বজ্জয়ংতি গং ॥ ১০ ॥

সব জীব জীবিত থাকিতে চাহে, মরিতে নহে। সেই জন্য প্রাণবধ ভয়ানক জানিয়া
নির্গুহ তাহা বর্জন করিবেন।

২৪৩। অপগঁঠা পরঁঠা বা কোহা বা জই বা ভয়া।

হিংসগং ন মুসং বৃয়া নো বি অৱং বয়াবএ ॥ ১১ ॥

নির্গুহ নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ক্রেতী কিংবা ভীত হইয়া পীড়াদায়ক
সত্য কিংবা অসত্য বলিবেন না এবং অন্যকে বলাইবেন না।

২৪৪। মুসাবাও য় লোগম্বি সব সাহুহিং গরহিও।

অবিস্মাসো য় ভূয়াগং তস্মা মোসং বিবজ্জএ ॥ ১২ ॥

এই লোকে মৃয়াবাদ সকল সাধুর পক্ষে গর্হিত এবং সকল প্রাণীর ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য।
সুতরাং নির্গুহ অসত্য বলিবেন না।

২৪৫। চিত্তমণ্ডমচিত্তং বা অপ্লং বা জই বা বহং।

দণ্ডসোহণমেভং পি ওগ্রহসি অজাইয়া ॥ ১৩ ॥

(সংযমী মুনি) সঙ্গীব অথবা নির্জীব, অল্প কিংবা বহু দন্তশোধন মাত্র বস্ত্রও
(অধিকারীর) আজ্ঞা বিনা—

২৪৬। তৎ অপ্লগা ন গেণ্হৎতি নো বি গেণ্হাবএ পরং।

অরং বা গেণ্হমাণং পি নাগুজাগৎতি সংজয়া ॥ ১৪ ॥

৪। স্বরং গ্রহণ করেন না, অন্যকে গ্রহণ করান না এবং গ্রহণকারীকে অনুমোদন করেন
না।

২৪৭। অবংভচরিযং ঘোরং পমাযং দুরহিট্টিযং।

নায়রংতি মূনী লোএ ভোয়ায়ণবজ্জিগো ॥ ১৫ ॥

অবস্থাচর্য এই লোকে ঘোর প্রমাদজনক, দুর্বল ব্যক্তিদের দ্বারা তাহা সেবন করা
হইয়া থাকে। (চরিত্র) তঙ্গ স্থান হইতে নিষ্কৃতি পাইতে মুনি তাহার সেবন করিবেন না।

২৪৮। মূলমেয়মহশ্মস মহাদেস সমুস্যযং।

তহু মেছংসংসঞ্জং নিঙ্গংথা বজ্জয়তি গং ॥ ১৬ ॥

এই অবস্থাচর্য হইল অধর্মের মূল এবং মহাদোষযুক্ত। সেইজন্য নির্গুহ মৈথুন
সংসর্গ বর্জন করিবেন।

২৪৯। বিড়মুব্ভেইমং লোগ তেলং সঞ্জং চ ফাগিযং।

ন তে সন্নিহিমিছস্তি নায়পুত্রবওরয়া ॥ ১৭ ॥

যিনি জ্ঞাতপুত্রের (মহাবীর) বচনে রাত থাকেন সেই মুনি বিড়লবন, সামুদ্রলবন,
তেল, ঘৃত তথা গুড় সংগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিবেন না।

২৫০। লোভস্মেসো অগুফাসো মন্ত্রে অন্যরামবি।

জে সিয়া সন্নিহীকামে গিহী পৰবইএ ন সে ॥ ১৮ ॥

আমি মনে করি যাহা কিছু সংগ্রহ করা হয় তাহা লোভের প্রভাবেই হয়। যে
(শ্রমণ) সন্নিধি (সংগ্রহ) কামী সে গৃহস্থ, প্রবর্জিত নহে।

২৫১। জং পি বখং বা পাযং বা কংবলং পায়পুংছগং।

তৎ পি সংজমলজ্জট্টা ধারংতি পরিহরতি যং ॥ ১৯ ॥

যে সমস্ত বস্ত্র, পাত্র, কস্তুর কিংবা রাজোহরণ থাকে তাহা মুনির সংযম এবং
লজ্জা রক্ষার্থেই থাকে। মুনি তাহার উপযোগ করেন।

২৫২। ন সো পরিগ্রহে বুত্তে নায়পুত্রেণ তাইণ।

মুচ্ছা পরিগ্রহে বুত্তে ইই বুত্ত মহেসিণা ॥ ২০ ॥

সকল জীবের ত্রাতা জ্ঞাতপুত্র (মহাবীর) কর্তৃক বন্ধ প্রভৃতিকে পরিগ্রহ বলা হয় নাই।

মুর্ত্তা (আকর্ষণ) হইলে পরিগ্রহ—এই প্রকার কথন মহর্যি (গণধর) কর্তৃক উক্ত হয়।

২৫৩। সববন্ধুবহিণবুদ্ধা সংবর্ক্খণপরিগ্রহে।

আবি অপ্লগো বি দেহস্মি নায়রংতি মমাইয়াৎ ॥ ২১ ॥

সর্বকাল তথা সর্বক্ষেত্রে সংযম সংরক্ষণের নিমিত্ত বুদ্ধ (তীর্থঙ্কর) উপধি (একবন্ধ)
গ্রহণ করেন। তাঁহারা নিজের দেহের প্রতিই মমত্ব রাহিত (উপধি অর্থাৎ বন্ধ, রাজোহরণ,
মুখবন্ধিকা প্রভৃতির প্রতি মমত্বের অবকাশ কোথায়?)

২৫৪। অহো নিচৎ তবো কম্বং সববন্ধুবহিং বগ্নিযং।

জা য লজ্জসমাবিন্দী এগভন্তং চ ভোগ্যৎ ॥ ২২ ॥

অহো! সকল তীর্থঙ্কর শ্রমণের সংযমনিমিত্ত অনুকূল বৃত্তি এবং দেহধারণের জন্য
একবার ভোজন (রাগদেয়ে রাহিত হইয়া)—এই নিত্য তপঃ কর্মের উপদেশ দিয়াছেন।

২৫৫। সংতিমে সুহৃদা পাগা তসা আদুব থাবরা।

জাইং রাতো অপাসংতো কহমেসণিযং চরে ॥ ২৩ ॥

যে সমস্ত সুস্কৃত প্রস কিংবা স্থাবর প্রাণী রাত্রিতে দৃষ্ট হয় না, তাহাদের নির্গুহ
কিভাবে এষণা (সঙ্গীব এবং নির্জীবের পার্থক্য নির্ধারণ) করিবেন।

২৫৬। উদউল্লং বীয়সংসত্তং পাণিনিবড়িয়া মহিং।

দিয়া তাইং বিবজ্জেজ্জা রাও তথ কহং চরে? ॥ ২৪ ॥

উদকার্দ্র তথা বীজযুক্ত ভোজন এবং জীবযুক্ত স্থান দিবালোকে উপেক্ষা করা সন্তু
(কিন্তু রাত্রিতে সন্তু নহে), এমতাবস্থায় নির্গুহ কিভাবে রাত্রিকালে ভিক্ষাচর্য
করিবেন?

২৫৭। এযং চ দোসং দট্টংসং নায়পুত্রেণ ভাসিযং।

সববাহারং ন ভুংজংতি নিঙ্গংথা রাইভোয়ণং ॥ ২৫ ॥

জ্ঞাতপুত্র মহাবীর এই হিংসাত্মক দোষ দেখিয়া বলেন—‘যে নির্গুহ হয় সে
রাত্রিকালে ভোজন করে না, চার প্রকার আহারের কোন একটিও ভোজন করে না।

২৫৮। পুটবিকাযং ন হিংসতি মণসা বয়সা কায়সা।

তিবিহেণ করণজোগ্য সংজয়া সুসমাহিয়া ॥ ২৬ ॥

সুসমাহিত সংযমী মন, বচন এবং কায়া—এই ত্রিবিধি করণ এবং কৃত, কারিত
এবং অনুমতি—এই ত্রিবিধি যোগ দ্বারা পৃথিবীকায়ের প্রতি হিংসা করেন না।

২৫৯। পুঁজিকায়ং বিহিংসংতো হিংস্ট উ তয়ম্পিসএ।

তসে য বিবিহে পাগে চক্খুসে য অচক্খুসে ॥ ২৭ ॥

পৃথিবীকায়ের প্রতি হিংসা করিলে তাহাতে আশ্রিত অনেক প্রকার দৃশ্য এবং অদৃশ্য ত্রস ও হ্রাসের প্রাণীর প্রতি হিংসা করা হয়।

২৬০। তঙ্গ অয়ং বিয়াণিতা দোসং দুঃই বড়গং।

পুঁজিকায়সমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ২৮ ॥

সেইজন্য ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত পৃথিবীকায়ের প্রতি সমারস্ত (হিংসা) করিবেন না।

২৬১। আউকায়ং ন হিংসংতি মণসা বয়সা কায়সা।

তিবিহেণ করণজোএণ সংজয়া সুসমাহিয়া ॥ ২৯ ॥

সুসমাহিত সংযমী মন, বচন এবং কায়া—এই ত্রিবিধ করণ এবং কৃত, কারিত এবং অনুমতি—এই ত্রিবিধ যোগ দ্বারা অপ্কায়ের প্রতি হিংসা করেন না।

২৬২। আউকায়ং বিহিংসংতো হিংস্ট উ তয়ম্পিসএ।

তসে য বিবিহে পাগে চক্খুসে য অচক্খুসে ॥ ৩০ ॥

অপ্কায়ের প্রতি হিংসা করিলে তাহাতে আশ্রিত অনেক প্রকার দৃশ্য এবং অদৃশ্য ত্রস ও হ্রাসের প্রাণীর প্রতি হিংসা করা হয়।

২৬৩। তঙ্গ এযং বিয়াণিতা দোসং দুঃই বড়গং।

আউকায়সমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ৩১ ॥

সেইজন্য ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত অপ্কায়ের প্রতি সমারস্ত করিবেন না।

২৬৪। জায়তেয়ং ন ইচ্ছুতি পাবগং জলইন্দ্রে।

তিক্খমন্ত্রয়ং সথং সবও বি দুরাসয়ং ॥ ৩২ ॥

মুনি জাততেজ অগ্নিকে প্রজ্ঞালিত করিতে ইচ্ছা করেন না। কেননা তাহা অন্য শক্ত অপেক্ষা তৈক্ষ্ণ এবং সব দিক হইতে দুরাশ্রয় অর্থাৎ কোন দিক হইতে তাহাকে ধারণ করা যায় না।

২৬৫। পাঞ্চণং পড়িণং বা বি উড়চং অণুদিসামবি।

আহে দাহিণও বা বি দহে উত্তরও বি য ॥ ৩৩ ॥

তাহা পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর উত্তর, অধংদিশা এবং অনুদিশা (দুই দিকের মধ্যবর্তী) প্রভৃতি সকল দিকেই দহন করে।

২৬৬। ভুবাণমেসমাঘাও হববাহো ন সংসও।

তং পট্টবপয়াবচ্ট্যা সংজয়া কিংচি নারভে ॥ ৩৪ ॥

নিঃসন্দেহে এই বহবাহ (অগ্নি) জীবের প্রতি আঘাতব্রহ্মপ। সুতরাং সংযমী আলোক কিংবা তাপ নিমিত্ত ইহার কিঞ্চিত্মাত্র আরম্ভ (ক্রিয়া) করিবেন না।

২৬৭। তঙ্গ এযং বিয়াণিতা দোসং দুঃইবড়গং।

তেউকায়সমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ৩৫ ॥

(অগ্নি জীবের আঘাতব্রহ্মপ।) সেই জন্য ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত তেজক্ষণের (অগ্নি) সমারস্ত বর্জন করিবেন।

২৬৮। অনিলস্ম সমারংভং বুদ্ধা মন্তি তারিসং।

স্বাবজ্জবহুলং চেয়ং নেয়ং তাঙ্গহিং সেবিয়ং ॥ ৩৬ ॥

ত্রীর্থক্র বায়ুর সমারস্ত অগ্নি সমারস্ত-তুলাই মনে করেন। ইহা বহু পাগ যুক্ত। ইহা (য়েট জীবের) ত্রাতা মুনি দ্বারা সেবন যোগ্য নহে।

২৬৯। তালিয়ংটেন পত্রেন সাহাবিহ্যণেণ বা।

ন তে বীহুমিছস্তি বীয়াবেড়েণ বা পরং ॥ ৩৭ ॥

(সেইজন্য) বীজন, পত্র, শাখা এবং পাখা প্রভৃতি দ্বারা বাতাস করিতে কিংবা অন্যের দ্বারা করাইতে চাহেন না।

২৭০। জংপি বথং বা পায়ং বা কংবলং পায়পুংগং।

ন তে বায়মুদ্রেণ্তি জয়ং পরিহৃতি য ॥ ৩৮ ॥

যে সমস্ত বন্ধ, পাত্র, কবল কিংবা রজোহরণ থাকে তাহাদের দ্বারা বায়ুকে প্রেরণ করেন না, যত্ন পূর্বক তাহাদের পরিভোগ করেন।

২৭১। তঙ্গ এযং বিয়াণিতা দোসং দুঃইবড়গং।

বাউকায়সমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ৩৯ ॥

(বায়ু সমারস্ত পাপযুক্ত।) সেই জন্য ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত বায়ু কায়ের সমারস্ত বর্জন করিবেন।

২৭২। বগ্নসইং ন হিংসংতি মণসা বয়সা কায়সা।

তিবিহেণ করণজোএণ সংজয়া সুসমাহিয়া ॥ ৪০ ॥

সুসমাহিত সংযমী মন, বচন, কায়া—এই ত্রিবিধকরণ তথা কৃত, কারিত এবং অনুমতি—এই ত্রিবিধ যোগ দ্বারা বনস্পতির প্রতি হিংসা করিবেন না।

২৭৩। বগ্নসইং বিহিংসংতো হিংস্ট উ তয়ম্পিসএ।

তসে য বিবিহে পাগে চক্খুসে য অচক্খুসে ॥ ৪১ ॥

বনস্পতির প্রতি হিংসা করিলে তাহাতে আশ্রিত অনেক প্রকার দৃশ্য এবং অদৃশ্য ত্রস ও স্থাবর প্রাণীর প্রতি হিংসা করা হয়।

২৭৪। তঙ্গ এয়ৎ বিয়াগিতা দেসং দুর্লভব্রতং।

বণস্পইসমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ৪২ ॥

সেই জন্য ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত বনস্পতির সমারন্ত বর্জন করিবেন।

২৭৫। তসকায়ৎ ন হিংসংতি মণসা বয়সা কায়সা।

তিবিহেণ করণজোগেণ সংজয়া সুসমাহিয়া ॥ ৪৩ ॥

সুসমাহিত সংযমী মন, বচন, কায়া—এই ত্রিবিধি করণ তথা কৃত, কারিত এবং অনুমতি—এই ত্রিবিধি যোগ দ্বারা ত্রসকায়ের (চলনশীল জীব) প্রতি হিংসা করিবেন না।

২৭৬। তসকায়ৎ বিহিংসংতো হিংসন্ত উ তয়স্পিসএ।

তসে য বিবিহে পাণে চক্ষুসে য অচক্ষুসে ॥ ৪৪ ॥

ত্রসকায়ের প্রতি হিংসা করিলে তাহাতে আশ্রিত অনেক প্রকার দৃশ্য এবং অদৃশ্য ত্রস ও স্থাবর প্রাণীর প্রতি হিংসা করা হয়।

২৭৭। তঙ্গ এয়ৎ বিয়াগিতা দেসং দুর্লভব্রতং।

তসকায়সমারংভং জাবজীবাএ বজ্জএ ॥ ৪৫ ॥

সেই জন্যই ইহাকে দুগতিবর্ধক দোষ জ্ঞাত হইয়া মুনি জীবন পর্যন্ত ত্রসকায়ের সমারন্ত বর্জন করিবেন।

২৭৮। জাইং চতুরারিইভোজাইং ইসিণা হারমাঙ্গি।

তাইং তু বিবজ্জন্তো সংজমং অনুপানএ ॥ ৪৬ ॥

ঝুঁঘির জন্য আহারাদি চার (বিষয়-নিম্ন শোকোক্ত) হইল অকঞ্জনীয় (অযোগ্য)। তাহা বর্জন করিয়া মুনি সংযম পালন করিবেন।

২৭৯। পিংডং সেজং চ বখং চ চউখং পায়মেব য।

অকঞ্জিযং ন ইচ্ছেজ্জা পড়িগাহেজ্জ কঞ্জিযং ॥ ৪৭ ॥

মুনি অকঞ্জনীয় পিণ্ড (আহার), শয্যা (বসতি), বন্ধু এবং পাত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবেন না; কঞ্জনীয় হইলে গ্রহণ করিবেন।

২৮০। জে নিয়াগং মমায়তি কীয়মুদ্দেসিয়াহডং।

হৰং তে সমগুজাগংতি ইহ বুদ্ধ মহেসিণা ॥ ৪৮ ॥

যিনি নিত্যাগ্র (সমাদরপূর্বক নিমত্তি করিয়া পদন্ত), ক্রীত (নির্গংহের নিমত্ত গ্রীত), ঔদ্দেশিক (নির্গংহের নিমত্ত প্রস্তুত) এবং আহত (নির্গংহের নিমত্ত দূর হইতে সম্মুখে আনীত) আহার গ্রহণ করেন তিনি প্রাণী বধ অনুমোদন করেন। মহার্থি মহাবীর ইহা বলেন।

২৮১। তঙ্গ অসণ পাণাইং কীয়মুদ্দেসিয়াহডং।

বজ্জয়তি ঠিয়পাণো নিঙ্গংথা ধৰ্মজীবিণো ॥ ৪৯ ॥

সেই জন্যই ধৰ্মজীবী, স্থিতাত্ত্ব নির্গংহ ক্রীত, ঔদ্দেশিক এবং আহত অশন, পানীয় প্রভৃতি বর্জন করিবেন।

২৮২। কংসেসু কংসপাণ্ডেসু কুংডমোংসু বা পুণো।

ভুংজংতো অসণপাণাইং আয়ারা পরিভ্রসই ॥ ৫০ ॥

যিনি গৃহস্থের কাংস্য পেয়ালা, কাংস্য পাত্র এবং কুণ্ডমোদ (কাংস্য নির্মিত) প্রভৃতিতে অশন, পানীয় আহার করেন সেই শৰম আচার অষ্ট হন।

২৮৩। সীওদগসমারংভে মন্ত্রধোয়ণছড়দণে।

জটিং ছন্নতি ভুয়াইং দিট্টো তথ অসংজমো ॥ ৫১ ॥

সচিত্তজল দ্বারা পাত্র ধোত করিলে কিংবা ধোত পাত্র হইতে জল নিষ্কেপ করিলে তাহাতে প্রাণীর প্রতি হিংসা হয়। তীর্থক্ররগণ এই স্থলে অসংযম দেখিয়াছেন।

২৮৪। পচ্ছাকম্বং পুরেকম্বং সিয়া তথ ন কঞ্জে।

এয়মাটং ন ভুংজংতি নিঙ্গংথা গিহিভায়গে ॥ ৫২ ॥

গৃহস্থের পাত্রে ভোজন করিলে ‘পশ্চাত্কর্ম’ এবং ‘পুরঃকর্ম’ এর সন্তাবনা থাকে। তাহা নির্গংহের যোগ্য নহে। সেইহেতু গৃহস্থের পাত্রে ভোজন করিবেন না।

২৮৫। আসংদীপলিয়ংকেসু মংচমাসালংসু বা।

অণায়ারিয়মজ্জাগং আসইতু সইতু বা ॥ ৫৩ ॥

আর্মের (মুনির) পক্ষে আসন্দী, পালংক, মংঢ় এবং আসালক (যে আসনের পিছনের অংশে হেলান দিবার ব্যবস্থা থাকে) প্রভৃতিতে বসা কিংবা শোওয়া অনুচিত।

২৮৬। নাসংদীপলিয়ংকেসু ন নিসেজা ন পীত্রে।

নিঙ্গংথাপড়িলেহাএ বুদ্বুত্তমহিটগা ॥ ৫৪ ॥

তীর্থক্র কর্তৃক প্রতিপাদিত বিধির আচরণকারী নির্গংহ আসন্দী, পালংক, আসন এবং পীঠ (বিশেষ অবস্থায় উপযোগ করিতে হইলে) প্রতিলেখন না করিয়া বসিবেন না এবং শুইবেন না।

২৮৭। গংভীর বিজয়া এএ পাণা দুঃখিলেহণ।

আসংদীপলিয় কো য় এয়মটঠং বিবজিয়া ॥ ৫৫ ॥

আসন্দী প্রভৃতি গভীর ছিদ্রযুক্ত, ইহাতে প্রাণীদের প্রতিলেখন করা দুষ্কর। সেইহেতু
আসন্দী, পালংক প্রভৃতিতে বসা এবং শোওয়া বর্জিত।

২৮৮। গোয়রঘপবিটঠস্স নিসেজা জম্স কঞ্চ।

ইমেরিসমগ্নারং আবজ্জই অবোহিয় ॥ ৫৬ ॥

ভিক্ষা নিমিত্ত প্রবিষ্ট মুনি গৃহস্থের ঘরে বসিলে (নিম্ন শ্লোকোক্ত) অবোধিকারক
অনাচার প্রাপ্ত হন।

২৮৯। বিবৰ্ণী বংভচেরস্স পাণাগং অবহে বহো।

বণীমগপতিগ্যাও পডিকোহো অগারিণং ॥ ৫৭ ॥

গৃহস্থের ঘরে বসিলে ব্রহ্মচর্য আচারের বিনাশ, প্রাণীদের অবধকালে বধ,
ভিক্ষাচারদের প্রতি বাধা এবং গৃহস্থের ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

২৯০। অগুতি বংভচেরস্স ইথীঝো যাবি সংকণং।

কুশীলবড়গং ঠাণং দুরও পরিবজ্জএ ॥ ৫৮ ॥

ব্রহ্মচর্য অসুরক্ষিত হয়, শ্রীলোকেরাও সন্দেহভাজন হয়, কুশীলবর্ধক (গৃহস্থের)
স্থান দূর হইতেই বর্জন করা উচিত।

২৯১। তিগ্রহমন্দ্রয়াগম্স নিসেজা জম্স কঞ্চ।

জরাএ অভিভূয়স্স বাহিয়স্স তবস্মিণো ॥ ৫৯ ॥

জরাগ্রস্ত, রোগী এবং তপস্বী-এই তিনি জনের যে কোন সাধু গৃহস্থের ঘরে বসিতে
পারেন।

২৯২। বাহিও বা অরোগী বা সিণাগং জো উ পথ্বে।

বোকংতো হোই আয়ারো জডো হবই সংজমো ॥ ৬০ ॥

রোগী অথবা নীরোগ সাধু মানের ইচ্ছা করিলে তাহাতে আচার উল্লঙ্ঘন হয়
এবং তাঁহার সংযম পরিত্যক্ত হয়।

২৯৩। সংতিমে সুহুমা পাণা ঘসাসু ভিলুগাসু য়।

জে উ ভিক্খু সিণায়ংতো বিয়দেগুপ্তিলাবণ ॥ ৬১ ॥

নরম মাটিতে এবং জমির ফাটলে অনেক সূক্ষ্ম প্রাণী থাকে। ভিক্ষু প্রাসুক অর্থাৎ
অচিন্ত জলে মান করিলেও তাহার দ্বারা ঐ সমস্ত প্রাণীদের প্লাবিত করা হয়।

২৯৪। তস্তা তে ন সিণায়তি সীঁণ উসিণেণ বা।

জাবজ্জীবং বয়ং ঘোরং অসিণমহিট্ঠগা ॥ ৬২ ॥

সেই হেতু মুনি শীতল অথবা উফজলে ম্লান করেন না। তাঁহারা জীবন পর্যন্ত
ঘোর অন্নান-ব্রত পালন করেন।

২৯৫। সিণাগং অদুবা ককং লোকং পটুমগাণি য়।

গায়স্মুকরট্টঠাএ নায়রংতি কয়াই বি ॥ ৬৩ ॥

মুনি শরীরে উদ্বর্তন (মালিশ) করিবার জন্য গঞ্জূর্ণ, কক্ষ (ম্লান দ্রব্য) লোপ্তা,
পদ্মকেশের প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন না।

২৯৬। নগিণস্স বা বি মুংডস্স দীহরোমনহংসিণো।

মেছণা উবসংতস্স কিং বিভূসাএ কারিয় ॥ ৬৪ ॥

নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক, দীর্ঘরোম এবং নখযুক্ত তথা মেথুন হইতে নিবৃত্ত মুনির বিভূষায়
কী প্রয়োজন?

২৯৭। বিভূসাবত্ত্বিযং ভিক্খু কম্বং বংধন চিক্কণং।

সংসারসায়রে ঘোরে জেগং পড়ই দুরুত্বে ॥ ৬৫ ॥

বিভূষার দ্বারা ভিক্ষু অতিশয় কর্মের বন্ধন করে। তাহাতে সে ঘোর দুস্তর সংসার
সাগরে পতিত হয়।

২৯৮। বিভূসাবত্ত্বিযং চেযং বুদ্ধা মন্ত্রতি তারিসং।

সাবজ্জবহুলং চেযং নেযং তাদিহিং সেবিযং ॥ ৬৬ ॥

তীর্থঙ্কর বিভূষায় প্রবৃত্ত মনকে বিভূষার তুল্য অতিশয় কর্মের বন্ধনের হেতু বলিয়া
মানেন। ইহা বহুপাপযুক্ত। ইহা (ষট্জীবকায়ের) ত্রাতা মুনিগণের দ্বারা সেবন যোগ্য
নহে।

২৯৯। খবেতি অঞ্চাগমমোহদংসিণো তবে রয়া সংজম অজ্জবে গুণে।

ঘুণতি পাবাইং পুরকেডাইং নবাই পাবাইং নতে করেণ্তি ॥ ৬৭ ॥

অমোহদশী, তপ, সংযম এবং ঋজুতারূপ গুণে রত মুনি শরীরকে কৃশ করেন।
তাঁহারা পূর্বৰূপ পাপ নাশ করেন এবং নৃতনভাবে পাপ করেন না।

৩০০। সওবসংতা অম্মা অকিংচমা সবিজ্জবিজ্জাগ্নগ্যা জসংসিণো।

উটপ্পসন্নে বিমলে ব চংদিমা সিদ্ধিং বিমাণাই উবেংতি তাইগো ॥ ৬৮ ॥

- তি বেমি ॥

সদা উপশাস্ত, মমতা-রহিত, অকিঞ্চন, আত্মবিদ্যাযুক্ত যশস্বী এবং ত্রাতা মুনি শরী
ঋতুর চন্দ্রমার ন্যায় মল-রহিত হইয়া সিদ্ধি কিংবা সৌধর্মাবতংসক প্রভৃতি বিমান
(স্থান) প্রাপ্ত করেন।

—ইহা আমি কহিতেছি।

সপ্তম অধ্যয়ন
বাক্যশুল্দি

৩০১। চট্টগ্রহং খলু ভাসাগং পরিসংখায় পম্ববং।

দেগ্রহং তু বিগং সিক্খে দো ন ভাসেজ সবসো ॥ ১ ॥

প্রজ্ঞাবান্ মুনি চারিপ্রকার ভাষা জ্ঞাত হইয়া দুইটি দ্বারা বিনয় (শুন্দ প্রয়োগ) শিখিবেন এবং অন্য দুই প্রকার ভাষা সর্বথা বর্জন করিবেন।

৩০২। জা য সচ্চা অবক্তুরা সচ্চামোসা য জা মুসা।

জা য বুদ্ধেইং অগইর্বা ন তৎ ভাসেজ পম্ববং ॥ ২ ॥

যাহা অবক্তুব্য সত্য, সত্যমৃষ্ণা (মিশ্র), মৃষ্ণ এবং অসত্যমৃষ্ণা ভাষা বুদ্ধ অর্থাৎ তীর্থক্ষর দ্বারা অনাচীর্ণ তাহা প্রজ্ঞাবান্ মুনি বিবিলেন না।

৩০৩। অসচমোসং সচ্চং চ অণবজ্জমকক্ষসং।

সমুপ্লেহসমংবিদিঙ্কং গিরং ভাসেজ পম্ববং ॥ ৩ ॥

প্রজ্ঞাবান্ মুনি অসত্যমৃষ্ণা (ব্যবহারিক ভাষা) এবং সত্য ভাষা—যাহা অনবদ্য, মৃদু এবং সন্দেহরহিত তাহা বিচার করিয়া বলিবেন।

৩০৪। এযং চ অট্ঠমন্ত্রং বা জং তু নামেই সাসয়ং।

স ভাসং সচমোসং পি তংপি ধীরো বিবজ্জে ॥ ৪ ॥

সেই ধীর পুরুষ নিজের আশয়ে সন্দেহ উৎপন্নকরী সত্যমৃষ্ণা অর্থাৎ ‘এই অর্থ অথবা অন্যথা’, এইরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হইলে বলিবেন না।

৩০৫। বিতহং পি তহামুত্তিৎ জং গিরং ভাসএ নরো।

তহা সো পুট্টো পাবেং কিং পুণ জো মুসং বএ ॥ ৫ ॥

যে পুরুষ আপাত সত্যরূপী অসত্য বস্ত্রের আশ্রয় লইয়া বলে (যেমন—পুরুষবেশধারী স্ত্রীকে পুরুষ বলে) ইহাতেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করে। সুতরাং সাক্ষাৎ মৃষ্ণা বলিলে কীরূপ হইবে?

৩০৬। তহা গচ্ছামো বক্ত্বামো অমুগং বা শে ভবিষ্যস্তি।

অহং বা গং করিস্মামি এসো বা গং করিস্মদ্বি ॥ ৬ ॥

সেই হেতু আমরা ‘যাইব’, ‘বলিব’, আমাদের অমুক কার্য হইবে, আমি এইরূপ করিব অথবা সে ইহা করিবে—

৩০৭। এবমাট উ জা ভাসা এস কালশ্মি সংকিয়া।

সংপ্রয়াদ্যৈর্যমট্টে বা তৎ পি ধীরো বিবজ্জে ॥ ৭ ॥

এই প্রকার ভাষা যাহা ভবিষ্যৎ সাফল্যের ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত কিংবা বর্তমান এবং অতীতকাল বিষয়ে সন্দেহযুক্ত তাহা ধীর পুরুষ বলিবেন না।

৩০৮। অঙ্গযশি য কালশ্মি পচুপন্নমাগণ্ডি।

জমট্টং তু ন জাগেজ্জা এবমেয়ং তি নো বএ ॥ ৮ ॥

অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকাল এর কোন বিষয় সম্যক্রমপে জ্ঞাত না হইয়া ইহা এই প্রকারই’—এইরূপ বলিবেন না।

৩০৯। অঙ্গযশি য কালশ্মি পচুপন্নমাগণ্ডি।

জখ সংকা ভবে তং তু এবমেয়ং তি নো বএ ॥ ৯ ॥

অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকাল-এর কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে ইহা এই প্রকারই’—এইরূপ বলিবেন না।

৩১০। অঙ্গযশি য কালশ্মি পচুপন্নমাগণ্ডি।

নিস্মৎক্রিযং ভবে জং তু এবমেয়ং তি নিদেসে ॥ ১০ ॥

অতীত, বর্তমান এবং অনাগতকাল-এর কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে ইহাই এই প্রকারই’—এইরূপ বলিবেন।

৩১১। তহেব ফরসা ভাসা গুরুভুগতঘাটী।

সচ্চা বি সা ন বত্তুরা জও পাবস্ম আগমো ॥ ১১ ॥

সেইরূপ পরুষ এবং মহা ভুতোপঘাতকারী (সকল প্রকার জীবের প্রতি আঘাতকারী) সত্য বচনও বলিবেন না। কারণ ইহাতে পাপকর্মের বন্ধন হয়।

৩১২। তহেব কাণং কাণেতি পংডগং পংডগে তি বা।

বাহিযং বা বি রোগি তি তেণং চোরে তি নো বএ ॥ ১২ ॥

সেইরূপ কানাকে কানা, নপুংসককে নপুংসক, রোগীকে রোগী এবং চোরকে চোর বলিবেন না।

৩১৩। এগণেণ বঁটেন পরো জেগুবহস্মজি।

আয়ারভাবদোসমূ ন তৎ ভাসেজ পম্ববং ॥ ১৩ ॥

আচার (বচন-নিয়ম) বিষয়ক ভাবদোষ (চিন্তের দ্বে অথবা প্রমাদ) জ্ঞাত প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ পূর্ব শ্লোকোক্ত অথবা উক্ত প্রকার অন্য ভাষা যাহা অন্যকে আঘাত করে তাহা বলিবেন না।

৩১৪। তহেব হোলে গোলে তি সাগে বা বসুলে তি য়।

দমএ দুহএ বা বি নেবং ভাসেজ পম্ববং ॥ ১৪ ॥

এই প্রকার প্রজ্ঞাবান্ মুনি ‘রে হোল’! ‘রে গোল’, ‘এই বুকুর’! ‘এই ব্যল’!, ‘এই দুর্মক’!, ‘এই দুর্ভগ’!—এইরূপ বলিবেন না।

- ৩১৫। অজ্জএ পজ্জএ বা বি অম্মো মাউন্সয় ত্বি য়।
 পিটুন্সএ ভাইগেজ ত্বি ধুএ নভুণি ত্বি য় ॥ ১৫ ॥
- হে আর্যকে (পিতামহী, মাতামহী)!, হে প্রার্যকে (প্রপিতামহী, প্রমাতামহী,), হে মাতা!, হে মাসী!, হে পিসি! হে ভাগিনেয়ি!, হে দুহিতা! হে গোত্রী—
- ৩১৬। হলে হলে ত্বি অন্নেতি ভট্টে সামিনি গোমিনি।
 হোলে গোলে বসুলে ত্বি ইথিয়ং নেবমালেব ॥ ১৬ ॥
- হে হলে!, হে হলা!, হে অন্নে!, হে ভট্টে!, হে স্বামিনি!, হে গোমিনি, হে হোলে!
 হে গোলে!, হে ব্যষ্টলে!-এই প্রকার স্ত্রীলোককে সম্মোধন করিবে না।
- ৩১৭। নামধেজেণ গং বৃয়া ইথীগোত্তেণ বা পুণো।
 জহারিহভিগ়জ্ঞ আলবেজ লবেজ বা ॥ ১৭ ॥
- কিন্তু (প্রয়োজনানুসারে) যথাযোগ্য গুণ দোষ বিচার করিয়া এক বা একাধিকবার
 তাঁহাদের নাম এবং গোত্র দ্বারা সম্মোধন করিবেন।
- ৩১৮। অজ্জএ পজ্জএ বা বি বঞ্চো চুল্পিন্ত ত্বি য়।
 মাউলা ভাইগেজ ত্বি পুত্রে নভুণি ত্বি য় ॥ ১৮ ॥
- হে আর্যক ! (পিতামহ, মাতামহ), হে প্রার্যক ! (প্রপিতামহ, প্রমাতামহ), হে পিতা,
 হে খুল্লতাত, হে মাতুল!, হে ভাগিনেয়ি!, হে পুত্র!, হে গোত্র—
- ৩১৯। হে হো হলে ত্বি অন্নে ত্বি ভট্টা সামিয় গোমিত্ব।
 হোল গোল বসুলে ত্বি পুরিসং নেবমালেব ॥ ১৯ ॥
- হে হোল!, হে অন্ন!, হে ভট্ট!, হে স্বামিন!, হে গোমিন!, হে হোল!, হে গোল!,
 হে ব্যষ্টল!-এই প্রকার পুরুষগণকে সম্মোধন করিবেন না।
- ৩২০। নামধেজেণ গং বৃয়া পুরিসগোত্তেণ বা পুণো।
 জহারিহভিগ়জ্ঞ আলবেজ লবেজ বা ॥ ২০ ॥
- কিন্তু (প্রয়োজনানুসারে) যথাযোগ্য গুণদোষ বিচার করিয়া এক বা একাধিকবার
 তাঁহাদের নাম এবং গোত্র দ্বারা সম্মোধন করিবেন।
- ৩২১। পংচিদিয়াণ পাণাণং এস ইথী অয়ং পুমং।
 জাব গং ন বিজাগেজা তাব জাই ত্বি আলবে ॥ ২১ ॥
- পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্তৰি কিংবা পুরুষ নির্ধারণ না করিতে পারিলে ততক্ষণ
 জাতি (অর্থাৎ গো জাতি অশ্ব জাতি ইত্যাদি) উল্লেখ করিবেন।
- ৩২২। তহেব মণ্ডসং পসুং পক্ষথিং বা বি সরীসিবং।
 থুলে পমেইলে বজ্জ্বা পাইমে ত্বি য় গো বএ ॥ ২২ ॥

- সেইরূপ মনুষ্য, পশু-পক্ষী এবং সাপ দেখিয়া স্তুল, মেদযুক্ত, বধ্য (অথবা বাহ) কিংবা পাচা ইহা বলিবেন না।
- ৩২৩। পরিবৃত্তে ত্বি গং বৃয়া বৃয়া উবচিএ ত্বি য়।
 সংজ্ঞাএ পীগিএ বা বি মহাকাএ ত্বি আলবে ॥ ২৩ ॥
- (প্রয়োজনানুসারে) তাঁহাদের পরিবৃন্দ, উপচিত, সংজ্ঞাত এবং প্রীণিত এবং মহাকায় প্রভৃতি বলিবেন।
- ৩২৪। তহেব গাও দুঘ্নাও দম্মা গোরহগ ত্বি য়।
 বাহিমা রহজোগ ত্বি নেবং ভাসেজ্জ পম্ববং ॥ ২৪ ॥
- এই প্রকার প্রজ্ঞাবান् মুনি গভী দোহন যোগ্য, যাঁড় দমন যোগ্য, বহন যোগ্য এবং রথযোগ্য এইরূপ বলিবেন না।
- ৩২৫। জুবং গবে ত্বি গং বৃয়া থেগুং রসদয় ত্বি য়।
 রহস্যে মহঙ্গএ বা বি বএ সংবহণে ত্বি য় ॥ ২৫ ॥
- (প্রয়োজনানুসারে) যাঁড় যুবা, ধেনু দুঃঞ্চদাত্রী, যাঁড় ছোট, বড় কিংবা সংবহন করিতে পারে—এইরূপ বলা যাইতে পারে।
- ৩২৬। তহেব গংতুমুজ্জাণং পক্বয়াণি বগাণি য়।
 রক্তখা মহঙ্গ পেহাএ নেবং ভাসেজ্জ পম্ববং ॥ ২৬ ॥
- সেইরূপ উদ্যান, পর্বত এবং বনে যাইয়া বহুৎ বৃক্ষ দেখিয়া প্রজ্ঞাবান্ মুনি বলিবেন
 না—
- ৩২৭। অলং পাসায়খং ভাণং তোরণাণং গিহাণ য়।
 ফলিহঞ্চলনাবাণং অলং উদগদোমিণং ॥ ২৭ ॥
- (এই বৃক্ষ) প্রাসাদ, স্তৰ্ণ, তোরণ, গৃহ, পরিঘ (খিল), অর্গল, নৌকা, কিংবা জলপাত্র প্রভৃতির যোগ্য।
- ৩২৮। পীঠএ চংগবেরে য় নংগলে মইয়ং সিয়া।
 জংত লট্টী ব নাভী বা গংডিয়া ব অলং সিয়া ॥ ২৮ ॥
- (এই বৃক্ষ) পীঠ, কাষ্ঠ-পাত্র, লাঙ্গল, মই, কাষ্ঠ-যন্ত্র (যানি), নাভি (কাষ্ঠচক্রের মধ্যভাগ), গণ্ডিকা (স্রীকার ব্যবহৃত কাষ্ঠখঙ্গ) প্রভৃতির যোগ্য।
- ৩২৯। আসণং সয়ণং জাণং হোজ্জা বা কিঞ্চুবস্মএ।
 ভুওবঘাইণিং ভাসং নেবং ভাসেজ্জ পম্ববং ॥ ২৯ ॥
- (এই বৃক্ষ) আসন, শয়ন, ব্যান এবং উপাশ্রয় (সাধু-সাধীর হান) প্রভৃতির উপযুক্তি কিঞ্চিং (কাষ্ঠ)—এইরূপ ভুতোপঘাতিনী ভাষা প্রজ্ঞাবান্ মুনি বলিবেন না।

৩৩০। তহেব গংতুমুজ্জামৎ পরবয়াণি বণাণি য়।

বুকখা মহল্ল পোহাএ এবং ভাসেজ পন্নবৎ ॥ ৩০ ॥

সেইরূপ উদ্যান, পর্বত এবং বনে যাইয়া বৃহৎ বৃক্ষ দেখিয়া (প্রয়োজনবশতারে) প্রজ্ঞাবান् ভিক্ষু ইহা বলিবেন।

৩৩১। জাইমৎতা ইনে বুকখা দীহবটা মহালয়।

পলায়সালা বিডিমা বএ দরিসণি ত্বি য ॥ ৩১ ॥

এই বৃক্ষ উন্নতজাতির, লম্বা, গোল, মহালয় (বিস্তৃত অথবা স্কন্দযুক্ত), শাখা-প্রশাখা যুক্ত এবং দশনীয়।

৩৩২। তহা ফলাইৎ পক্ষাইৎ পার্যবজ্জাইৎ নো বএ।

বেলোইয়ারিং টালাইৎ বেহিমাই ত্বি নো বএ ॥ ৩২ ॥

তথা এই ফল পক্ষ, পাক করিয়া খাদ্য—এইরূপ বলিবেন না। (এই ফল) বেলোচিত (বৃক্ষ হইতে ছিম যোগ্য), ইহাতে বীজ হয় নাই, ইহা বিভক্ত করা যাইতে পারে—এইরূপও বলিবেন না।

৩৩৩। অসংখডা ইনে অংবা বহনিবটিমা ফল।

বএজজ বহসংভূয়া ভূয়রাব ত্বি বা পুণো ॥ ৩৩ ॥

(প্রয়োজনবশতঃ বলিতে হইলে) এই আশ্রবক্ষ এখন ফল ধারণে অসমর্থ, বহনিবর্তিত (প্রায় সমাপ্ত) ফল যুক্ত, বহু সন্তুত অর্থাত্ অনেকফলধারণকারী কিংবা ভূতরূপ অর্থাত্ কোমল—এই প্রকার বলিবেন।

৩৩৪। তহেবোসহীও পক্ষাও নীলিয়াও ছবীয়য়।

লাইমা ভজিমাও ত্বি পিছখজ্জত্বি নো বএ ॥ ৩৪ ॥

এই প্রকার ঔষধি (শস্য) পক্ষ হইয়াছে, অপক রহিয়াছে, শুঁট জাতীয় ইহা, কাটার যোগ্য, ভাজার যোগ্য, চিড়া করিয়া খাদ্য—এইরূপ বলিবেন না।

৩৩৫। ঝাটা বহসংভূয়া থিরা উস্তা বি য়।

গৰভিয়াও পস্যাও সসারাও ত্বি আলবে ॥ ৩৫ ॥

(প্রয়োজনবশতঃ বলিতে হইলে) ঔষধিসমূহ অংকুরিত, সমাপ্ত প্রায়, হিঁর, উথিত, শস্যযুক্ত, শস্যরহিত, ধান্যকণা যুক্ত—এইরূপ বলিবেন।

৩৩৬। তহেব সংখডিৎ গচ্ছা কিছৎ কজ্জৎ ত্বি নো বএ।

তেগণগৎ বা বি বজ্জোত্তি সুতিথ ত্বি য় আবগা ॥ ৩৬ ॥

সেইরূপ সংখডি অর্থাত্ রঞ্জন ক্রিয়া এবং মৃতের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত আহার করণীয়, চোর বধযোগ্য, নদীর ঘাট খুব সুন্দর—ইহা বলিবেন না।

৩৩৭। সংখডিৎ সংখডিৎ বুয়া পণিয়ট্ঠ ত্বি তেগণগৎ।

বহসমাণি তিথাণি আবগাগৎ বিয়াগরে ॥ ৩৭ ॥

(প্রয়োজনবশতঃ বলিতে হইলে) সংখডিৎকে সংখডি, চোরকে পণিতার্থ (যে ধনের নিমিত্ত জীবনের বুকি নেয়) এবং নদীর ঘাট প্রায় সমান—এই প্রকার বলিবেন।

৩৩৮। তহা নদীও পুঁশাও কায়তিজ্জ ত্বি নো বএ।

নাবাহং তারিমাও ত্বি পাণিপেজ্জ ত্বি নো বএ ॥ ৩৮ ॥

তথা নদী পরিপূর্ণ, শরীর দ্বারা পার হইবার যোগ্য, নৌকা দ্বারা পার হইবার যোগ্য এবং (টটস্থিত) প্রাণীদের পেয়—এইরূপ বলিবেন না।

৩৩৯। বহুবাহা অগাহা বহসলিলুপ্লিলোদগা।

বহুবিথডোদগা যাবি এবং ভাসেজ পন্নবৎ ॥ ৩৯ ॥

(প্রয়োজনবশতঃ বলিতে হইলে) নদী প্রায় পরিপূর্ণ, প্রায় অগাধ, বহসলিলা, অন্য নদীর দ্বারা জলের বেগ বাড়িয়াছে, বহু বিস্তীর্ণ জলযুক্ত—প্রজ্ঞাবান্ মুনি এইরূপ কহিবেন।

৩৪০। তহেব সাবজং জোগৎ পরম্পস্ট্র্যাএ নিট্টিয়ং।

কীরমাণং ত্বি বা গচ্ছা সাবজং ন লবে মুণী ॥ ৪০ ॥

সেইরূপ অন্যের জন্য কৃত অথবা করা যাইতেছে এমন সাবদ্য (পাপ) বিষয় জানিয়া মুনি সাবদ্য বচন বলিবেন না।

৩৪১। সুকডে ত্বি সুপকে ত্বি সুচিন্নে সুহডে মডে।

সুগিট্টিএ সুলট্টে ত্বি সাবজং বজ্জএ মুণী ॥ ৪১ ॥

খুব ভালো হইয়াছে (ভোজনাদি), খুব ভালো পক্ষ হইয়াছে (ঘৃতনির্মিত আহার), খুব ভালো পক্ষ হইয়াছে (শাকাদি), ভালো করিয়া নষ্ট করা হইয়াছে (শাকের তিক্ততা), ভালভাবে সিদ্ধ হইয়াছে (দাল প্রভৃতিতে ঘৃত), খুব ভালো রস নিষ্পন্ন হইয়াছে (তেল ভোজ), খুবই ইষ্ট (চাউল প্রভৃতি) — মুনি এইরূপ সাবদ্য বচন প্রয়োগ করিবেন না।

৩৪২। পয়ত্তপকে ত্বি বা পক্ষমালবে পয়ত্তছিন্ন ত্বি ব ছিন্মালবে।

পয়ত্তলট্ট ত্বি ব কম্পহেউয়ং পহারগাঢ় ত্বি ব গাঢ়মালবে ॥ ৪২ ॥

(প্রয়োজনবশতঃ বলিতে হইলে) ‘সুপক’ কে ‘প্রয়ত্নপক’, ‘সুচিন্ন’, কে ‘প্রয়ত্নছিন্ন’, ‘কর্মহেতুক’ (শিক্ষাপূর্বককৃত) কে ‘প্রয়ত্নলভ’ তথা ‘গাঢ়’ (অত্যধিক ক্ষত্যযুক্ত মানুষ) কে ‘প্রহার গাঢ়’ বাল যাইতে পারে।

৩৪৩। সক্বুক্ষসং পরগঃ বা আউলং নথি এরিসং।

অচক্রিয়মবন্ধবং অচিংতৎ চেব নো বএ ॥ ৪৩ ॥

(ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গে) ইহা সর্বোৎকৃষ্ট, ইহা বহু মূল্যবান् ইহা অতুলনীয়, ইহার সমান অন্য বস্তু নাই, ইহার মূল্য নির্ধারণ অসম্ভব, ইহার বৈশিষ্ট্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, ইহা অচিষ্টনীয়—এইরূপ বলিবেন না।

৩৪৪। সবমেয়ং বইস্মানি সবমেয়ং তি নো বএ।

অগুৰীই সবৰং সবৰথ এবং ভাসেজ্জ পন্নবং ॥ ৪৪ ॥

(সংবাদ প্রেরিত হইলে) আমি সব বলিব, (সংবাদ দিবার সময়) ইহাই সব অর্থাৎ অবিকল পূর্ববৎ—এইরূপ বলিবেন না। সব প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সকল বচনবিধি অনুচিষ্টন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ মুনি তেমনই বলিবেন (যাহাতে কর্মবন্ধ না হয়)।

৩৪৫। সুক্রীয়ং বা সুবিক্রীয়ং অকেজ্জং কেজ্জমেব বা।

ইমং গেণ্হ ইমং মুং পণ্ডিয়ং নো বিয়াগরে ॥ ৪৫ ॥

পণ্য বস্তুর বিষয়ে ইহা সুক্রীয় (কম মূল্যে প্রাপ্ত), ইহা সুবিক্রীয়, ইহা ক্রয়যোগ্য নহে কিংবা ক্রয়যোগ্য, ইহা গ্রহণ কর (কারণ মূল্য অধিক হইবার সম্ভাবনা), ইহা ত্যাগ কর অর্থাৎ বিক্রয় কর (কারণ মূল্য হ্রাস হইবার সম্ভাবনা)—এইরূপ বলিবেন না।

৩৪৬। অঞ্জগ্যে বা মহগ্যে বা কএ বা বিক্রএ বি বা।

পণ্ডিয়ট্টে সমুপন্নে অণবজ্জং বিয়াগরে ॥ ৪৬ ॥

অল্পমূল্য কিংবা বহুমূল্য পণ্য ক্রয় বিক্রয় প্রসঙ্গে মুনি অনবদ্য (নিষ্পাপ) বচন বলিবেন, ক্রয় বিক্রয় হইতে বিরত মুনির এই বিষয়ে কোন অধিকার নাই—ইহা বলিবেন।

৩৪৭। তহেবাসংজ্জয়ং ধীরো আস এহি করেহি বা।

সহ চিঠ্ঠ বয়াহি তি নেবং ভাসেজ্জ পন্নবং ॥ ৪৭ ॥

সেই প্রকার ধীর এবং প্রজ্ঞাবান্ মুনি অসংযতি অর্থাৎ গৃহস্থকে ‘বস’, ‘এইদিক আসিয়া (অমুক কার্য) কর’, ‘শোও’, ‘থাক’ কিংবা চলিয়া যাও— এইরূপ বলিবেন না।

৩৪৮। বহবে ইমে অসাহ লোএ বুচৎতি সাহগো।

ন লবে অসাহং সাহস্তি সাহং সাহ তি আলবে ॥ ৪৮ ॥

অনেক অসাধু জনসাধারণের মধ্যে সাধুরূপে কথিত। মুনি অসাধুকে সাধু বলিবেন না, সাধুকেই সাধু বলিবেন।

৩৪৯। নাগদংসগংপন্নং সংজমে য তবে রয়ং।

এবং গুণসমাউত্তৎ সংজয়ং সাহমালবে ॥ ৪৯ ॥

আন-দর্শন সম্পন্ন, সংযম এবং তপস্যায় রত-এমন গুণসমাযুক্ত সংযমীকে সাধু বলিবেন।

৩৫০। দেবাণং মণ্যাণং চ তিরিয়াণং চ বুঝহে।

অমুয়াণং জও হেউ মা বা হেউ তি নো বএ ॥ ৫০ ॥

দেব, মানব তথা তির্যক (পশু পক্ষী)দের প্রস্পরের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইলে অমুকের জয় হটক বা জয় না হটক—এইরূপ বলিবেন না।

৩৫১। বাও বুঠং ব সীউণংহং খেং ধায়ং সিবং তি বা।

কয়া গু হোজ্জ এয়াপি মা বা হোউ তি নো বএ ॥ ৫১ ॥

বায়ু, বর্ষা, শীত, উষ্ণ, ক্ষেম (শুভ যোগ), সুভিক্ষা (ধনধান্য পরিপূর্ণ), শিব (রোগহীনতা) —এইরূপ অবস্থা কখন হইবে কিংবা না হটক—ইহা বলিবেন না।

৩৫২। তহেব মেহং ব নহং ব মাগবং ন দেব দেব তি গিরং বএজ্জা।

সম্মুচ্ছিএ উন্নএ বা পওএ বএজ্জ বা বুঠ বলাহএ তি ॥ ৫২ ॥

সেইরূপ মেঘ এবং মানব (রাজা) প্রভৃতিদের ‘ইহা দেব’—এই প্রকার বলিবেন না। সাগর সম্মুচ্ছিত হইতেছে (অর্থাৎ প্রসারিত হইতেছে) অথবা উন্নত হইতেছে অথবা মেঘ বর্ষিত হইতেছে—এইরূপ বলিবেন।

৩৫৩। অংতলিকখে তি গং বৃয়া গুঞ্জানুচরিয় তি য়া।

ঝদ্বিমত্তৎ নরং সিসং রিদ্বিমত্তৎ তি আলবে ॥ ৫৩ ॥

নভ এবং মেঘকে ব্যথাক্রমে অন্তরিক্ষ এবং গুহ্যানুচরিত বলিবেন। ঝদ্বিমান মানুষকে দেখিয়া ‘ঝদ্বিমান’—এইরূপ বলিবেন।

৩৫৪। তহেব সাবজ্জনুমোরণী গিরা ওহারিণী জা য পরোবয়াইণী।

সে কোহলোভূর্বসা ব মণবো ন হাসমাণো বি গিরং বএজ্জা ॥ ৫৪ ॥

সেইরূপ মুনি সাবদ্য অনুমোদনকারিণী অবধারিণী (সন্দিঙ্গ অর্থের বিষয়ে অসমিক্ষা) এবং পর-উপযাতকারিণী ভাষা, ক্রোধ লোভ, ভয়, মান কিংবা হাস্যবশতঃ বলিবেন না।

৩৫৫। সবকসুদ্ধিং সমুপেহিয়া মুণী গিরং চ দুঠং পরিবজ্জএ সয়া।

মিয়ং অদুঠং অগুৰীই ভাসএ সয়াণ মঞ্জো লহং পসংসগং ॥ ৫৫ ॥

সেই মুনি বাক্যশুদ্ধিকে সম্যক্রাপে অনুধাবন করিয়া দোষযুক্ত বাণী প্রয়োগ করিবেন না। মিত তথা দোষরহিত বাণী বিচার পূর্বক থ্রয়োগকারী সাধু সংপুরুষগণের মধ্যে প্রশংসা লাভ করেন।

৩৫৬। ভাসাএ দোসে য গুণে য জাগিয়া তীমে য দুটচে পরিবজ্জএ সয়া।

হসু সংজএ সামণি সয়া জএ বএজজ বুকে হিয়মাগুলোমিয়ং ॥ ৫৬ ॥

ভায়ার দোষগুণ জ্ঞাত হইয়া দোষপূর্ণ ভায়া সদাৰ্বজনকাৱী, ছয় জীবকায়েৰ প্ৰতি
সংযত, শ্রামণ্য ধৰ্মে সদা সাবধান প্ৰবুদ্ধ ভিক্ষু হিত এবং আনুলোমিক বচন বলিবেন।

৩৫৭। পৰিকৃত্বাসী সুসমাহিইংদ্ৰি চৰুক্সায়াবগএ অগিস্মিসএ।

স নিদুণে ধূৱমলং পুৱেকডং আৱাহএ লোগমিণং তহা পৱং ॥ ৫৭ ॥

তি বেমি ॥

ভায়ার গুণদোষ বিচাৰকাৱী, সুসমাহিত ইন্দ্ৰিয় যুক্ত, চার ক্ষয়ায় রহিত, অনিশ্চিত
(মাধ্যম ভাবযুক্ত) ভিক্ষু পূৰ্বকৃত পাপ-মল নষ্ট করিয়া বৰ্তমান লোক (জগৎ) এৱ
আৱাধনা কৰেন।

—ইহা আমি কহিতেছি ॥

অষ্টম অধ্যয়ন

আচার-প্ৰণিধি

৩৫৮। আয়াৱশ্যগিহং লদ্ধুং জহা কায়বৰ ভিক্খুণা।

তং ভে উদাহৰিষ্মামি আপুগুবিং সুণেহ মে ॥ ১ ॥

আচার-প্ৰণিধি প্ৰাপ্ত হইয়া ভিক্ষু যাহা যাহা কৰিবেন, তহা তোমাকে বলিতেছি।
অগুৰুমপূৰ্বক তহা আমা হইতে শুন।

৩৫৯। পুত্ৰবিদগতগণিমারয় তণবুক্থ সবীয়গা।

তসা য পাগা জীব তি ইই বুতং মহেসিণা ॥ ২ ॥

পৃথিবী, উদক, অগ্নি, বায়ু, বীজ পৰ্যন্ত তৃণ-বৃক্ষ এবং ত্ৰস (গমনশীল) প্ৰাণী —
ইহারা সকলে জীব। মহৰ্বি (মহাবীৰ) কৰ্তৃক ইহাই উক্ত হইয়াছে।

৩৬০। তেসিং অচেণজোৱণ নিচৎ হোয়বৰয়ং সিয়া।

মণসা কায়বক্ষেণ এবং ভবই সংজএ ॥ ৩ ॥

(ভিক্ষুর) মন, বচন এবং কায়া দ্বাৱা ইহাদেৱ প্ৰতি অহিংসক হওয়া উচিত।
এইৱাপে অহিংসক (ভিক্ষু) সংযত (সংযমী) হন।

৩৬১। পুত্ৰবিং ভিত্তি সিলং লেলুং নেব ভিংদে ন সংলিহে।

তিবিহেণ কৰণজোৱণ সংজএ সুসমাহিএ ॥ ৪ ॥

সুসমাহিত সংযমী (মুনি) তিন কৰণ তথা তিন যোগ দ্বাৱা পৃথিবী, ভিত্তি (তটভাগ,
শিলা এবং প্ৰস্তৱখণ প্ৰভৃতিকে ভেদন অথবা খনন কৰিবেন না।

৩৬২। সুদ্ধপুটবীএ ন নিসিএ সসৱক্খশি য আসনে।

পমজিত্তু নিসীএজ্জা জাইতা জন্মস ওঁগ্রহং ॥ ৫ ॥

মুনি শুদ্ধ (সচিত্ত) পৃথিবী (মৃত্তিকা) এবং সচিত্ত-ৱজ্র যুক্ত আসনে বসিবেন না।
অচিত্ত পৃথিবী আমাৰ্জন কৰিয়া (ভূস্বামীৰ) অনুমতি প্ৰাপ্ত কৰিয়া বসিবেন।

৩৬৩। সীতদগং ন সেবেজ্জা সিলাবুট্টং হিমাণি য।

উসিনোদগং তত্ত্বাসুয়ং পতিগাহেজ সংজএ ॥ ৬ ॥

সংযমী শীতোদক (সচিত্ত জল), শিলা বৃষ্টি এবং হিম সেবন কৰিবেন না। তপ্ত
হইয়া যাহা প্ৰাসুক হইয়াছে তাহা গ্ৰহণ কৰিবেন।

৩৬৪। উদটল্লং অঞ্গণো কায়ং নেব পুঁছে ণ সংলিহে।

সমুপ্রেহ তথাভূয়ং নো ণং সংঘট্টে মুণী ॥ ৭ ॥

মুনি জলসিক্ত শৰীৰ মুছিবেন না অথবা মালিশ কৰিবেন না। শৰীৱকে তথাভূত
(সিক্ত) দেখিয়া তাহা স্পৰ্শ কৰিবেন না।

৩৬৫। ইংগালং অগণিং অচিং অলাযং বা সজোইয়ং।

ন উৎজেজ্জা ন ঘট্টেজ্জা নো ণং নিবাবএ মুণী ॥ ৮ ॥

মুনি অঙ্গার, অগ্নি, অৰ্চি (মূল অগ্নি হইতে বিছিন্ন অগ্নি) এবং জ্যোতিযুক্ত অলাত
(ভুলস্ত কাঠখণ্ড) প্ৰভৃতিকে প্ৰদীপ্ত কৰিবেন না, স্পৰ্শ কৰিবেন না এবং নিৰ্বাপিত
কৰিবেন না।

৩৬৬। তালিয়াংটেণ পত্রেণ সাহাবিহৃণেণ বা।

ন বীএজ্জ অঞ্গণো কায়ং বাহিৱং বা বি পোঁয়লং ॥ ৯ ॥

মুনি ব্যজন, পত্ৰ, শাখা কিম্বা পাখা দ্বাৱা নিজেৰ তথা বাহ্য পুদ্গলে (পদাৰ্থ)
বাতাস কৰিবেন না।

৩৬৭। তণৱৰ্কথ ন ছিংদেজ্জা ফলং মূলং বা কম্পস্ট।

আমগং বিবিহং বীয়ণ মণসা বি ন পথএ ॥ ১০ ॥

মুনি, তৃণ, বৃক্ষ তথা (বৃক্ষস্থিত) কোন প্ৰকাৰ ফল অথবা মূলেৱ ছেদন কৰিবেন
না এবং বিবিধ প্ৰকাৰ সচিত্ত বীজ মন হইতেও প্ৰাৰ্থনা কৰিবেন না।

৩৬৮। গহণেু ন চিট্টেজ্জা বীএসু হৱিএসু বা।

উদগামি তহা নিচৎ উত্তিংগণগণেু বা ॥ ১১ ॥

মুনি বনেৱ মধ্যে, বীজ, বনস্পতি, উদক (অনন্তকায়িক বনস্পতি), সৰ্পছত্ৰ
(একপ্ৰকাৰ ছেট উষ্ট্ৰি) এবং পণক (ছুটাক) প্ৰভৃতিৰ উপৱ দাঁড়াইবেন না।

৩৬৯। তসে পাণে ন হিংসেজা বায়া আদুর কম্বুণ।

উবরও সবচূড়েসু পাসেজ বিবিহং জগৎ ॥ ১২ ॥

মুনি বচন এবং কায়া দ্বারা ত্রস প্রাণীদের প্রতি হিংসা করিবেন না। সকল প্রকার জীব বধ হইতে উপরত হইয়া বিবিধ প্রকার সম্মত জগৎকে আত্মবৎ দৃষ্টিতে দেখিবেন।

৩৭০। অঢ় সুহৃমাইং পেহাএ জাইং জাগিন্তু সংজ্ঞএ।

দয়াহিগারী ভূঁঝসু আস চিঠ্ঠ সএহি বা ॥ ১৩ ॥

সংযমী মুনি আট প্রকার সূক্ষ্ম (শরীর যুক্ত) জীবকে দেখিয়া বসিবেন, দাঁড়াইবেন অথবা শুইবেন। এই সূক্ষ্ম শরীর যুক্ত জীবদের জানিয়াই কেহ দয়ার অধিকারী হইতে পারেন।

৩৭১। কয়রাইং অঢ় সুহৃমাইং জাইং পুচ্ছেজ্জ সংজ্ঞএ।

ইমাইং তাইং মেহাবী আইকখেজ বিয়কখণো ॥ ১৪ ॥

উক্ত আট প্রকার জীব কি প্রকারের?—সংযমী শিষ্য কর্তৃক এই আট প্রকার জিজ্ঞাসিত হইলে মেধাবী এবং বিচক্ষণ আচার্য এইরূপ কহিবেন—

৩৭২। সিগেহং পুপ্ফসুহুমং চ পাণ্ডুত্তিংগং তহেব য়।

পণগং বীয় হরিযং চ অংডসুহুমং চ অঢ়ত্তমং ॥ ১৫ ॥

মেহ, পুষ্প, প্রাণ, উত্তিঙ্গ অর্থাৎ কীট-স্থান, ছত্রাক, বীজ, হরিৎ এবং অগু—এই আট প্রকার জীব।

৩৭৩। এবমেয়াণি জানিতা সবভাবেণ সংজ্ঞএ।

অগ্নমতো জএ শিচৎ সবিদিয়সমাহিএ ॥ ১৬ ॥

সকল ইন্দ্রিয় হইতে সমাহিত সাধু এই প্রকার সূক্ষ্ম জীবকে সর্বপ্রকারে জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং অপ্রমত্ত-ভাবযুক্ত হইয়া যত্নশীল হইবেন।

৩৭৪। ধূবৎ চ পতিলেহেজা জোগসা পায়কংবলং।

সেজজমুচারভূমিং চ সংখাৰং অদুবসাগং ॥ ১৭ ॥

মুনি পাত্র, কম্বল, শয়া, উচ্চারভূমি (মলত্যাগের স্থান), সংস্তারক (শুইবার নিমিত্ত যাহা বিছানো হয়) অথবা আসন যথাসময়ে যথাযোগ্য প্রতিলেখন করিবেন অর্থাৎ দেখিবেন।

৩৭৫। উচ্চারং পাসবণং খেলং সিংঘাণজলিযং।

ফাসুয়ং পতিলেহিতা পরিট্ঠাবেজ্জ সংজ্ঞএ ॥ ১৮ ॥

সংযমী মুনি প্রাসুক (জীবরহিত) ভূমির প্রতিলেখন করিয়া উচ্চার, প্রশ্ববণ, শ্লেষ্ম, নাসিকা নির্গত রেচন পদার্থ তথা শরীরের অন্যান্য রেচন পদার্থ ত্যাগ করিবেন।

৩৭৬। পবিসিন্তু পরাগারং পাণ্ডুত্তা ভোয়ণস্ম বা।

জয়ং চিত্তে মিয়ং ভাসে গ য় রাবেসু মণং করে ॥ ১৯ ॥

মুনি পানীয় তথা ভোজন নিমিত্ত গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত হানে দাঁড়াইবেন, পরিমিত বলিবেন এবং (দাত্রী অথবা অন্য দ্বারা) রূপের প্রতি মন দিবেন না।

৩৭৭। বহং সুণেই কঞ্জেহিং বহং অচৌহিং পেছেই।

ন য দিত্তং সুয়ং সববৎ ভিক্খু অক্খাউমরিহই ॥ ২০ ॥

কানে বস্তুবিষয় শোনেন, চোখে বহু বিষয় দেখেন, তথাপি সকল শোনা এবং দেখা বিষয়ে বলা ভিক্ষুর উচিত নহে।

৩৭৮। সুয়ং বা জই বা দিত্তং ন লবেজেজাবঘাইয়ং।

ন য কেশেই উবাএং গিহিজোগং সমায়ে ॥ ২১ ॥

শোনা এবং দেখা বিষয়ে সাধু ঔপ্যাতিক (ক্ষতিকারক) বচন প্রয়োগ করিবেন না এবং কোন উপায়েই গৃহস্থেচিত কর্মের সমাচরণ করিবেন না।

৩৭৯। নিট্টাণং রসনিজ্জুত্ত ভদ্রগং পাবগং তি বা।

পুট্টো বা বি অপুট্টো বা লাভলাভং ন নিদিসে ॥ ২২ ॥

জিজ্ঞাসিত হইলে অথবা না হইলে আহার বিষয়ে সকল, নীরস, ভাল অথবা মন—এইরূপ মন্তব্য করিবেন না এবং প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি বিষয়েও বলিবেন না।

৩৮০। ন য ভোয়ণস্মি গিদ্বো চরে উংছং অয়ৎপিরো।

অফাসুয়ং ন ভুংজেজা কীয়মুদেসিয়াহডং ॥ ২৩ ॥

ভোজন বিষয়ে গৃহ (লোনুপ) হইয়া গৃহস্থের গৃহে প্রবেশ করিবেন না, বাচানতা রহিত হইয়া উঙ্গ (অনেক গৃহ হইতে অল্প অল্প) গ্রহণ করিবেন। অপ্রসুক, ক্রীত, ক্ষেত্ৰেশিক এবং আহার (অজ্ঞানতঃ প্রাপ্ত হইলেও) খাইবেন না।

৩৮১। সমিহিং চ ন কুরেজা অণ্মায়ৎপি সংজ্ঞএ।

মুহাজীবী অসংবদ্ধে হবেজজ জগনিস্মিএ ॥ ২৪ ॥

সংযমী অগুমাত্রও সনিধি (সম্পত্তি) করিবেন না, তিনি মুহাজীবী অর্থাৎ নির্দেশ তিক্ষ্ণাচারী এবং অসংবদ্ধ অর্থাৎ বিষয়ে অনাসন্ত হইবেন এবং জনপদ স্থিত কুল অথবা গ্রামে আশ্রিত হইবেন না।

৩৮২। লুহবিত্তি সুসংতুচ্ছে অগ্নিষ্ঠে সুহৱে সিয়া।

আসুরভং ন গচ্ছেজা সোচ্ছাণং জিগ্নাসণং ॥ ২৫ ॥

মুনি রূপক্ষেত্রিযুক্ত (সংযমে প্রবৃত্ত), সুসন্তুষ্ট, অঙ্গেচ্ছ এবং অল্পাহারে তৃপ্ত হইবেন। জিন-শাসন শুনিয়া ক্রোধিত হইবেন না।

৩৮৩। কংসোক্খেহিং সদেহিং পেমং নাবিনিবেসএ।

দারণং কক্ষসং ফাসং কাএণ অহিয়াসএ ॥ ২৬ ॥

কর্ণ (শ্রষ্টি) সুখকর শদে প্রেমাসন্ত হইবেন না, দারণ এবং কর্কশ স্পর্শ শরীর দ্বারা সহন করিবেন।

৩৮৪। খুং পিবাসং দুম্পেজজং সীউগং অরদ্ব ভয়ং।

অহিয়াসে অবহিত্ব দেহে দুক্থং মহাফলং ॥ ২৭ ॥

শুধা, পিপাসা, দুঃশ্যা (বিষম ভূমিতে শয়ন), শীত, উষ্ণ, অরতি এবং ভয় অব্যথিত চিত্তের দ্বারা সহন করিবেন। দেহোৎপন্ন কষ্ট সহন করা মহাফলদ্বয়ক।

৩৮৫। অথংগয়ম্বি আইচে পুরুখা য় অগুঞ্জে।

আহারমইয়ং সবৰং মণসা বি ণ পথ্রে ॥ ২৮ ॥

সুর্যাস্ত হইতে পুনরায় সূর্যোদয় পর্যন্ত সর্বপ্রকার আহার মানসিক ক্লপেও ইচ্ছা করিবেন না।

৩৮৬। অতিংতিগে আচবলে অল্পভাসী মিয়াসগে।

হবেজ উয়রে দংতে থোবং লদ্বুং ন খিংসএ ॥ ২৯ ॥

আহার প্রাপ্ত না হইলে অথবা অরস আহার প্রাপ্ত হইলে প্লাপ করিবেন না, চপল হইবেন না, অল্পভাসী, মিতভোজী এবং উদরদমনকারী হইবেন। অল্প আহার প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতি নিন্দা করিবেন না।

৩৮৭। ন বাহিরং পরিভবে অতাগং ন সমুক্সে।

সুয়লাভে ন মজেজজা জচ্চা তবসিবুদ্ধিএ ॥ ৩০ ॥

অন্যকে তিরঙ্কার করিবেন না, নিজেকে উৎকর্ষ প্রদর্শন করিবেন না, শ্রুত, লাভ, জাতি, তপস্থিতা এবং বুদ্ধিতে মদযুক্ত হইবেন না।

৩৮৮। সে জাগমজাগং বা কট্টু আহশ্বিযং পয়মং।

সংবরে ক্ষিঙ্গমঞ্জাগং বীয়ং তং ন সমায়রে ॥ ৩১ ॥

জ্ঞাত অথবা অজ্ঞাত অবস্থায় কোন অধার্মিক কার্য করা হইলে তৎক্ষণাং নিজের আত্মাকে উক্ত স্থান হইতে সংবৃত করিবেন এবং দ্বিতীয়বার সেই আচরণ করিবেন না।

৩৮৯। অগায়ারং পরক্ষম নেব গৃহে ন নিগংবে;

সুই সয়া বিয়ডভাবে অসংসন্তে জিইংদিএ ॥ ৩২ ॥

অনাচার করিলে কখনও তাহা গোপন করিবেন না অথবা অস্বীকার করিবেন না। সদা পবিত্র, স্পষ্ট, অলিপ্ত এবং জিতেন্দ্রিয় রাহিবেন।

৩৯০। অমোহং পয়ণং কুজা আয়রিয়স্স মহঞ্জগো।

তৎ পরিগিজ্জা বায়াএ কম্বু উববায়াএ ॥ ৩৩ ॥

মুনি মহাদ্বা আচার্যের বচন সফল করিবেন। তাহা (আচার্য কথিত) বাণী রূপে গাহণ করিয়া কর্মরূপে আচরণ করিবেন।

৩৯১। অধুবং জীবিয়ং নচা সিদ্ধিমঞ্জং বিয়াগিয়া।

বিগিয়ট্টজ্জ ভোগেসু আউং পরিমিয়মঞ্জগো ॥ ৩৪ ॥

জীবনকে অনিত্য জনিয়া তথা নিজের আয় পরিমিত জনিয়া সিদ্ধিমার্গের জ্ঞান প্রাপ্ত করিয়া (মুমুক্ষু) ভোগ হইতে নিবৃত হইবেন।

৩৯২। * [বলং থামং চ পেহাএ সদামারোগমঞ্জগো।

খেন্ডং কালং চ বিনায় তহঞ্জাগং নিজুংজএ ॥

নিজের বল, পরাক্রম, শ্রদ্ধা এবং আরোগ্য দেখিয়া, ক্ষেত্র এবং কাল জনিয়া সামর্থানুসারে আত্মাকে তপস্যাদিতে নিয়োজিত করিবেন।]

৩৯৩। জরা জাব ন পীলেই বাহী জাব ন বড়চষ্ট।

জাবিংদিয়া ন হায়ংতি তাব ধম্মং সমায়রে ॥ ৩৫ ॥

যতক্ষণ পর্যন্ত জরা পীড়া না দেয়, ব্যাধির বৃদ্ধি না হয় এবং ইল্লিয় সমূহ ক্ষীণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মাচরণ করিবেন।

৩৯৪। কোহং মাণং চ মায়ং চ লোভং চ পাববড়চণং।

বমে চতুরি দোসে উ ইচ্ছংতো হিয়মঞ্জগো ॥ ৩৬ ॥

ক্রোধ, মান, মায়া এবং লোভ হইল পাপবর্ধক। যিনি আত্মার হিত ইচ্ছা করেন তিনি এইগুলি দমন করিবেন অর্থাৎ ত্যাগ করিবেন।

৩৯৫। উবসমেন হগে কোইং মাণং মদবয়া জিগে।

মায়ং চজ্জবভাবেন লোভং সংতোসও জিগে ॥ ৩৮ ॥

উপশম (ক্ষমা, শান্তি) দ্বারা ক্রোধ হনন করিবেন, মৃদুতা দ্বারা মান জয় করিবেন, আজুভাব দ্বারা লোভ জয় করিবেন।

৩৯৬। কোহো য় মাগো য় অশিষ্ঠায়া মায়া লোভ য় পবড়চমানা।

চতুরি এএ কসিণা কসায়া সিংচতি মূলাইং পুণ্যবৰ্ভবশ্স ॥ ৩৯ ॥

অনিগ্নাত ক্রোধ এবং মান, প্রবৰ্ধমান মায়া এবং লোভ এই চার সংক্লিষ্ট ক্ষয় পুনর্জন্মরূপী বৃক্ষের মূলে সিদ্ধণ করে।

৩৯৭। রাইগ্রিসু বিগয়ং পউংজে ধুবসীলয়ং সয়য়ং ন হাবএজ্জা।

কুমো ব অল্লীগপলীগণগতো পরকমেজ্জা তবসংজমশ্মি ॥ ৪০ ॥

রাত্তিকদের (আচার্য, উপাধ্যায় এবং দীক্ষা ক্রমে জ্যেষ্ঠ মুনিদের) প্রতি বিনয় প্রয়োগ করিবেন। শ্রবণশীলতার (মেষ্টাদশ সহস্র শীলাঙ্গ) প্রতি হানি করিবেন না। কুর্মের ন্যায় আলীন গুপ্ত এবং প্রলীন গুপ্ত (সামান্যরূপে তথা বিশেষরূপে কায়া গুপ্ত করা যেমন স্বভাব তেমনি মুনি ইন্দ্রিয় গোপন করিবেন অর্থাৎ সংযম ধারণ করিবেন) হইয়া তপ এবং সংযমে পরাক্রম করিবেন।

৩৯৮। নিদং চ ন বহুমনেজ্জা সংগহাসং বিবজ্জএ।

মিহোকহহিং ন রামে সজ্ঞায়ম্বি রও সয়া ॥ ৪১ ॥

নিদাকে প্রাথান্য দিবেন না, অটুহাস বর্জন করিবেন, মৈথুন কথায় রমণ করিবেন না। সদা স্বাধ্যায়রত রহিবেন।

৩৯৯। জোগং চ সমগ্নধম্মাম্বি জুঁজে অগলসং ধুবং।

জুঁজে য সমগ্নধম্মাম্বি অটুং লহই অগুন্তুরং ॥ ৪২ ॥

মুনি আলস্যারহিত হইয়া শ্রমণধর্মে যোগ (মন, বচন এবং কায়া) এর প্রয়োগ করেন। শ্রমণ ধর্মে যুক্ত মুনি অনুত্তর ফল প্রাপ্ত হন।

৪০০। ইহলোগপারভুয়ং জেগং গচ্ছই সোঁয়াইং।

বহুস্মৃয়ং পজ্জুবাসেজ্জা পুচ্ছেজ্জখবিগিছ্যং ॥ ৪৩ ॥

যে শ্রমণ ধর্মের দ্বারা ইহলোক এবং পরলোকে হিত হয়, মৃত্যুর পর সুগতি লাভ হয় তাহা প্রাপ্তির জন্য বহুশ্রুতের (প্রাজ্ঞ মুনি) পর্যুপাসনা করা উচিত এবং অর্থবিনিশ্চয়ের জন্য প্রশং করা উচিত।

৪০১। হথং পাযং চ কাযং চ পাগিহায় জিইংদ্রিএ।

অল্লীগঙ্গে নিসিএ সগামে গুরুণো মুণী ॥ ৪৪ ॥

জিতেন্দ্রিয় মুনি হাত, পা এবং শরীর সংযত করিয়া আলীন (অতি দূর অথবা অতি নকট নহে এইরূপ স্থিতি) এবং গুপ্ত (মন এবং বাণীর সংযমী) হইয়া গুরুর সমীপে বসিবেন।

৪০২। ন পক্ষও ন পুরও নেব কিছাগ পিট্টও।

ন য উরং সমাসেজ্জা চিট্টেজ্জা গুরণংতি এ ॥ ৪৫ ॥

আচার্যাদির সাথে, পূর্বে অথবা পশ্চাতে বসিবেন না। গুরুর নিকট তাঁহার উরতে উরু স্পর্শ করিয়া রহিবেন না।

৪০৩। অপুচ্ছও ন ভাসেজ্জা ভাসমাগস্ম অংতরা।

পিট্টমংসং ন খাএজ্জা মায়ামোসং বিবজ্জএ ॥ ৪৬ ॥

জিজ্ঞাসিত না হইলে বলিবেন না, কথনের মধ্যে বলিবেন না। পৃষ্ঠমাংস খাইবেন না অর্থাৎ পরোক্ষে কাহারও উদ্দেশ্যে দোষপূর্ণ বচন বলিবেন না।

৪০৪। অঞ্জিয়ং জেগ সিয়া আসু কুঞ্জেজ্জ বা পরো।

সবসো তৎ ন ভাসেজ্জা ভাসং অহিয়গামিণং ॥ ৪৭ ॥

যাহাতে অপ্রীতি উৎপন্ন হয় এবং অন্য ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইতে পারে এইরূপ অহিতকর ভাষা কখনো বলিবেন না।

৪০৫। দিট্টং মিযং অসংদিন্ধং পডিপুঁঁং বিযং জিযং।

অয়ৎপিরমণুবিগ্নং ভাসং নিসির অত্ব ॥ ৪৮ ॥

আত্মাবান् (মুনি) দৃষ্ট, পরিমিত, অসন্দিন্ধ, প্রতিপূর্ণ, (স্বর, ব্যঙ্গন, পদ প্রভৃতি সহিত), ব্যক্ত, পরিচিত, বাচালতারহিত এবং অনুদিগ্ন (ভয়রহিত) ভাষা বলিবেন।

৪০৬। আয়রপমান্তিৰং দিট্টিবায়মহিজ্জগং।

বইবিক্খলিযং নচা ন তৎ উবহসে মুণী ॥ ৪৯ ॥

আচারাঙ্গ এবং প্রজ্ঞপ্তি অর্থাৎ ভগবতী সূত্র ধারণকারী তথা দৃষ্টিবাদ অধ্যয়নকারী মুনি বচনে স্থলিত হইয়াছেন অর্থাৎ বচন, লিঙ্গ এবং বর্ণের বিপর্যাস করিয়াছেন— এইরূপ জ্ঞাত হইয়া (অন্য) মুনি তাঁহার উপহাস করিবেন না।

৪০৭। নক্ষত্র সুমিং জোগং নিমিত্ত মংত ভেসজং।

গিহিগো তৎ ন আইক্খে ভূয়াহিগৱণং পযং ॥ ৫০ ॥

নক্ষত্র, স্বপ্নফল, বশীকরণ, নিমিত্ত, মন এবং ভেষজ—এইগুলি হইল ভূতাধিকরণ অর্থাৎ জীবহিংসক বিষয়। (সেইহেতু) মুনি গৃহস্থকে হাদের ফলাফল বলিবেন না।

৪০৮। অন্টং পগডং লযং ভএজ্জ সয়গাসং।

উচ্চারভূমিসংপন্নং ইথীপসুবিবজ্জযং ॥ ৫১ ॥

অন্যের নিমিত্ত প্রস্তুত গৃহ, শয়ন এবং আসন মুনি ভোগ করিবেন না, মলমূত্র তাগের উপযুক্ত স্থান সহিত গৃহ এবং স্ত্রী, পশু প্রভৃতি রাহিত গৃহ মুনির গৃহণীয়।

৪০৯। বিবিতা য ভবে সেজ্জা নারীং ন লবে কহং।

গিহিসংথবং ন কুজ্জা কুজ্জা সাহুহিং সংথবং ॥ ৫২ ॥

একান্ত (নির্জন) স্থানে মুনি কেবল স্ত্রীগণের মধ্যে ভাষণ করিবেন না। গৃহস্থের সহিত পরিচয় করিবেন না, (কেবল) সাধুগণের সহিতই পরিচয় করিবেন।

৪১০। জহা কুকুজপোয়স্ম নিচং কুলাও ভযং।

এবং খু বংভয়ারিম্স ইথীবিঙ্গও ভযং ॥ ৫৩ ॥

যেমন কুকুট শাবক বিড়াল হইতে ভীত থাকে তেমনই ব্ৰহ্মচারী স্তৰীদেহ হইতে ভীত হন।

৪১১। চিত্তভিত্তি ন নিজ্ঞাএ নারিং বা সুঅলংকিয়ৎ।

ত্বক্খরং পিব দট্টঠগং দট্টঠিং পডিসমাহরে ॥ ৫৪ ॥

নারীচিত্র অথবা মৃত্তি বিংবা সালংকৃতা নারীর প্রতি প্রগাঢ় দৃষ্টিপাত করিবেন
না। সহসা দৃষ্টি পড়িলে তাহা তৎক্ষণাত সড়াইয়া লইবেন, যেমন মধ্যহৃ সূর্যের প্রতি
দৃষ্টি পড়িলে তাহা স্বতঃ সড়া যায়।

৪১২। হথপায়পডিচিহ্ন-কঞ্চনাসবিগ়ঁয়িয়ৎ।

অবি বাসসইং নারিং বংভয়ারী বিবজ্জে ॥ ৫৫ ॥

যাহার হাত এবং পা প্রতিচ্ছিন্ন (কাটা) এবং নাক-কান বিকল এইরূপ শতায়ু
বৃদ্ধা নারী হইতেও ব্রহ্মচারী দূরে রাহিবেন।

৪১৩। বিভূসা ইঁথিসংসন্ধি পণীয়রসভোয়ণৎ।

নরস্মস্তগবেসিস্মস বিসং তালউডং জহা ॥ ৫৬ ॥

আত্ম-গবেশণাকারীর (পুরুষ) ক্ষেত্রে বিভূষা, স্ত্রীসংসর্গ এবং প্রণীতরস (উত্তেজক
পানীয়) তালপটু বিষের (তৎক্ষণাত প্রাণনাশকারী) সমান।

৪১৪। অংগপচংগসংঠাগং চারঞ্জবিয়পেহিয়ৎ।

ইঁথীণং তং ন নিজ্ঞাএ কামরাগবিবড়গং ॥ ৫৭ ॥

নারীর অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সংস্থান (শারীরিক গঠন) চারঞ্জবাকু এবং কটাক্ষ প্রভৃতি
দেখিবেন না এবং মনোনিবেশ করিবেন না, কারণ এই বিষয়গুলি কাম-রাগ (আকর্ষণ)
বৃদ্ধি করে।

৪১৫। বিসএসু মণ্ডেসু পেমং নাভিনিবেসে।

অগিচৎ তেসিং বিনায় পরিগামং পোঞ্জলাণ উ ॥ ৫৮ ॥

(শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস এবং স্পর্শ যুক্ত) পুদ্গলের (পদার্থের) পরিগমন অনিত্য
জানিয়া ব্রহ্মচারী মনোজ্ঞ বিষয়ে প্রেমাস্ত হইবেন না।

৪১৬। পোঞ্জলাণ পরিগামং তেসিং নচা জহা তহা।

বিশীয়তাঙ্গে বিহরে সৌচৰ্ত্বেণ অঞ্জণা ॥ ৫৯ ॥

পুদ্গলের (ইত্ত্বিয় বিষয়যুক্ত) পরিগমন যেইরূপ সেইরূপই জানিয়া নিজের
আত্মাকে উপশাস্ত করিয়া ত্বক্ষণাত্ত হইয়া বিহার করিবেন।

৪১৭। জাএ সন্ধাএ নিক্খততো পরিয়ায়ট্টাণমুন্ত্রমং।

তমেব অগুপালেজ্জা গুণে আয়রিয়সম্মএ ॥ ৬০ ॥

উত্তম প্রবজ্ঞা স্থান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সেইরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ
করিয়াছেন তাহা পূর্বৰ্বৎ রক্ষিত করিয়া আচার্য-সম্মত গুণের অনুপান করিবেন।

৪১৮। তবৎ চিমং সংজ্মজোগযং চ সজ্ঞায়জোগং সয়া অহিত্তঠে।

সুরে ব সেগতএ সমন্বাউহে অলমপ্লগো হোই অলং পরেসিং ॥ ৬১ ॥
যে মুনি এই তপ, সংযমযোগ এবং স্বাধ্যায়যোগে সদা প্রবৃত্ত থাকেন তিনি নিজের
তথা অপরের রক্ষা করিতে সমর্থ হন যেমন সেনা পরিবৃত্ত হইলেও আয়ুধযুক্ত
সুসজ্জিত বীর (করিয়া থাকেন)।

৪১৯। সজ্ঞায়সজ্ঞাণরয়স্ম তাহিগো অপাবভাবস্ম তবে রয়স্ম।

বিসুজ্ঞাই জং সি মলং পুরেকডং সমীরিযং রুপ্লমনলং ব জোইণা ॥ ৬২ ॥
স্বাধ্যায় এবং সদ্ধ্যানে জীন, ত্রাতা, নিষ্পাপমতি এবং তপে রত মুনির পূর্ব সপ্তিত
মল (পাপ) বিশুদ্ধ হইয়া যায় যেমন অঁশি দ্বারা তপ্ত সোণার মল (নির্গত হইয়া
যায়)।

৪২০। সে তারিসে দুক্খসহে জিইংদি সুয়েণ জুন্তে অমমে অকিংচণে।

বিয়ায়ই কম্মঘণম্মি অবগ্রে কসিগ্র্বত্পুড়াবগমে ব চংদিমা ॥ ৬৩ ॥
ত্রি বেমি ॥

যিনি পুরোক্ত গুণে যুক্ত, দুঃখ সহনকারী, জিতেন্দ্রিয়, শ্রতবান, মমত্বরহিত এবং
অকিংখন তিনি কর্মরূপ মেষ অপ্রসারিত হইলে তেমনই শোভিত হন যেমন সম্পূর্ণ
অশ্রপুট (মেষ) বিষুক্ত চন্দ্রমা (নির্মল হয়)।

— ইহা আমি কহিতেছি।

নবম অধ্যয়ন

প্রথম উদ্দেশক

বিনয় সমাধি

৪২১। থংভা ব কোহো বা ময়ঘমায়া গুরুস্মগাসে বিনয়ং ন সিকথে।

সো চেব উ তস্ম অভুইভাবো ফলং ব কীয়ম্ব বহায় হোই ॥ ১ ॥

যে মুনি গর্ব, ক্রেত্ব, মায়া অথবা প্রমাদবশতঃ গুরুর নিকটে বিনয় শিক্ষা গ্রহণ
করে না তাহা (বিনয়ের অশিক্ষা) তাহার বিনাশকারী—যেমন কীচক (বাঁশ) ফল
তাহার বধ নিমিন্তই হইয়া থাকে।

৪২২। জে যাবি মণ্ডি ত্রি গুরং বিহুতা জহরে ইমে অঞ্জসুএ তি নচা।

হীলংতি মিচং পডিবজ্জমাগা করেংতি আসায়ণ তে গুরং ॥ ২ ॥

যে মুনি গুরুকে মন্দ (অল্প) প্রজ্ঞ, অল্প বয়স্ক এবং অল্প শ্রুত বলিয়া মনে করিয়া তাহার উপদেশ মিথ্যা মানিয়া তাহার অবহেলা করেন, তিনি গুরুর আশাতনা (গুরুত্ব হ্রাস জনিত পাপ) করেন।

৪২৩। পগষ্ঠে মৎস্য বি ভবৎতি এগে ডহরা বি য জে সুয়বুদ্ধোববেয়া।

আয়রমংতা গুণসুটুঠিঅঞ্চা জে হীনিয়া সিহিরিব ভাস কুজ্জা ॥ ৩ ॥

(কোন কোন আচার্য বয়োবৃদ্ধ হইলেও) স্ফৰ্বভগত মন্দ (অল্প) প্রজ্ঞ এবং (কোন কোন আচার্য) অল্পবয়স্ক হইলেও শ্রুত এবং বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকেন। আচারবান তথা গুণে সুস্থিরাঙ্গা আচার্য মন্দ কিংবা প্রাজ্ঞ হইয়াও যদি অবজ্ঞা প্রাপ্ত হন তাহা হইলে অগ্নির ন্যায় গুণরাশিকে ভঙ্গীবৃত্ত করিয়া থাকেন।

৪২৪। জে যাবি নাগং ডহরং তি নচা আসায়এ সে অহিয়ায় হৈই।

এবায়রিযং পি হু হীলয়ংতো নিয়চ্ছই জাইপহং খু মৎস্যে ॥ ৪ ॥

ক্ষুদ্র সর্প জানিয়া যদি কেহ তাহার আশাতনা (অবহেলা) করে তাহা হইলে সেই সর্প তাহার অহিতকারক হয়। সেইরূপ অল্পবয়স্ক আচার্যকে অবহেলাকারী মন্দ (দৃষ্ট) সংসারেই পরিভ্রমণ করে।

৪২৫। আসীবিসো যাবি পরং সুরুট্টো কিং জীবণাসাও পুরং নু কুজ্জা।

আয়রিয়পায়া পুণ অঞ্চসন্না অবোহি আসায়ণ নথি মোকখো ॥ ৫ ॥

আশীবিষ (বিষধর সর্প) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও 'জীবন নাশের' অধিক কিছু করিতে পারে না। (কিন্ত) আচার্যপাদ অপসন্ন হইলে অবোধির কারণ হন। সুতরাং আশাতনা করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় না।

৪২৬। জো পাবগং জলয়মবক্ষমেজ্জা আসীবিসং বা বি হু কোবএজ্জা।

জো বা বিসং খায়ই জীবিয়ট্টী এসোবমাসায়ণয়া গুরুণং ॥ ৬ ॥

প্রজ্ঞালিত অগ্নিকে লজ্জন করিলে, আশীবিষকে কুপিত করিলে, কিংবা জীবনের (বাঁচার) ইচ্ছা সত্ত্বেও বিষ ভক্ষণ করিলে এবং গুরুকে আশাতনা করিলে, ফল একই হয় অর্থাৎ অহিত হয়।

৪২৭। সিয়া হু সে পাবয নো ডহেজ্জা আসীবিসো বা কুবিও ন ভক্খে।

সিয়া বিসং হলাহলং ন মারে ন যাবি মোকখো গুরুলীহণ্ণাএ ॥ ৭ ॥

অগ্নি দহন নাও করিতে পারে, কুপিত হইয়াও আশীবিষ (সর্প) দংশন নাও করিতে পারে, হলাহল বিষ নাও মারিতে পারে, কিন্ত গুরুর প্রতি অবহেলা করিলে মোক্ষ সন্তুষ্ট ন হে।

৪২৮। জো পবয়ং সিরসা ভেত্তুমিছে সুতং ব সীহং পডিবোহএজ্জা।

জো বা দএ সন্তিঅঞ্চে পহারং এসোবমাসায়ণয়া গুরুণং ॥ ৮ ॥

কেহ শির দ্বারা পর্বত ভগ্ন করিতে চাহিলে, সুপ্ত সিংহকে প্রতিরোধ দান করিলে অর্থাৎ জাগাইলে, কিংবা বর্ষার অগ্রভাগ দ্বারা প্রহার করিলে, তাহা গুরুর প্রতি আশাতনার সমান হয়।

৪২৯। সিয়া হু সীমেং গিরিং পি ভিংদে সিয়া হু সীহো কুবিও ন ভক্খে।

সিয়া ন ভিংদেজ্জ ব সন্তিঅঞ্চং ন যাবি মোকখো গুরুহীলণ্ণাএ ॥ ৯ ॥
শির দ্বারা পর্বতভেদন সন্তুষ্ট হইতে পারে, কুপিত সিংহ না খাইতেও পারে, বর্ষাগ্র
ভেদনে অসমর্থ হইতে পারে, কিন্ত গুরুর প্রতি অবহেলা করিলে মোক্ষ সন্তুষ্ট ন হে।

৪৩০। আয়রিয়পায়া পুণ অঞ্চসন্না অবোহিআসায়ণ নথি মোকখো।

তস্মা অগাবাহসুভিক্ষ্মী গুরুপ্লসায়াভিমুহো রমেজ্জা ॥ ১০ ॥

আচার্যপাদ অপসন্ন হইলে বোধি লাভ হয় না। আশাতনায় মোক্ষ লাভ হয় না।
সেইহেতু মোক্ষসুখাভিলাষী মুনি গুরুকৃপার অভিমুখে রহিবেন।

৪৩১। জহাহিয়ন্নী জলনং নমংসে নাগাঙ্গমংতপয়াভিসিংং।

এবায়রিযং উপচিত্তেজ্জা অগন্তাগোবগও বি সংতো ॥ ১১ ॥

মেইরূপ আহিতাগ্নি ব্রাহ্মণ নানা আহুতি এবং মন্ত্রপদ দ্বারা অভিযিত্ত অগ্নিকে
নমস্কার করিলে, সেইরূপ অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও শিয় আচার্যকে বিনয়পূর্বক সেবা
করিবেন।

৪৩২। জস্মস্তি ধম্পগয়াই সিক্খে তস্মস্তি বেগইয়ং পটংজে।

সক্তারএ সিরসা পংজলীও কায়ন্নিরা বো মণসা য নিচ্ছং ॥ ১২ ॥

যাঁহার নিকট ধর্মপদের শিক্ষালাভ করেন, তাঁহার প্রতি বিনয় প্রয়োগ করিবেন।
মস্তক নমিত করিয়া, হাতজোড় করিয়া কায়া, বাণী এবং মন দ্বারা সংকার (সেবা)
করিবেন।

৪৩৩। লজ্জা দয়া সংজ্ঞম বংভচেরং কল্যাণভাগিম্স বিসোহিঠ্ণং।

জে মে গুরু সয়য়মগুসাসয়তি তে হং গুরু সয়য়ং পূয়ামি ॥ ১৩ ॥

লজ্জা (অকরণীয় হইতে), দয়া, সংযম এবং ব্ৰহ্মচার্য কল্যাণভাগী সাধুর নিমিত্ত
বিশেধিষ্ঠল। যে গুরু আমাকে এই বিষয়গুলির সতত শিক্ষা দান করেন, আমি তাঁহাকে
সতত পূজা করি।

৪৩৪। জহা নিসংতে তবগচ্ছিমালী পতাসঙ্গ কেবলভাৰহং তু।

এবায়রিও সুয়সীলবুদ্ধি বিৱায়ই সুৱমঞ্জে ব ইংদো ॥ ১৪ ॥

যে দেব, যক্ষ এবং গুহক সুবিনোত, দেখা যায় তাহারা ঝদি এবং মহান् যশ
প্রাপ্ত হইয়া সুখ অনুভব করে।

৪৪৯। জে আয়রিয়াউবজ্ঞায়াগং সুম্পসুবয়ণংকরা

তেসিং সিক্খা পবড়চতি জলসিত্তা ইব পায়বা ॥ ১২ ॥

যে মুনি আচার্য এবং উপাধ্যায়ের শুশ্রাব্যা এবং আজ্ঞা পালন করেন তাহার শিক্ষা
জলসিদ্ধিত বৃক্ষের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৪৫০। অঞ্জগঠ্টা পরট্টা বা সিঙ্গা নেউগিয়াণি য়।

গিহিগো উপভোগট্টা ইহলোগম্স কারণ ॥ ১৩ ॥

যে গৃহী নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য লৌকিক উপভোগের নিমিত্ত শিল্প
এবং নৈপুণ্য শিখিয়া থাকে—

৪৫১। জেণ বংধৎ বহং ঘোরং পরিয়াবৎ চ দারণং।

সিক্খমাণা নিয়চ্ছতি জুন্তা তে ললিইংদিয়া ॥ ১৪ ॥

সেই জন ললিতেন্দ্রির (বিনীত) ইহলেও শিক্ষাকালে (শিক্ষক দ্বারা) ঘোর, বৰ্ক,
বধ এবং দারণ পরিতাপ প্রাপ্ত করে।

৪৫২। তে বি তৎ গুরং পূর্ণতি তম্স সিঙ্গম্স কারণা।

সকারেণ্তি নমংসংতি তৃঠ্টা নিদেসবজ্ঞিগো ॥ ১৫ ॥

তথাপি তাহারা সেই শিল্পের জন্য গুরুকে পূজা করে, সৎকার (সেবা) করে,
নমস্কার করে এবং সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করে।

৪৫৩। কিং পুণ জে সুয়াহী অণ্ডত্বিয়কামএ।

আয়রিয়া জং বং ভিক্ষু তম্হ তৎ নাইবন্তে ॥ ১৬ ॥

যিনি আগম জ্ঞান প্রাপ্তিতে তৎপর এবং অনন্তর্হিত (মোক্ষ) কামী তাঁহার সম্বন্ধে
অতিরিক্ত কি বলা যাইতে পারে? সেইজন্য আচার্য যেইরূপ কহিবেন, ভিক্ষু তাহার
উল্লজ্জন করিবেন না।

৪৫৪। নীয়ং সেজং গইং ঠাণং নীয়ং চ আসণাণি য়।

নীয়ং চ পাএ বংদেজা নীয়ং কুজ্জা য় অংজলিং ॥ ১৭ ॥

ভিক্ষু আচার্যের নীচে শয্যা রাখিবেন, নিম্নগতি অর্থাৎ পশ্চাত গমন করিবেন,
নীচে দাঁড়াইবেন, নীচে আসন রাখিবেন, নত হইয়া অঞ্জলি অর্থাৎ হাতজোড় করিবেন।

৪৫৫। সংঘট্টিত্বা কাএগ তহু উত্তীর্ণামবি।

খমেহ অবরাহৎ মে বংজ্জ ন পুণো তি য় ॥ ১৮ ॥

শরীর, উপকরণ দ্বারা অথবা অন্য কোন ভাবে আচার্যকে স্পর্শ করিলে শিষ্য
এইরূপ বলিবেন—অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি এইরূপ আর করিব না।

৪৫৬। দুঁঁড়া বা পওঁএণং চেইও বহঙ্গ রহং।

এবং দুবুদ্ধি কিচাণং বুতো বুতো পকুবন্দ ॥ ১৯ ॥

যেইরূপ দুষ্ট বলদ চাবুক প্রভৃতি দ্বারা প্রেরিত হইয়া রথ বহন করে, সেইরূপ
দুবুদ্ধি শিষ্য আচার্য দ্বারা বারংবার কথিত হইয়া কার্য করে।

৪৫৭। আলবৎতে লবৎতে বা ন নিসেজ্জাএ পডিসুঁশ্বে।

মোক্তুং আসণং ধীরো সুম্পসুাএ পডিসুঁশ্বে ॥ ২০ ॥

বুদ্ধিমান্ শিষ্য গুরু কর্তৃক একবার কথিত হইলে কখনও বসিয়া থাকিবেন না,
আসন ত্যাগ করিয়া শুশ্রাব্যা সহিত তাঁহার বচন স্থীকার করিবেন।

৪৫৮। কালং ছংদোবয়ারং চ পডিলেহিত্তাণ হেউহিং।

তেগ তেগ উবাএণ তৎ তৎ সংপত্তিবায় ॥ ২১ ॥

কাল, অভিপ্রায় এবং আরাধনা বিধি প্রভৃতি হেতু দ্বারা জাত হইয়া (অর্থাৎ উক্ত
বিষয় কখন আচার্যের উপযুক্ত জানিয়া) তদনুকূল উপায় দ্বারা তৎ তৎ প্রয়োজন
সম্প্রতিপাদন করিবেন অর্থাৎ পূরণ করিবেন।

৪৫৯। বিবত্তী অবিশীয়ম্স সংপত্তি বিগিয়ম্স য়।

জম্পেসয়ং দুহও নায়ং সিক্খৎ সে অভিগচ্ছই ॥ ২২ ॥

অবিনীতের বিপত্তি এবং বিনীতের সম্পত্তি লাভ হয়। যিনি এই দুইটি বিষয়ে
আত তিনি শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

৪৬০। জে যাবি চংডে মহাইড্বিগারবে পিসুণে নরে সাহস হীগপেসগে।

অদিত্তধ্যে বিগএ অকেবিএ অসংবিভাগী ন হ তম্স মোক্তো ॥ ২৩ ॥

যে চতু, বুদ্ধি তথা ঝদিতে গর্বিত, পিণ্ডন (নিন্দুক), সাহসিক (হিংসা
অর্থে), গুরুর আজ্ঞা অবহেলাকারী, অদৃষ্ট (অজ্ঞাত) ধর্ম, বিনয়ে নিপুণ নহে এবং
অসংবিভাগী (অন্য সাধুদের আহাৰ্য পরিমাণমত প্রদান করে না) সে মোক্ষ লাভ
করে না।

৪৬১। নিদেসবত্তী পুণ জে গুরণং সুয়ুত্থম্যা বিগয়শ্চি কোবিয়া।

তরিত্তু তে ওহমিণং দুরুত্তরং খবিত্তু কম্বং গইমুত্তেং গয়া ॥ ২৪ ॥

তি বেমি ॥

কিন্তু যিনি গুরু আজ্ঞা পালনকারী, গীতার্থ (যাহার দ্বারা ধর্ম এবং অর্থ শ্রদ্ধ
হইয়াছে), বিনয়ে নিপুণ, তিনি এই দুষ্টর সংসার সমুদ্র পার করিয়া, কর্ম ক্ষয় করিয়া
উত্তম গতি লাভ করেন।

—ইহা আমি কহিতেছি।

দশবৈকালিক সূত্র

নবম অধ্যয়ন

তৃতীয় উদ্দেশক

বিনয়-সমাধি

৪৬২। আয়রিয়ৎ অগ্নিমিবাহিয়ালী সুস্মসমাগো পতিজাগরেজ্জা।

আলোইয়ৎ ইংগিয়মে নচা জো ছন্দমারাহয়ই স পুজ্জো ॥ ১ ॥

যেমন অহিতাগ্নি (হবন কর্তা) অগ্নির শুক্রায়া নিমিত্ত সজাগ থাকেন, তেমনই যিনি আচার্যের সেবায় সজাগ থাকেন, আচার্যের আলোকিত (দৃষ্টি) তথা ইঙ্গিত জানিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের আরাধনা করেন, তিনি পূজ্য।

৪৬৩। আয়রমট্ঠা বিগ্যৎ পউংজে সুস্মসমাগো পরিগঞ্জা বকং।

জহোবইট্ঠৎ অভিকংখমাগো গুরং তু নাসায়ং স পুজ্জো ॥ ২ ॥

যিনি আচরণে বিনয়যুক্ত। যিনি আচার্যের বাণী শুনিবার ইচ্ছা পোষণ করিয়া এবং তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুকূল আচরণ করেন, যিনি গুরুর আশাতন্ত্র (হিংসা)করেন না তিনি পূজ্য।

৪৬৪। রাইগিএসু বিগ্যৎ পউংজে ডহরা বি য় জে পরিয়ায়জেট্ঠা।

নিয়ন্ত্রণে বট্টই সচ্চবাদ্য ওবাবয়ৎ বক্করে স পুজ্জো ॥ ৩ ॥

যিনি অগ্নবয়ক কিন্তু দীক্ষাকাল-হেতু জ্যোষ্ঠ পূজ্নীয় সাধুগণের প্রতি বিনয়যুক্ত, নশ ব্যবহারযুক্ত, সত্যবাদী, গুরুর সমীপে হিত এবং গুরুর আজ্ঞা পালনকারী তিনি পূজ্য।

৪৬৫। অগ্নায় উৎং চরদ্ব বিসুদ্ধং জবগ্র্যত্যা সম্ম্যাণং চ নিচৎ।

অলদ্বুয়ৎ নো পরিদেবএজ্জা লদ্ধুং ন বিকথ্যদ্য স পুজ্জো ॥ ৪ ॥

যিনি জীবন যাপনের জন্য বিশুদ্ধ সামুদায়িক অজ্ঞাত-উৎপ্তি (ভিক্ষা) চর্যা করেন, ভিক্ষা না পাইলে খিল হন না, পাইলে খায়া করেন না, তিনি পূজ্য।

৪৬৬। সংথারসেজাসনভত্পাণে অগ্নিচ্ছ্যা অহিলাভে বি সংতে।

জো এবমগ্নভিতোসএজ্জা সংতোসপাহনরএ স পুজ্জো ॥ ৫ ॥

সংস্তারক (বিছনা), শয্যা, আসন, ভোজন এবং পানীয় অধিক প্রাপ্ত হইলেও যিনি অঞ্জেছু, নিজেকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং সন্তোষ-প্রধান জীবনে রত, তিনি পূজ্য।

৪৬৭। সকা সহেতু আসাএ কংটয়া অওময়া উচ্ছহয়া নরেণং।

অগ্নাসএ জো উ সহেজ কংটএ বইমএ কংসরে স পুজ্জো ॥ ৬ ॥

মানুষ ধনলাভের আশায় লৌহময় কটক সহ করে কিন্তু যিনি আশারহিত হইয়া কর্মে আধাতকারী বচন-কটক সহ করেন তিনি পূজ্য।

বিনয় সমাধি

৪৬৮। মুঢন্দুকথা হ হবতি কংটয়া অওময়া তে বি তসো সুউদ্বৰ।

বায়াদুরংত্বাণি দুরংদুরাণি বেরাগুবংধীণি মহব্ভয়াণি ॥ ৭ ॥

লৌহময় কটক স্বল্পকাল দৃঢ়দৰায়ী হয় এবং শরীর হইতে তাহা সহজে নিষ্কাশন করা যায়, কিন্তু দুর্বচনরূপ কটক সহজে নিষ্কাশিত হয় না, বৈরিতারক্ষণকারী এবং মহাভয়ানক।

৪৬৯। সমাবয়ৎ বয়গভিভায়া কংগয়া দুশ্মণিয়ৎ জগৎতি।

ধশ্মো ত্বি কিচ্চা পরমঘসুরে জিইংদিএ জো সহই স পুজ্জো ॥ ৮ ॥

অজ্ঞাতবচন কর্মে প্রবেশ করিয়া দৌর্মন্স্য উৎপন্ন করে। তিনি শূর ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান, জিতেন্দ্রিয়, ইহা আমার ধর্ম—এইরূপ মানিয়া তাহা সহন করেন তিনি পূজ্য।

৪৭০। অবঘবায়ৎ চ পরম্পুহস্ম পচকক্ষও পতিগীয়ৎ চ ভাসং।

ওহারিগিং অগ্নিয়কারিগিং চ ভাসং ন ভাসেজ সয়া স পুজ্জো ॥ ৯ ॥

যিনি পিছনে অবর্ণবাদ বলেন না, সামনে বিরোধী বচন বলেন না, যিনি অবধারিণী (সংশয় উৎপন্নকারীণী) এবং অধিয়কারিণী ভাষা বলেন না তিনি সদা পূজ্য।

৪৭১। আলোলুএ অকুহএ আমাই অপিসুণে যাবি অদীগবিতি।

নো ভাবএ নো বি য় ভাবিয়াল্পা অকোউহল্লে য সয়া স পুজ্জো ॥ ১০ ॥

যিনি রস (আহার) লোলুপ নন, জাদুদ্বারা আশৰ্য অদর্শনকারী নন, কপটতাহীন, মিথ্যাদোয়ারোপকারী নন, অন্যের দ্বারা নিজের উৎকর্ষ বর্ধন করান না এবং নিজের জন্যও তাহা করেন না, যিনি কৌতুহল প্রকাশ করেন না, তিনি সদা পূজ্য।

৪৭২। গুণেহি সাহ অগুণেহিসাহ গিন্ধাহি সাহগুণ মুংচঅসাহ।

বিয়াগিয়া অগ্নগমঞ্চএগৎ জো রাগদোসেহিং সমো স পুজ্জো ॥ ১১ ॥

গুণের দ্বারা সাধু এবং অগুণের দ্বারা অসাধু হয়। সেইজন্য সাধু-গুণ অর্থাৎ সাধুত্ব গ্রহণ কর এবং অসাধুগুণ অর্থাৎ অসাধুত্ব ত্যাগ কর। যিনি আত্মার দ্বারা আত্মাকে জ্ঞাত হইয়া রাগ এবং দ্বেষ অবহায় সম অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকেন তিনি পূজ্য।

৪৭৩। তহেব ডহরং ব মহল্লগং বা ইষ্টোপুমং পৰবইয়ৎ গিহিং বা।

নো হীলএ নো বি য় খিসএজ্জা থংভৎ চ কোহং চ চ চ স পুজ্জো ॥ ১২ ॥

যিনি বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, প্রবাজিত অথবা গৃহহকে দুশ্চরিত্র অবস্থা স্মরণ করাইয়া লজ্জিত করেন না, নিন্দা করেন না, যিনি গর্ব এবং ত্রোধ ত্যাগ করিয়াছেন তিনি পূজ্য।

৪৭৪। জে মাণিয়া সয়য়ৎ মাণয়ৎতি জত্তেন কং ব নিবেসয়ৎতি।

তে মাণে মাণরিহে তবস্মী জিইংদিএ সচ্চরএ স পুজ্জো ॥ ১৩ ॥

পিতা যেমন স্বীয় কন্যাকে যত্পূর্বক যোগ্যকুলে স্থাপন করেন সেইরূপ সম্মানিত আচার্য স্বীয় শিয়াগণকে শ্রাতগ্রহণে প্রেরিত করিয়া যোগ্যমার্গে স্থাপন করেন। সেই মাননীয়, তপস্থী, জিতেন্দ্রিয় এবং সত্যরত আচার্যগণকে যিনি সম্মান করেন তিনি পৃজ্য।

৪৭৫। তেসিৎ গুরুণং গুণসাগরাণং সোচাগ মেহাবি সুভাসিয়াইং।

চরে মূলী পংচরএ তিণ্ডো চটুক্সায়াবগএ স পুজ্জো ॥ ১৪ ॥

যে মেধাবী মুনি সেই গুণ সাগর গুরুগণের সুভাষিত শুনিয়া তাহাদের আচরণ করেন, পঞ্চমহাব্রতে (অহিংসা, সত্য, অস্ত্রে, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ) রত (মন, বচন এবং শরীর দ্বারা) যিনি গুণ্ঠ তথা চতুষ্কাষায় (ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ) দ্বর করেন তিনি পৃজ্য।

৪৬৭। গুরুমিহ সয়ঃ পতিয়ারিয় মুণী জিগময়নিউণে অভিগমকুসলে।

ধুণিয় রয়মলং পুরেকডং তাসুরমউলং গইং গয় ॥ ১৫ ॥

ত্বি বেমি ॥

এই লোকে সতত গুরসেবা করিয়া, জিন-মতনিপুণ (আগম নিপুণ) এবং অভিগম (বিনয়-প্রতিপন্থিতে) কুশল মুনি পূর্বকৃত রজঃ এবং মলকে পরিষ্কার করিয়া প্রকাশযুক্ত অনুপম গতি প্রাপ্ত হন।

—ইহা আমি কহিতেছি।

নবম অধ্যয়ন

চতুর্থ উদ্দেশ্যক

বিনয়-সমাধি

৪৭৭। সুয়ং মে আউসং তেণং ভগবর্যা এবমক্খায়ং—ইহ খলু থেরেহিং ভগবংতেহিং চতুরি বিগয়সমাহিট্ঠাণা পৱত্তা ॥ ১ ॥

আয়ুষ্মান! আমি শুনিয়াছি ভগবান् (প্রজ্ঞাপক আচার্য প্রভবশামী) কর্তৃক ইহ উক্ত হইয়াছে যে এই নির্গুহ প্রবচনে স্থবির ভগবান্ (গণধর) বিনয়-সমাধির চার স্থান প্রজ্ঞাপিত করিয়াছেন।

৪৭৮। কয়রে খলু তে থেরেহিং ভগবংতেহিং চতুরি বিগয়সমাহিট্ঠাণা পৱত্তা। স্থবির ভগবান্ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত বিনয় সমাধির চার স্থান (প্রকার) কি কি?

ইমে খলু তে থেরেহিং ভগবংতেহিং চতুরি বিগয়সমাহিট্ঠাণা পৱত্তা তৎ জহা—

বিগয়সমাধি, সুয়সমাধি, তবসমাধি আয়ারসমাধি ॥ ২ ॥

স্থবির ভগবান্ কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত বিনয়-সমাধির চার স্থান হইল এইরূপ। যথা-বিনয়সমাধি, শ্রুতসমাধি, তপঃসমাধি, এবং আচারসমাধি।

৪৭৯। বিগএ সুএ অ তবে আয়ারে নিচৎ পংডিয়া।

অভিরাময়তি অঞ্চাণং জে ভবতি জিইংদিয়া ॥ ৩ ॥

শাহারা জিতেন্দ্রিয় সেই পশ্চিতগণ নিজের আয়াকে সদা বিনয়, শ্রুত, তপ এবং আচারে লীন করিয়া রাখেন।

‘চটুবিহা খলু বিনয়সমাধী ভবই তৎ জহা—অণুসাসিজ্জতো সুম্পসই, সম্মং সংপত্তিবজ্জই, বেয়ারাহয়ই, ন য ভবই অন্তসংপন্নাহি।

চটুখং পয়ং ভবই।

ভবই য ইথ সিলোগো’—

বিনয়-সমাধি হইল চতুর্বিধি। যথা—শিয়া আচার্যের অনুশাসন শুনিতে চাহে, অনুশাসনকে সমাগ্রাপে স্বীকার করে, বেদ অর্থাং জ্ঞানের আরাধনা করে, গর্ব করে না। ইহা হইল চতুর্থপদ এবং এই স্থলে (বিনয়-সমাধি প্রকরণে) একটি শ্লোক আছে।

৪৮০। পেহেই হিয়াগুসণং সুম্পসই তৎ চ পুণো অহিট্ঠে।

ন য মাগমএণ মজ্জই বিনয়সমাধী আয়াটুঠিএ ॥ ৪ ॥

মোক্ষার্থী মুনি হিতানুশাসন অভিলাষ করেন, শুশ্রাব করেন অর্থাং সম্যগু রূপে গৃহণ করেন, অনুশাসনের অনুকূল আচরণ করেন। ‘আমি বিনয় সমাধিতে কুশল’—এইরূপ গবেষ উন্মত্ত হন না।

চটুবিহা খলু সুয়সমাধী ভবই। তৎ জহা—সুয়ং মে ভবিস্মই তি অঞ্চাইয়বং ভবই, এগাচিতো ভবিস্মামি তি অঞ্চাইয়বং ভবই, অঞ্চাণং ঠাবইস্মামি তি অঞ্চাইয়বং ভবই, ঠিও পরং ঠাবইস্মামিতি অঞ্চাইয়বং ভবই। চটুখং পয়ং ভবই। ভবই য ইথ সিলোগো।

শ্রুত সমাধি হইল চতুর্বিধি। যথা—‘আমার শুত লাভ হইবে’—সেই হেতু অধ্যয়ন করা উচিত, ‘আমি একাগ্র চিন্ত হইব’—সেই হেতু অধ্যয়ন করা উচিত, ‘আমি ধর্মে হিত হইয়া অন্যদের ধর্মে স্থাপন করিব’—সেই হেতু অধ্যয়ন করা উচিত। ইহা হইল চতুর্থ পদ এবং এই স্থলে (শ্রুত সমাধি প্রকরণে) একটি শ্লোক আছে।

৪৮১। নাগমেঘাচিতো য ঠিও ঠাবয়ই পরং।

সুয়াণি য অহিজ্জতা রও সুয়সমাহিএ ॥ ৫ ॥

অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞান হয়, চিত্ত একাগ্র হয়, (মুনি) ধর্মে স্থিত হন এবং অন্যদেরও স্থিত করেন তথা অনেক প্রকার শৃঙ্খল অধ্যয়ন করিয়া শৃঙ্খল সমাধিতে রত হন।

চটুবিহা খলু তবসমাহী ভবই। তৎ জহা—নো ইহলোগট্ঠয়াএ
তবমহিট্ঠেজ্জা, নো পরলোগট্ঠয়াএ তবমহিট্ঠেজ্জা, নো কিন্তিবঞ্চ-
সদসিলোগট্ঠয়াএ তবমহিট্ঠেজ্জা, নমখ নিজ্জরট্ঠয়াএ
তবমহিট্ঠেজ্জা। চটুখ পয়ং ভবই।

ভবই য ইথ সিলোগো—

তপঃসমাধি হল চতুর্বিধি। যথা—ইহলোকের (ভোগবিলাসের) জন্য তপ করা উচিত নহে, পরলোকের (পারলোকিক ভোগবিলাসের) জন্য তপ করা উচিত নহে, কীর্তি, বর্ণ, শব্দ এবং শ্লোক নিমিত্ত তপ করা উচিত নহে, নির্জরা (কর্মক্ষয়) ব্যতীত কোন উদ্দেশ্যেই তপ করা উচিত নহে। ইহা হইল চতুর্থ পদ এবং এই স্থলে (তপঃসমাধি প্রকরণে) একটি শ্লোক আছে।

৪৮২। বিবিধগুণতবোরএ য নিচৎ ভবই নিরাসএ নিজ্জরট্ঠিএ।

তবসা ধুণই পুরাগপাবগং ভুতো সয়া তবসমাহীএ ॥ ৬ ॥

সদা বিবিধগুণযুক্ত তপে রত মুনি (ভৌতিক) প্রতিফলের ইচ্ছা রাখিত হন। তিনি কেবল নির্জরার অর্থাৎ, তপ দ্বারা পূর্বকৃত কর্মের শোধন করিয়া তপঃসমাধিতে সদা যুক্ত হন।

চটুবিহা খলু আয়ারসমাহী ভবই। তৎ জহা—নো ইহলোগট্ঠয়াএ
আয়ারমহিট্ঠেজ্জা, নো পরলোগট্ঠয়াএ আয়ারমহিট্ঠেজ্জা, নো
কিন্তিবঞ্চসদসিলোগট্ঠয়াএ আয়ারমহিট্ঠেজ্জা, নমখ অরহংতেহং

ভবই য ইথ সিলোগো—

আচার সমাধি চতুর্বিধি। যথা—ইহলোকের জন্য আচার পালন করা উচিত নহে, পরলোকের জন্য আচার পালন করা উচিত নহে, কীর্তি, বর্ণ, শব্দ এবং শ্লোক নিমিত্ত আচার পালন করা উচিত নহে। আর্হৎ-হেতু (সংবর এবং নির্জরা হেতু) ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহার পালন করা উচিত নহে। ইহা হইল চতুর্থ পদ এবং এই স্থলে (আচার সমাধি প্রকরণে) একটি শ্লোক আছে।

৪৮৩। জিগবয়ণরএ অণ্তিতিগে পতিপুঁয়ায়মায়রট্ঠিএ।

আয়ারসমাহিসংবুড়ে ভবই য দৎতে ভাবসংধে ॥ ৭ ॥

যিনি জিন বচনে রত, যিনি প্রলাপ করেন না, যিনি সূর্যার্থে প্রতিপূর্ণ, যিনি অত্যন্ত মোক্ষার্থী, তিনি আচারসমাধির দ্বারা সংবৃত হইয়া ইন্দ্রিয় এবং মনের দমনকারী তথা মোক্ষকে সমীক্ষে আনয়ন করেন।

৪৮৪। অভিগম চটুরো সমাহিত সুবিসুদো সুসমাহিয়গ্নে।

বিউলহিয়সুহাবহং পুণো কুবই সো পয়খেমমঙ্গো ॥ ৮ ॥

যিনি চতুর্বিধ সমাধি জ্ঞাত হইয়া সুবিশুদ্ধ এবং সুসমাহিত চিন্ত্যুক্ত হন, তিনি নিজের জন্য বিপুল হিতকারী এবং সুখকর মোক্ষ প্রাপ্ত করেন।

৪৮৫। জাইমরণও মুচন্ত ইথংথং চ চয়ই সববসো।

সিদ্ধে বা ভবই সাসএ দেবে বা অপ্লরএ সহিড্চিএ ॥ ৯ ॥

ত্বি বেমি ॥

তিনি জাম-মৃত্যু হইতে মুক্ত হন, নরকাদি সকল অবস্থাকে ত্যাগ করেন। এইভাবে তিনি শাশ্বত মোক্ষ প্রাপ্ত হন অথবা অল্প কর্ম যুক্ত মহার্দিক দেবত্ব প্রাপ্ত হন।

—ইহা আমি কহিতেছি।

দশম অধ্যয়ন

সভিক্ষ্ম

৪৮৬। নিকথমানাএ বৃন্দবয়ণে নিচৎ চিন্তসমাহিত হবেজ্জা।

ইগ্রীণ বসৎ ন যবি গচ্ছে বৎৎৎ নো পতিয়ায়দ জে স ভিক্খু ॥ ১ ॥

যিনি তীর্থকরের উপদেশে নিষ্ঠুরণ করিয়া, নির্গৃহপ্রবচনে সদা সমাহিত চিন্ত হন, যিনি ত্রীলোকের বশীভৃত হন না, যিনি বমন পান করেন না (অর্থাৎ ভোগ্য বস্ত্র পুনরায় সেবন করেন না)—তিনি ভিক্ষু।

৪৮৭। পুঢ়বিং ন ঘণে ন খণাবএ সীওদগং ন পিএ ন পিয়াবএ।

অগণিসথৎ জহা সুনিসিরং তৎ ন জলে ন জলাবএ জে স ভিক্খু ॥ ২ ॥

যিনি পৃথিবী খনন করান না, শীতোদক (সচিত্ত উদক) পান করেন না এবং পান করান না, শন্ত্রের সমান সুতীক্ষ্ম অগ্নি প্রজ্ঞলিত করেন না, তিনি ভিক্ষু।

৪৮৮। অনিলেণ ন বীৰ ন বিয়াবএ হরিয়াণি ন ছিংদে ন ছিংদাবএ।

বীয়াণি সয়া বিবজ্জয়ত্তো সচিত্ত নাহারএ জে স ভিক্খু ॥ ৩ ॥

যিনি তালপত্র প্রভৃতি দ্বারা বাতাস করেন না এবং বাতাস করান না, হরিৎ (বৃক্ষ) ছেন করেন না এবং ছেন করান না, যিনি বীজ সদা বর্জন করেন (স্পর্শ করেন না), যিনি সচিত্ত খাদ্য আহার করেন না, তিনি ভিক্ষু।

৪৮৯। বহণৎ তসথাবরাণ হেই পুঢবিগণকট্ঠনিস্পিয়াগং।

তস্মা উদেসিযং ন ভুংজে নো বি পএ ন পয়াবএ জে স ভিক্খু ॥ ৪ ॥

ভোজ তৈয়ার করিতে পৃথিবী, তৃণ এবং কাষ্ঠের আশ্রয়ে স্থিত ত্রস-স্থাবর জীবের বধ হয়, সেইহেতু যিনি উদ্দেশিক (তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত) আহার করেন না, যিনি স্বয়ং পাক করেন না এবং অন্যের দ্বারা পাক করান না—তিনি ভিক্ষু।

৪৯০। রোইয় নায়পুন্ডবয়ণে অঙ্গমে মনেজ ছঞ্চি কাএ।

পঞ্চ য ফাসে মহববয়াইং পঞ্চাসবসংবরে জে স ভিক্খু ॥ ৫ ॥

যিনি জ্ঞাতপুত্রের বচনে শ্রদ্ধা রাখিয়া ছয় কায় (সকল জীব)- কে আত্মসম মনে করেন, তিনি পাঁচ মহারত পালন করেন, যিনি পাঁচ আশ্রয়ের সংবরণ করেন—তিনি ভিক্ষু।

৪৯১। চতুরি বমে সয়া কসাএ ধুবযোগী য বহেজ বুন্দবয়ণে।

অহণে নিজায়ারবরয়ে গিহিজোগং পরিবজ্জে জে স ভিক্খু ॥ ৬ ॥

যিনি চারপ্রকার ক্ষয় (ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ) পরিত্যাগ করেন, যিনি নির্গুণ প্রবচনে ধ্রুবযোগী, যিনি অধন, সুর্বণ-রজত রহিত, যিনি গৃহী-যোগ (ক্রয়বিক্রয় আদি) বর্জন করেন—তিনি ভিক্ষু।

৪৯২। সম্মাদিত্তী সয়া অমৃতে আথি হ নাগে তবে সংজমে য।

তবসা ধুণই পুরাণপাবগং মণবয়কায়সুসংবুডে জে স ভিক্খু ॥ ৭ ॥

যিনি সম্যগ্দর্শী, যিনি সদা অমৃত, যিনি জ্ঞান, তপ এবং সংযমের অস্তিত্বে আহ্বাবান, যিনি তপের দ্বারা পূর্বকৃত পাপকে প্রকল্পিত করেন, যিনি মন, বচন এবং কায় দ্বারা সুসংবৃত—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৩। তহেব অসণং পাণগং বা বিবিহং খাইসমাইমং লভিত্ত।

হেহী অট্টো সুএ পরে বা তৎ ন নিহে ন নিহাবএ জে স ভিক্খু ॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত বিধির দ্বারা বিবিধ অশন, পানীয়, খাদ্য এবং স্বাদ্য প্রাপ্ত করিয়া —
'কাল অথবা পরশু ইহা ব্যবহৃত হইবে' এইরূপ চিন্তা করিয়া যিনি সন্নিধি (সংঘর্য) করেন না এবং করান না—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৪। তহেব অসণং পাণগং বা বিহিহং খাইমসাইমং লভিত্ত।

ছব্দিয় সাহন্মিয়াণ ভুংজে ভোচা সংজ্ঞায়রএ য জে সে ভিক্খু ॥ ৯ ॥

পূর্বোক্ত বিধির দ্বারা বিবিধ অশন, পানীয়, খাদ্য এবং স্বাদ্য প্রাপ্ত করিয়া যিনি সাধার্মিক (সমানধর্মী) সাধুগণকে নিমন্ত্রিত করিয়া ভোজন করেন, ভোজনাত্তে যিনি স্বাধ্যায় করেন—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৫। ন য বুঝিয়ীং কহং কহেজা ন য কুঞ্চে নিহিত্বিএ পসংতে।

সংজমধুবজোগজুতে উবসংতে অবিহেডএ জে স ভিক্খু ॥ ১০ ॥

যিনি কলহকারী কথা বলেন না, যিনি কুপিত হন না, যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল অনুদ্বৃত, যিনি অশাস্ত্র, যিনি সংযমে ধ্রুবযোগী, যিনি উপশাস্ত্র, যিনি অন্যকে তিরক্ষার করেন না—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৬। জো সহই হ গামকংটএ অকোসপহারতজ্জগাও য।

ভয়ভেরবসন্দসংপহাসে সমসহুক্ষসহে য জে স ভিক্খু ॥ ১১ ॥

যিনি কণ্টকসদৃশ ইন্দ্রিয়-বিষয়, আক্রেশ বচন, প্রহার, তর্জন, ভৃত-প্রেত প্রভৃতির ভয়ানক শব্দযুক্ত অট্টহাস সহন করেন তথা সুখ এবং দুঃখকে সমভাব পূর্বক সহন করেন—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৭। বডিমং পতিবজ্জিয়া মসানে নো ভায়এ ভয়ভেরবাইং দিস্ম।

বিবিহণ্গতবোরএ য নিচৎ ন সীরৱং চাভিকংখ্টি জে স ভিক্খু ॥ ১২ ॥

যিনি শাশানে প্রতিমা (ধ্যান প্রক্রিয়া) ধারণ করিয়া অত্যন্ত ভয়জনক দৃশ্য দেখিয়াও ভয় পান না, যিনি বিবিধ গুণ এবং তপে রত, যিনি শরীরের আকাঙ্ক্ষা করেন না—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৮। অসইং বোস্ট্টচন্দেহে অকুট্টঠে ব হএ ব লুসিএ বা।

পুটবি সমে মুণী হবেজা অনিয়াগে অকোউহঞ্জে য জে স ভিক্খু ॥ ১৩ ॥

যে মুনি বার-বার দেহের (মমত) বৃৎসর্গ এবং ত্যাগ করেন, আক্রেশ, আঘাত তথা ক্ষত হইলেও যিনি পৃথিবীর ন্যায় সর্বসহ, যিনি নিদান (তপের ঐহিক ফলাঙ্গনকা) করেন না, যিনি কৌতুহলী নহেন—তিনি ভিক্ষু।

৪৯৯। অভিভূয় কাএণ পরীসহাই সমুদ্বৰে জাইপহাও অঞ্জয়ং।

বিহিত্তু জাইমরং মহব্ভয়ং তবে রএ সামণি জে স ভিক্খু ॥ ১৪ ॥

যিনি কায়দারা পরিবহ (অনুকূল-প্রতিকূল পরিহিতি তথা মনোভাব) জয় করিয়া জাতি পথ (সংসার) হইতে নিজেকে উদ্ধার করেন। যিনি জন্ম মরণকে মহাভয় জ্ঞাত হইয়া শ্রামণ্য তপে রত থাকেন —তিনি ভিক্ষু।

৫০০। হথসংজএ পায়সংজএ বায়সংজএ সংজইংদিএ।

অঞ্জপরএ সুসমাহিয়া সুন্তথং চ বিয়াগট জে স ভিক্খু ॥ ১৫ ॥

যিনি হস্ত-সংযত, পদসংযত, বাণী-সংযত তথা ইন্দ্রিয়-সংযত, অধ্যাত্মে রত, যিনি স্বাভাবিকভাবেই সমাধিষ্ঠ, যিনি সূত্র এবং অর্থ যথার্থরাগে জানেন—তিনি ভিক্ষু।

৫০১। উবহিমি অমুচিত্র অগিকে অন্নায়উংগুল নিষ্পুলাএ।

কয়বিক্রয়সন্নিহিত বিরএ সবসংগাবগএ য জে স ভিক্খু ॥ ১৬ ॥

যে মুনি বন্দ্রাদি উপাধিতে অমূর্চিত, যিনি অগৃহ, অজ্ঞাতকুলে ভিক্ষা এষণাকারী, যিনি সংযমকে অসারকারী দোষ হইতে মুক্ত, যিনি ক্রয় বিক্রয় এবং সম্পত্তি হইতে বিরত, যিনি সকল ধৰ্কার সঙ্গ হইতে রাহিত—তিনি ভিক্ষু।

৫০২। অলোলভিক্ষু ন রসেসু গিজ্বে উৎছং চরে জীবিয় নাভিকংখে।

উত্তিং চ সক্তারণ পূয়ণং চ চএ ঠিয়ঘ্না অগেহে জে স ভিক্ষু ॥ ১৭ ॥

যিনি অলোলপু, রসে গৃহ নহেন, যিনি উঞ্ছচারী (অজ্ঞাত কুল হইতে অল্প অল্প ভিক্ষা আহরণকারী), যিনি অসংযমী জীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি ঝান্দি, সংকার এবং পূজার স্পৃহা ত্যাগ করেন, যিনি নিজের শক্তি গোপন করেন না—তিনি ভিক্ষু।

৫০৩। ন পরং বএজ্জাসি অয়ং কুসীলে জেনো কুপ্লেজ ন তং বএজ্জা।

জাগিয় পত্তেৱং পুঁঁগাবং অভাগং ন সমুক্সে জে স ভিক্ষু ॥ ১৮ ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির পুঁঁগাপ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে—ইহা জানিয়া যিনি অন্যকে কুশীল (দুরাচারী) বলেন না, অন্যের কোপ উৎপন্নকারী কথা বলেন না, যিনি নিজেকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ করিতে যত্নসীল নহেন, তিনি ভিক্ষু।

৫০৪। ন জাইমতে ন য রাবমতে ন লাভমতে ন সুএগমতে।

মায়ণি সক্বাণি বিবজ্জিহ্তা ধম্মজ্ঞানরএ জে স ভিক্ষু ॥ ১৯ ॥

যিনি জাতিতে মন্ত হন না, রূপে মন্ত হন না, যিনি লাভে মন্ত হন না, যিনি সকল প্রকার মদ-বর্জিত হইয়া ধর্মধ্যানে রত থাকেন—তিনি ভিক্ষু।

৫০৫। পবেয়এ অজ্জপয়ং মহামূলী ধন্মে ঠিও ঠাবয়দ পরং পি।

নিক্খন্ম বজ্জেজ কুসীললিংগং ন যাবি হস্মকুহএ জে স ভিক্ষু ॥ ২০ ॥

যে মহামুনি আর্যপদের (ধর্মপদ) উপদেশ করেন, যিনি স্বয়ং ধর্মে স্থিত হইয়া অন্যকে ধর্মে স্থিত করেন, যিনি প্রবেজিত হইয়া কুশীল-লিঙ্গ (কদাচার) বর্জন করেন, যিনি অনাকে হাস্য করাইতে কৃতৃহল-পূর্ণ চেষ্টা করেন না—তিনি ভিক্ষু।

৫০৬। তং দেহবাসং অসুইং অসাসয়ং সয়া চএ নিচ হিয়টাঠিয়ঘ্ন।

ছিংদিতু জান্দেরণশ্স বংধণং উবেই ভিক্ষু অপুণরাগমং গইং ॥ ২১ ॥

তি বেমি ॥

নিজের আঘাতে সদা শাশ্বতহিতে সুস্থিতকারী ভিক্ষু এই অশুচি তথা অশাশ্বত দেহ-বাস চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন এবং জন্ম-মরণের বন্ধন ছিন্ন করিয়া অপুনরাগম-গতি (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন।

ইহা আমি কহিতেছি।

॥ দশবৈকালিকসূত্রের দশম অধ্যয়ন সমাপ্ত ॥

প্রথম চুলিকা

রইবক্তা

ইহ খলু তো! পৰবইএণং, উপ্লম্বদ্বেখণং, সংজমে অরইসমাবন্নচিত্তেণং ওহাগুঁপ্লেহিগা অগোহাইএণং চেব, হয়রস্মি-গয়ংকুস-পোয়পডাগাভূয়াইং ইমাইং অট্টারস ঠাণইং সম্বং সংপত্তিলেহিবাইং ভবতি। তৎ জহা

হে (মুমুক্ষুগণ)! নির্গু প্রবচনে (সাধু জীবনে) প্ৰৱজিত হইয়াও যাহাৰ মোহজনিত দুঃখ উৎপন্ন হয়, সংযমে চিত অৱত্যুক্ত হয়, সংযম ত্যাগ কৱিয়া গৃহহৃষ্ণামে প্ৰত্যাবৰ্তন কৱিতে উদ্যত হয়, তাহাৰ সংযমী জীবন ত্যাগ কৱিবাৰ পূৰ্বে অষ্টাদশ স্থানেৰ (বিয়য়ে) সম্যক্রাপে সমীক্ষণ আবশ্যক। (আহিৱাস্তাৱ) এই স্থানগুলি অথেৰ লাগাম, হস্তীৰ অঙ্কুশ এবং পোতাশ্রয়েৰ পতাকাৰ সমান। যথা

১। হ ভো! দুস্মাএ দুঁঁজীবী।

ওহু! এই দুয়ামাতে (দুঃখপূৰ্ণ পঞ্চম অৰ্থাৎ যুগে) জীবিকোপার্জন অতীব কষ্টদায়ক।

২। লহস্গা ইন্তুরিয়া গিহীণং কামভোগা।

গৃহহৃদেৰ কামভোগ তুচ্ছ এবং অল্পকালিক।

৩। ভুজো য সাইবহলা মনুস্মা।

মনুষ্যগণ প্ৰায়শং মায়াবহুল।

৪। ইমে য মে দুক্ষে ন চিৱকালোবটাই ভবিষ্মসই।

আমাৰ এই (পৰীষহ জনিত) দুঃখ চিৱহায়ী হইবে না।

৫। ওমজনপুৰকাৰে।

(গৃহহৃদেৰ) নীচ জনকে পুৱক্ষাৰ (সম্মান) কৱিতে হয়।

৬। বংতম্স য পডিয়াইয়েণং।

(সংযম ত্যাগ কৱিয়া পুনঃ গৃহে প্ৰত্যাবৰ্তন হইল) বমন পান।

৭। অহৱগইবাসোবসংপয়া।

(সংযম ত্যাগ কৱিয়া গৃহবাস হইল) অধৱগতি অৰ্থাৎ নৱক জীবন অঙ্গীকাৰ কৱা।

৮। দুঁঁভে খলু ভো! গিহীণং ধন্মে গিহিবাসমঞ্চে বসংতাণং।

ওহে! গৃহিগণেৰ গৃহবাসে ধৰ্ম (প্ৰাপ্তি) নিশ্চয়ই দুৰ্লভ।

৯। আয়ংকে সে বহায় হোই।

সেখানে বধ নিমিত্ত আতংক হয়।

১০। সংকংপে সে বহায় হোই।

সেখানে বধ নিমিত্ত সংকংক হয়।

- ১১। সোবকেসে গিববাসে।
নিরুবকেসে পরিয়াএ ॥
- গৃহবাস ক্লেশ সহিত হয়, (কিন্ত) মুনি পর্যায় ক্লেশ রাহিত হয়।
- ১২। বংধে গিহবাসে।
মোক্খে পরিয়াএ ॥
- গৃহবাস হইল বন্ধন, (কিন্ত) মুনিপর্যায় হইল মোক্ষ।
- ১৩। সাবজে গিহবাসে।
অণবজ্জে পরিয়াএ ॥
- গৃহবাস হইল সাবদ্য (পাপযুক্ত), মুনি পর্যায় হইল অনবদ্য (পাপরাহিত)।
- ১৪। বহসাহারণা গিহীণং কামভোগা।
গৃহস্থের কামভোগ হইল বহ (জন) সাধারণ অর্থাং অতি সুলভ।
- ১৫। পত্রেং পুঁশ্পাণং।
পুণ্য এবং পাপ হইল প্রত্যেকের (নিজ নিজ)।
- ১৬। অগিচে খলু ভো! মণ্যুণ
জীবিএ কুসঞ্চ-জন-বিন্দু-চচলে।
ওহে! মন্যের জীবন হইল অনিত্য কুশাগ্রে হিত জলবিন্দুর ন্যায় চঢ়ল।
- ১৭। বহং চ খলু পাবং কম্মাং পগডং।
ওহে! ইতিপূর্বে আমি বহ পাপ করেছি।
- ১৮। পাবাণং চ খলু ভো! কড়াণং কম্মাণং পুরিং দুচিশাণং দুশ্শডিক্কংতাণং
বেয়ইত্তা মোক্খে, নথি অবেয়ইত্তা, তবসা বা বোসইত্তা। অট্ঠারসমং পয়ং ভবই।
ভবই য ইথ সিলোগে।
ওহে! দুশ্চরিত্র এবং দুষ্ট পরাক্রম জনিত পূর্ব সংবিত পাপকর্মের ভোগ এবং
তপশ্চয়ায় তাহার ক্ষয় হইলে পর মোক্ষ লাভ হয়। পাপ কর্মের ভোগ তথা তপস্যার
দ্বারা তাহার ক্ষয় বিনা মোক্ষ লাভ হয় না—কর্ম হইতে মুক্তি সন্তুষ্ট নহে। ইহা হইল
অষ্টাদশ পদ। এইস্থলে শ্লোক হইল
জয়া য চয়দ্ব ধম্মাং অগজে ভোগকারণ।
সে তথ মুচ্ছিএ বালে আয়ইং নাববুজ্জাই ॥ ১ ॥
- যখন অনার্য ভোগ নিমিত্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে তখন ভোগে মুচ্ছিত সেই অজ্ঞানী
নিজের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারে না।
জয়া ওহাবিও হৈই ইংদো বা পডিও ছমং।
সৰু-ধম্ম-পরিস্তুত্তো স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ২ ॥
- যখন (কোন সাধু) উৎপ্রবর্জিত হইয়া (গৃহবাসে থেবেশ করে) তখন সে ধর্মভ্রষ্ট হইয়া
সেইরূপ পরিতাপ করে যেমন (দেবলোকের বৈভব চ্যুত হইয়া) ভূলোকে পতিত ইন্দ্ৰ।

জয়া য বংদিমো হৈই পচ্ছা হৈই অবংদিমো।
দেবেয়া ব চূয়া ঠাগা স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৩ ॥

প্রবজিতকালে সাধু বন্ধনীয় হয়, কিন্ত উৎপ্রবজিত অবস্থায় অবন্ধনীয় হইয়া স্ব-
স্থান চ্যুত দেবতাদের ন্যায় পরিতাপ করে।
জয়া য পুইমো হৈই পচ্ছা হৈই অপুইমো।
রায়া ব রজপত্তেং স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৪ ॥

প্রবজিত কালে সাধু পূজা হয়, কিন্ত উৎপ্রবজিত অবস্থায় অপূজ্য হইয়া রাজ্যভূষ্ট
রাজার ন্যায় পরিতাপ করে।
জয়া য মাণিমো হৈই পচ্ছা হৈই অমাণিমো।
সেঁটি ব ককবতে ছুঁডো স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৫ ॥

প্রবজিতকালে সাধু মাননীয় হয়, কিন্ত উৎপ্রবজিত অবস্থায় অমাননীয় হইয়া কৰ্বটে
(প্রাপ্তস্থিত গ্রাম) অববন্দ শ্রেষ্ঠীর ন্যায় পরিতাপ করে।
জয়া য থেরও হৈই সমইক্কংতজোকবণো।
মচ্ছ ব ব গলং গিলিতা স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৬ ॥

যৌবনোপরাঙ্গ উৎপ্রবজিত সাধু বৃদ্ধাবহা প্রাপ্ত হইলে পর কটক গলাধংকরণকারী
মৎস্যের ন্যায় পরিতাপ করে।
জয়া য কুকুডংবস কুতভীহিং বিহশ্মই।
হৃষ্টী ব বংধে বদ্বো স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৭ ॥

কুটুম্বগণের প্রতি দুর্মিতাগ্রস্ত উৎপ্রবজিত সাধু বন্ধনে আবন্দ হস্তীর ন্যায় পরিতাপ
করে।
পুত্রদার-পরিকিঠো মোহ-সংতন-সংতও।
পংকসন্নো জহা নাগো স পচ্ছা পরিতপ্তই ॥ ৮ ॥

ত্রী-পুত্র পরিবৃত এবং মোহ পরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইয়া কর্দমে আবন্দ হস্তীর
ন্যায় পরিতাপ করে।
অজ্জ আহং গীৰী হংতো ভবিয়া বহস্মুও।
জই হং রমংতো পরিয়াএ সামঘে জিগদেসি ॥ ৯ ॥

আজ আমি ভাবিতাজ্ঞা (জ্ঞান-দর্শন-চারিত্র তথা অনিত্য আদি ভাবনায় ভাবিত
অর্থাং যুক্ত) এবং বহক্ষণত (দাদশাসীর জ্ঞাতা) হইতাম যদি জিনোপদিষ্ট শ্রমণ পর্যায়ে
(চারিত্রধর্মী জীবনে) রামণ করতাম।
দেবলোগসমানো উ পরিয়াও মহেসিং।
রঘাণং অরঘাণং তু মহানিরয়-সরিসো ॥ ১০ ॥

সংযমে র ত মহর্যদের জীবন স্বর্গতুল্য সুখদায়ী হয়। (কিন্ত) সংযমহীন মুনিদের
জীবন মহানরকতুল্য দুঃখদায়ী হয়।

দশবৈকালিক সূত্র

অমরোবমং জাগিয় সোকথমুত্তমং
রয়াণ পরিয়াএ তহা রয়াণং।

নিরওবমং জানিয় দুকথমুত্তমং

রমেজ্জ তস্তা পরিয়াএ পংডিএ ॥ ১১ ॥

সংযমে রত মুনিদের সুখ দেবতাদের ন্যায় উত্তম (উৎকৃষ্ট) এবং সংযমহীন
মুনিদের দুঃখ নরকতুল্য উত্তম (উৎকৃষ্ট) ইহা জানিয়া পশ্চিত মুনি সংযমেই রমণ
করিবেন।

ধ্যাউ ভৰ্তং সিরিও ববেয়ং
জর়িয় বিজ্ঞায়মিৰ প্লতেয়ং।

হীলবতি ণং দুবিহীঁ অং কুসীলা

দান্দিয়ং ঘোৱবিসং ব নাগং ॥ ১২ ॥

বিষদস্তনিষ্ঠাসিত বিষধর সপরিকে সাধারণ ব্যক্তিও যেমন অবহেলা করে, সেইরূপ
ধর্ম-অষ্ট, চারিত্র রূপী শ্রী হইতে রহিত, নির্বাপিত যজ্ঞাগ্নিৰ ন্যায় নিষ্ঠেজ এবং দুবিহীত
(আচরণ তথা বিধি-বিধান দুষ্ট) সাধুকে কৃশীল ব্যক্তিও নিন্দা করে।

ইহেব ধম্মো অয়সো অকিন্তী
দুৱামধেজ্জং চ পিছজগম্যি।

চুয়াস ধ্যাউ অহস্মসেবিণো

সংভিবিত্ত্বস্য হেট্টও গঙ্গ ॥ ১৩ ॥

ধর্মচ্যুত, অধর্মসেবী, চারিত্র খণ্ডকারী সাধু এই (মনুষ্যজীবনে) অধর্মের আচরণ
করে, (ইহাতে) তাহার অবশ এবং অকীর্তি হয়। (জনসমাজে) তাহার দুর্লাম হয় এবং
তাহার অধোগতি হয়।

ভুংজিষ্ট ভোগাই পেসঞ্চা চেয়সা
তহাবিহং কটু অসংজমং বহং।

গইং চ গচ্ছে অগভিজ্ঞাযং দুহং

বোহী য সে নো সুলভা পুণো পুণো ॥ ১৪ ॥

সেই সংযমভূষ্ট সাধু আবেগপূৰ্ণ চিত্তের দ্বারা ভোগবস্তুৰ ভোগ করিয়া এবং
তথাবিধ প্রচুর মাত্রায় অসংযম (পালন) করিয়া অনিষ্ট এবং দুঃখ পূৰ্ণ গতি প্রাপ্ত
করে এবং বারবার (জন্ম-মৃত্যু প্রাপ্ত করিয়াও) বোধি তাহার সুলভ হয় না।

ইম্পস তা নেৱইয়স্ম জংতুণো
দুহোবগীয়স্ম কিলেসবত্তিণো।

পলিওবমং বিজ্জই সাগরোবমং

কিমংগ পুণ মজ্জা ইমং মণোদুহং? ॥ ১৫ ॥

রইবকা

দুঃখ যুক্ত এবং ক্লেশময় জীবন ধারণকারী এই নারকীয় জীবদের পল্যোপম এবং
সাগরোপম আয়ও সমাপ্ত হয়ে যায়। তাহা হইলে আমার এই মনোদুতখের হিতি
কতকাল রাহিবে?

ন মে চিৰং দুকথমিংং ভবিষ্মসন্তি

অসাসয়া ভোগপিপাস জংতুণো।

ন চে সৱীৱেণ ইমেণবেম্পসন্তি

অবিষ্মস্তি জীবিয়পজ্জবেণ মে ॥ ১৬ ॥

আমার এই দুঃখ চিৰকাল রাহিবে না। জীবেৰ ভোগপিপাসা হইল অশাশ্঵ত। যদি
ইহা শৰীৰ রাহিতে নষ্ট না হয়, শৰীৰ বিনাশেৰ সময় তো অবশ্যই নষ্ট হইবে।

জস্বেবমঞ্চা উ হবেজ নিছিপ

চয়েজ দেহং ন উ ধম্মসাসণং

তং তাৱিসং নো পয়লেংতি ইংদিয়া

উবেংত বায়া ব সুদংসণং গিৰিং ॥ ১৭ ॥

যাঁহার আজ্ঞা এইরূপ নিশ্চিত হয় (দৃঢ় সংকল্পযুক্ত হয়)- ‘ধর্ম-শাসন ত্যাগ করিবার
পূৰ্বে দেহত্যাগ শ্ৰেয়’, সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ (সাধুৱ) ইন্দ্ৰিয় কখনও বিচলিত হয় না,
সেইরূপ সুদৰ্শন গিৰি মহা বেগবান् বায়ুৱ দ্বাৰা (বিচলিত হয় না)।

ইচ্ছেব সংপত্তিস্য বুদ্ধিমং নরো

আয়ং উবায়ং বিবিহং বিয়াণিয়া।

কাএণ বায়া আদু মাগসেণং

তিগুণিগুণো জিনবয়ণমহিট্টিজাসি ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই প্ৰকাৰ সম্যক্ বিবেচনা কৰিয়া তথা বিবিধ প্ৰকাৰ লাভ এবং
উপায় জানিয়া তিনগুণ্ঠিৰ (মন, বচন এবং কায়) দ্বাৰা গুপ্ত (সংযোগী) হইয়া জিনবচনে
আশ্রিত হউন।

দ্বিতীয় চুলিকা

বিবিত্তচরিয়া

চুলিযং তু পবক্থামি সুয়ং কেবলিভাসিযং।

সুণিতু সপুন্নাগং ধম্মে উপ্লজ্জএ মন্তি ॥ ১ ॥

কেবলী ভাষ্যত মম শ্রুত সেই চুলিকাৰ কথন কৰিব যাহা শুনিয়া ভাগ্যবান্ জীব
(মনুষ্য) গণেৰ ধৰ্মে মতি উৎপন্ন হয়।

অগুসোয়পট্টিএ বহুজন্ময়ি পতিসোয়লদ্বলকখেণং।

পতিসোয়মেৰ অঞ্চ দায়বেৰা হোউকামেণং ॥ ২ ॥

অধিকাংশ ব্যক্তি অনুমোতে (ভোগমার্গে) প্রস্থান করে, (কিন্তু সংযমী জীবনের জন্য) আঘাতে প্রতিশ্রোতে হাপন করা উচিত (অর্থাৎ বিয়ানুরাগে এবং হওয়া উচিত নহে)।

অগুসোয়সুহোলোগো পতিসোও আসবো সুবিহিয়াগঃ।

অগুসোও সংসারো পতিসোও তম্স উত্তরো ॥ ৩ ॥

জন সাধারণ অনুমোতে চলিয়া সুখ প্রাপ্ত করে, কিন্তু সুবিহিতের (সাধুর) আশ্রব (ইন্দ্রিয়-বিজয়) হইল প্রতিশ্রোত। অনুমোত হইল সংসার (অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পরম্পরায় আবদ্ধ) এবং প্রতিশ্রোত হইল তাহার আগকারী।

তহী আয়ার-পরক্রমেণ সংবর-সমাহি-বহুলেণঃ।

চরিয়া গুণা য নিয়মা য হোতি সাহুন দ্বিতীয়া ॥ ৪ ॥

সেইহেতু আচার-পরাক্রমকারীর, প্রভূত সংবর-সমাধি যুক্ত সাধুগণের চর্যা, গুণ তথা নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করা (যত্নশীল হওয়া) কর্তব্য।

অণিএয়বাসো সম্মুণ্ডচরিয়া

অন্নায়টুংছং পইরিক্যা য।

অপ্লোবেহী কলহ-বিবজ্ঞা য

বিহারচরিয়া ইঙিণং পসখা ॥ ৫ ॥

অনিকেতবাস (গৃহবাস ত্যাগ), সমুদান চর্যা (অনেক কুলে ভিক্ষা প্রাপ্ত করা), অজ্ঞাতকুলে ভিক্ষা গ্রহণ করা, একাস্তবাস (একাকী জীবন), উপকরণের অল্পতা এবং কলহ-বর্জনএই প্রকার বিহার-চর্যা (জীবন-চর্যা) খাবিদের জন্য প্রশংস্ত (উপযুক্ত)।

আইষ্ট-ওমাণ-বিবজ্ঞণা য

ওসমন্দিঠ্টা হডভন্তপাণে।

সংস্টৰ্ত-কঞ্জেণ চরেজ ভিক্ষু

তজ্জয়-সংস্টৰ্ত জন্ম জগ্জা ॥ ৬ ॥

অকীর্ণ (সামুহিকভোজন) এবং অবমান (খাদ্যসামগ্ৰীৰ তুলনায় লোক অধিক হইলে সেই সীমিত) ভোজন বর্জন করিবেন এবং দৃষ্ট হান হইতে আন্তীত ভক্ত-পান (আহার-পানীয়) গ্রহণ করিবেন। ভিক্ষু সংস্কৃত (সমজাতীয় খাদ্য সামগ্ৰী লিপ্ত) হাত এবং পাত্র হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। দাতার দেয় বস্তু দ্বারা সংস্কৃত হাত এবং পাত্র হইতে ভিক্ষু ভিক্ষা গ্রহণ করিতে প্রযত্ন কৰুন।

অমজ্জমসাসি অমচ্ছৱীয়া

অভিক্ষণং নিবিগ্রহং গণ য।

অভিক্ষণং কাউম্পস্যকারী

সঞ্চায়জোগে পয়ও হবেজা ॥ ৭ ॥

সাধু মদ্য-মাংসের অভোজী হইয়া, অমৎসী হইয়া, বারবার বিকৃতির (গচনশীল খাদ্য বস্তুর) ভোজন না কৰিয়া তথা বার বার কায়োৎসৰ্গ (শারীরিক শিথিলীকরণের

মাধ্যমে শরীরের আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক পৰিব্রতা রক্ষা)কারী হইয়া স্বাধ্যায় নিমিত্ত বিহিত তপস্যায় প্রযত্নশীল হইবেন।

ন পতিগ্নবেজা সয়ণাসগাইং

সেজং নিসেজং তহ ভত্তপাণং।

গামে কুলে বা নগরে ব দেসে

মন্তব্যাবং ন কহিং চি কুজা ॥ ৮ ॥

(সাধু বিহারকালে গৃহস্থকে এইরূপ) প্রতিজ্ঞা করাইবেন না (যাহাতে পুনরাগমন হইলে) শয়ন, আসন, উপাশ্য, স্বাধ্যায়-ভূমি এবং আহার-পানীয় তাঁহাকেই দেওয়া হয়। গ্রাম, কুল, নগর অথবা দেশের প্রতিষ্ঠা (সাধুর) মমত ভাব থাকা উচিত নহে।

গিহিগো বেয়াবড়িয়ং ন কুজা গৃহে নি মান মান

অভিবায়ণং বংদণং পূয়ণং চ।

অসংকিলিট্টৈহিং সমং বসেজা ন মচানীক

মূলী চরিত্তম্স জও ন হণী ॥ ৯ ॥

(সাধু) গৃহস্থকে বৈয়াপ্ত্য (প্রীতিজনক উপকার) করিবেন না, অভিবাদন, বন্দনা এবং পূজা করিবেন না। মুনি সংক্রেশ-রহিত (গৃহ-প্রাপ্ত বৈয়াপ্ত জনিত রাগ-দ্বেব রহিত) সাধুগণের সহিত রহিবেন যাহাতে চরিত্র হানি না হয়।

ন যা লভেজা নিউণং সহায়ং ন মচে ন মচে ন মচে

গুণাহিং বা গুণও সমং বা।

একো বি পাবইং বিবজ্ঞয়তে

বিহোজ্জ কামেসু অসজ্জমাণো ॥ ১০ ॥

যদি কদাচিৎ অধিকগুণসম্পন্ন অথবা সমানগুণসম্পন্ন নিপুণ সাথী পাওয়া না যায় তাহা হইলে পাপকর্ম বর্জন করিয়া এবং কাম-ভোগ-হইতে বিরত থাকিয়া (সাধু) একাকীই (সংঘষ্টিত হইয়া) বিহার করিবেন।

সংবচ্ছরং চাবি পরং প্রাণং

বীয়ং বাসং ন তহিং বসেজা।

সুন্তম্স মধ্যেণ চরেজ ভিক্ষু

সুন্তম্স অঞ্চো জহ আগবেই ॥ ১১ ॥

সম্বৎসরের যে উৎকৃষ্টকাল (অর্থাৎ বর্ষাকালীন চাতুর্মাস তথা শেষকাল একমাস) মুনি ব্যতীত করিয়াছেন সেই হানে পুনঃ বাস করিতে মুনির দুই বর্ষ (অর্থাৎ দুই চাতুর্মাস এবং শেষকাল দুই মাস) ব্যবধান রাখা উচিত। ভিক্ষুর সূত্রেত মার্গে বলা উচিত, সূত্রের অর্থ যৈরূপ আজ্ঞা প্রদান করে তেমনই চলা উচিত।

জো পুবৰভাবৰভকালে

সংপিক্ষে অঞ্চলগমণং।

কিং মে কডং কিং চ মে কিচ সেসং
কিং সকণিজ্জং ন সমায়রামি ॥ ১২ ॥

যে সাধু পূর্বরাত্র এবং অপররাত্র কালে (অর্থাৎ রাত্রির প্রথম এবং পরবর্তী প্রহরে) আত্মালোচন করেনআমি কী করিয়াছি? আমার আর কী করণীয় আছে? এমন কী কার্য আছে যাহা আমি করিতে পারি অথচ (প্রমাদবশতঃ) করিতেছি না?

কিং মে পরো পাসই কিং ব অঞ্চা
কিং বাহং খলিযং ন বিবজ্জয়ামি।

ইচ্ছেব সম্মং অণুপাসমাগো
অগাগযং নো পডিবংধ কুজ্জা ॥ ১৩ ॥

আমার দোষ কী অপরে দেখে অথবা আমি স্বযং তাহা দেখি? আমি কৃ স্বল্পন
বর্জন করিতে পারি না? এই প্রকার আত্ম-নিরীক্ষণ করিয়া মুনি অনাগতকে প্রতিবন্ধ
করিবেন না (অর্থাৎ অসংযমে বদ্ধ হইবেন না)।

জথেব পাসে কঙ্গ-দুঘ্নউত্ত
কায়েণ বায়া অদু মাণসেণং।
তথেব ধীরো পডিসাহরেজ্জা
আইনও খিঞ্চিব খলীণং ॥ ১৪ ॥

কখনও মন,বচন এবং কায়ের দুঃপ্রবৃত্তি হইতে দেখিলে ধীর(সাধু) তৎক্ষণাত্ম নিজেকে
প্রতিসংহার (সংযত) করিবেনযেইরূপ ক্ষিপ্রগামী অশ্ব লাগামের দ্বারা সংযত হয়।

জস্মেরিসা জোগ জিইংদিয়স্মস
ধিইমও সঞ্চুরিসম্ম নিচ্ছং।
তমাহ লোএ পডিবুদ্ধ জীবী
সো জীবই সংজ্ঞ জীবিএণং ॥ ১৫ ॥

যে জিতেন্দ্রিয়, ধৃতিমান् সৎপুরুষের যোগ সদা এই প্রকার হয় তাহাকে এই লোকে
প্রতিবুদ্ধজীবী বলা হয়ে থাকে। যিনি এইরূপ হন তিনি সংযমী জীবন যাপন করেন।

অঞ্চা খলু সয়যং রক্খিয়বেো
সক্রিংদিএহিং সুসমাহিএহিং।
অরক্খিও জাইপহং উবেই
সুরক্খিও সকবদুহাগমুচ্ছই ॥ ১৬ ॥

ত্বি বেমি ॥

সকল ইন্দ্রিয়কে সুসমাহিত করিয়া আত্মাকে সদা রক্ষা করা উচিত। অরক্ষিত
আত্মা জাতি পথ (জন্ম-মৃত্যু) প্রাপ্ত হয় এবং সুরক্ষিত আত্মা সকল দুঃখ হইতে মুক্তি
লাভ করে।

আমি এইরূপ কহিতেছি ॥

